খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস

shepherds
GLOBAL CLASSROOM

Shepherds Global Classroom বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান খ্রিষ্টীয় নেতাদের পাঠ্যক্রম প্রদান করে খ্রিস্টের দেহকে সজ্জিত করার জন্য বিদ্যমান। আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বের প্রতিটি দেশে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষকদের হাতে ২০টি কোর্সের পাঠ্যসূচি তুলে দিয়ে দেশীয় প্রশিক্ষণ কর্মসূচিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করা।

এই কোর্সটি বিনামূল্যে ডাউনলোডের করা যেতে পারে: https://www.shepherdsglobal.org/downloads

প্রধান লেখক: Dr. Stephen K. Gibson (ডঃ স্টিফেন কে গিবসন)

এই কোর্সের কিছু অংশ আমেরিকার ওহাইও সিনসিনাটিতে অবস্থিত God's Bible School and College এর শিক্ষকবৃন্দ দ্বারা *I Believe* বইটি থেকে নেওয়া হয়েছিল।

কপিরাইট © ২০২৩ Shepherds Global Classroom

ইংরেজি তৃতীয় সংস্করণ থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন ডঃ অরুণ কুমার সরকার।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তৃতীয় পক্ষের উপকরণগুলি তাদের নিজ নিজ মালিকের কপিরাইট এবং বিভিন্ন লাইসেন্সের অধীনে শেয়ার করা হয়েছে।

শাস্ত্র উদ্ধৃতিগুলি পবিত্র বাইবেল, বাংলা সমকালীন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে © ২০১৯ Biblica, Inc. বিশ্বব্যাপী গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত।

অনুমতি বিজ্ঞপ্তি:

এই কোর্সটি নিম্নলিখিত নির্দেশিকার অধীনে প্রিন্ট এবং ডিজিটাল ফরম্যাটে অবাধে মুদ্রিত এবং বিতরণ করা যেতে পারে: (১) কোর্সের বিষয়বস্তু কোনোভাবেই পরিবর্তন করা যাবে না; (২) মুনাফার জন্য কপি বিক্রি করা যাবে না; (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি টিউশন ফি নিলেও এই কোর্সটি ব্যবহার/কপি করতে পারবে; এবং (৪) Shepherds Global Classroom -এর অনুমতি ও তত্ত্বাবধান ছাড়া কোর্সটি অনুবাদ করা যাবে না।

সূচীপত্র

কোর্সের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ৫
১. ঈশ্বরের পুস্তক ৯
২. ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যসকল ২৩
৩. ত্রিত্ব ৩৩
৪. মানবপ্রকৃতি ৪৩
৫. পাপ ৫১
৬. আত্মার জগৎ ৫৯
৭. খ্রিষ্ট ৬৯
৮. পরিত্রাণ ৮৩
৯. পরিত্রাণের বিষয়সকল ৯৩
১০. পবিত্র আত্মা ১০৫
১১. খ্রিষ্টীয় পবিত্রতা ১১৫
১২. মন্ডলী ১২৭
১৩. অনন্তকালীন পরিণতি ১৩৫
১৪. অন্তিম ঘটনাবলী ১৪৩
১৫. প্রাচীন বিশ্বাসসূত্র ১৫১
সুপারিশকৃত সহায়ক গ্রন্থসমূহ ১৬১
অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড ১৬৫

কোর্সের সংক্ষিপ্ত আলোচনা

কোর্সের বিবরণ

এই কোর্সটি খ্রিষ্টীয় ঈশতত্ত্বের প্রতিটি প্রধান বিভাগ যেমন ঈশ্বর, খ্রিষ্ট, পাপ, পরিত্রাণ এবং অন্যান্য মৌলিক মতবাদগুলি বোঝাতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীরা শিখবে কিভাবে ধর্মতত্ত্ব বা মতবাদের ত্রুটিগুলি এড়াতে হয়। শিক্ষার্থীদের অন্যদেরকে খ্রিষ্টীয় মতবাদ সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হবে।

কোর্সের উদ্দেশ্য

(১) খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের মৌলিক মতবাদগুলি শেখা।

(২) মতবাদের উৎস ও কর্তৃত্ব হিসেবে বাইবেলকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা।

(৩) মতবাদে উল্লেখযোগ্য ত্রুটিগুলি সনাক্ত করা।

(৪) যা ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে গভীর করতে সাহায্য করে সেই বোধগম্যতা লাভ করা।

(৫) অন্যদের শেখানোর জন্য বিষয়বস্তু এবং পরিকাঠামো গ্রহণ করা।

ক্লাস লিডারদের জন্য নির্দেশিকা সমূহ

এই নির্দেশগুলি বর্ণনা করে যে কীভাবে ক্লাসটিকে সর্বোচ্চ মানের সাথে পড়ানো যেতে পারে। Shepherds Global Classroom (শেফার্ডস গ্লোবাল ক্লাসরুম) বা এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাস লিডারকে অবশ্যই এই মান বজায় রাখতে হবে। অন্যান্য গ্রুপ যারা এই আবশ্যিকতাগুলি পূরণ করতে সক্ষম নয় তাদের একজন শিক্ষক কোর্সের আবশ্যিকতাগুলি ছাত্রছাত্রীদের সামর্থ্যের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে পড়াতে পারেন এবং একটি ভিন্ন সার্টিফিকেট দিতে পারেন।

আমরা অনুমান করি যে একটি পাঠটি শেষ করতে ৯০ মিনিট বা তার বেশি সময় লাগবে। প্রতিটি পাঠের জন্য একটি দলের পক্ষে দুবার মিলিত হওয়া শ্রেয়। যদি একটি দল দুবার মিলিত হয় তবে কিছু নির্দেশকে অবশ্যই খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যেমন, উভয় বারই পরীক্ষা হবে না।

প্রতিটি শিক্ষার্থীর এই বইটির একটি কপি প্রয়োজন।

পাঠের নির্দিষ্ট অংশগুলির জন্য নির্দেশাবলী সহ ক্লাস লিডারদের নোটগুলি পুরো কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেগুলি বাঁকা অক্ষরে লেখা হয়েছে।

ক্লাস সেশনের শুরুতে আগের পাঠের উপর **পরীক্ষা** নিন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কোনো সাহায্য ছাড়াই স্মৃতি থেকে উত্তর লিখতে হবে। যদি কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারে, তাহলে আপনি তাকে আরেকবার চেষ্টা করতে দিতে পারেন (আনুমানিক সময়: ১০ মিনিট)। পরীক্ষার উত্তরপত্র ShepherdsGlobal.org থেকে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ।

পরীক্ষার পর আগের পাঠের উদ্দেশ্যগুলির তালিকাটি পর্যালোচনার প্রশ্ন হিসেবে ব্যবহার করুন। প্রতিটি উদ্দেশ্যের জন্য একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন এবং শিক্ষার্থীদের ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিন (আনুমানিক সময়: ১৫ মিনিট)।

একজন শিক্ষার্থীকে একটি নির্ধারিত শাস্ত্রাংশ পড়তে দিয়ে নতুন পাঠ শুরু করুন। পাঠের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অংশটি কী বলে তা ছাত্র-ছাত্রীদের সংক্ষেপে আলোচনা করতে দিন (আনুমানিক সময়: ১০ মিনিট)।

প্রতিটি অংশ পড়ে এবং ব্যাখ্যা করে পাঠের বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে যান। ক্লাসের সদস্যরা কিছু অংশ পড়াতে সক্ষম হতে পারে (আনুমানিক সময়: ৪৫ মিনিট)।

এই কোর্সে অনেক **শাস্ত্রপদ** ব্যবহার করা হয়েছে। বন্ধনীতে *পড়ুন* লেখাযুক্ত শাস্ত্রাংশগুলি ক্লাসে জোরে জোরে পড়তে হবে। অন্যান্য শাস্ত্রপদের উল্লেখগুলি কেবল পাঠ্যের বিবৃতিগুলিকে সমর্থন প্রদান করে। ক্লাসে ওই সব শাস্ত্রপদগুলি দেখার বা পড়ার জন্য সবসময় প্রয়োজন হয় না।

এই ► চিহ্নটি একটি **আলোচনা প্রশ্ন** এবং **ক্লাসের কার্যক্রম**কে নির্দেশ করে। কখনও কখনও আলোচনামূলক প্রশ্নগুলি বিভাগটি পরিচয় করিয়ে দেয়। কখনও আবার তারা সদ্য পাঠ করা বিভাগটি পুনরালোচনা করে। ক্লাস লিডারের উচিত প্রশ্ন করা এবং উত্তর নিয়ে আলোচনা করার জন্য শিক্ষার্থীদের সময় দেওয়া। বিশেষ করে প্রশ্নটি যদি একটি অংশের পরিচয় করিয়ে দেয়, সে ক্ষেত্রে সেই সময়ে উত্তরটি পুরোপুরি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই।

ক্লাসে প্রতিটি পাঠের শেষে "**বিশ্বাসের বিবৃতি**" একসাথে দু'বার পড়তে হবে।

প্রতিটি পাঠের শেষে, প্রতিটি শিক্ষার্থীকে প্রদত্ত তালিকা থেকে একটি করে শাস্ত্রপদ বরাদ্দ করা উচিত। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে, তাদের উচিত শাস্ত্রপদটি পড়া এবং অনুচ্ছেদটি বিষয়বস্তু সম্বন্ধে কী বলে সে সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখা। সেই অনুচ্ছেদটি পরবর্তী সেশনে তাদের ক্লাস লিডারকে দেখাতে হবে।

এই কোর্সটি চলাকালীন কমপক্ষে তিনবার, শিক্ষার্থীকে ক্লাসে নেই এমন লোকদের একটি পাঠ বা পাঠের অংশ পড়াতে হবে। এটি মন্ডলীর একটি ক্লাসে, একটি গৃহ বাইবেল অধ্যয়ন গ্রুপে বা অন্য কোনো পরিবেশে করা যেতে পারে। প্রতিটি ক্লাস সেশন শেষে শিক্ষার্থীদের এই অ্যাসাইনমেন্টের কথা মনে করিয়ে দিন এবং গত ক্লাস সেশনের পর থেকে তারা যদি কোনো শিক্ষাদান করে থাকে তাহলে তাদের রিপোর্ট করার সুযোগ দিন।

ক্লাস শেষে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে পরবর্তী পাঠের বিষয়বস্তুটি পড়ার কথা মনে করিয়ে দিন(ঘোষণা ও অ্যাসাইনমেন্টের জন্য আনুমানিক সময়: ১০ মিনিট)।

যদি কোনো শিক্ষার্থী **Shepherds Global Classroom বা এর কোনো একটি সম্পর্কযুক্ত সংগঠনের কাছ থেকে একটি সার্টিফিকেট** পেতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই ক্লাস সেশনগুলিতে উপস্থিত থাকতে হবে এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি সম্পূর্ণ করতে হবে। কোনো শিক্ষার্থী যদি ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে তাহলে তার উচিত অনুপস্থিত থাকা ক্লাসের পাঠটি অধ্যয়ন করা, পরীক্ষা দেওয়া এবং অ্যাসাইনমেন্টগুলি লেখা। যে অ্যাসাইনমেন্টগুলি লেখা সম্পূর্ণ হয়েছে সেগুলি লিপিবদ্ধ করার জন্য এই কোর্সের শেষ প্রান্তে একটি ফর্ম দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দেশিকাসমূহ

ক্লাস শুরু হওয়ার আগে আপনার প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তুটি পড়া উচিত যাতে বিষয়গুলি নিজে আরও ভালোভাবে বুঝে আপনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

প্রতিটি ক্লাস সেশনের শুরুতে আগের পাঠের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। প্রদত্ত পরীক্ষার প্রশ্নগুলি অধ্যয়ন করুন।

সবসময় একটা বাইবেল, পাঠের মুদ্রিত কপি এবং একটি পেন নিয়ে আসুন যাতে বিষয়বস্তুর সঙ্গে আপনার নিজের নোটও লিখতে পারেন।

শাস্ত্রের রেফারেন্স খোঁজার জন্য, আলোচনার প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং ক্লাস লিডারের নির্দেশ অনুযায়ী অংশগ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকুন।

প্রতিটি পাঠের শেষে, আপনাকে শাস্ত্রের একটি অংশ দেওয়া হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে, অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অনুচ্ছেদটি কী বলে সে বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখুন। অনুচ্ছেদটি ক্লাস লিডারকে দেখান।

এই কোর্সের সময় কমপক্ষে তিনবার আপনার ক্লাসে নেই এমন লোকদের একটি পাঠ বা পাঠের অংশ আপনাকে শেখাতে হবে। এই শিক্ষাটি মন্ডলীর একটি ক্লাসে, একটি গৃহ বাইবেল অধ্যয়ন গ্রুপে বা অন্য কোনো পরিবেশে করা যেতে পারে। আপনি যখনই কাউকে শেখাবেন তখন ক্লাস লিডারকে রিপোর্ট করুন।

পাঠ ১
ঈশ্বরের পুস্তক

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- সাধারণ প্রকাশ এবং বিশেষ প্রকাশের ধারণাগুলি।
- বাইবেল যে ঈশ্বরের বাক্য তার প্রমাণ।
- শাস্ত্রের অনুপ্রেরণা।
- কেন শাস্ত্রের অনুপ্রেরণার অর্থ হল যে, এটি নির্ভুল।
- অনুপ্রাণিত, অব্যর্থ, এবং চির-অভ্রান্ত - এই শব্দগুলি।
- কেন বাইবেল লেখা সমাপ্ত হয়ে গেছে এবং তা আর প্রসারিত করা যাবে না।
- কিভাবে বাইবেল হল ধর্মতত্ত্বের প্রাথমিক উৎস এবং চূড়ান্ত কর্তৃত্ব।
- খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের দৈনন্দিন জীবনে বাইবেল কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
- বাইবেল সম্বন্ধে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থী ভুল কর্তৃত্বের কথা শোনা অথবা সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে বাইবেল অধ্যয়ন করা এড়িয়ে চলবে।

ভূমিকা

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: সাধারণত সেশনটি পূর্ববর্তী পাঠের উপর একটি পরীক্ষা এবং পূর্ববর্তী পাঠের উদ্দেশ্যগুলির পর্যালোচনা দিয়ে শুরু হবে। যেহেতু এটি প্রথম পাঠ, নীচের শাস্ত্র পাঠ করে ক্লাস শুরু করুন।

► গীতসংহিতা ১১৯:১-১৬ পদ একসঙ্গে পড়ুন। এই অংশটি বাইবেল সম্বন্ধে আমাদের কী জানায়?

পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর কথা বলেছেন। তিনি নিজেকে এবং তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর আমাদের কাছে যে সত্য প্রকাশ করেছেন তাকে বলা হয় প্রকাশ বা প্রত্যাদেশ। বাইবেলে "প্রকাশিত বাক্য" নামে একটি বই আছে। কিন্তু "প্রকাশিত" বা "প্রত্যাদেশ" বা "প্রকাশ" শব্দটি ঈশ্বরের প্রকাশ করা সমস্ত সত্যের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে।

► ঈশ্বর আমাদের কাছে কি কি উপায়ে সত্য প্রকাশ করেছেন?

প্রকাশের গঠন বৈচিত্র্য

যেহেতু ঈশ্বর সত্যকে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করেছেন, তাই আমরা সেগুলিকে দুটি বিভাগে ভাগ করেছি: সাধারণ প্রকাশ এবং বিশেষ প্রকাশ।

সাধারণ প্রকাশ

সাধারণ প্রকাশ হল যা ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের সম্পর্কে আমাদের দেখিয়েছেন। আমরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নকশায় ঈশ্বরের বিস্ময়কর বুদ্ধিমত্তা ও শক্তি দেখতে পাই।

ঈশ্বরের সর্বোচ্চ সৃষ্টি হল মানুষ। আমরা যখন মানুষকে কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে তা দেখি, তখন আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় শিখি। আমরা যে যুক্তিতর্ক করতে পারি, সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারি এবং সঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য বলতে পারি (যদিও পুরোপুরি নয়), তা আমাদের দেখায় যে আমাদের সৃষ্টিকর্তার অবশ্যই সেই ক্ষমতাগুলো উচ্চতর মাত্রায় রয়েছে। আমরা জানি যে ঈশ্বর অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি যিনি চিন্তা করতে ও ভাববিনিময় করতে পারেন কারণ আমাদের সেই ক্ষমতাগুলো রয়েছে।

যেহেতু "সাধারণ প্রকাশ" আমাদের দেখায় যে ঈশ্বর কথা বলতে পারেন, তাই আমরা বুঝতে পারি যে "বিশেষ প্রকাশ" ঘটতে পারে। যেহেতু ঈশ্বর কথা বলতে পারেন, তাই ঈশ্বরের কাছ থেকে বার্তা এবং এমনকি ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি পুস্তকও পাওয়া সম্ভব।

"সাধারণ প্রকাশ" দ্বারা মাধ্যমে মানুষ জানে যে একজন ঈশ্বর আছেন, তাদেরকে তাঁর বাধ্য হওয়া উচিত এবং তারা ইতিমধ্যেই তাঁর অবাধ্য হয়েছে। (পড়ুন রোমীয় ১:২০-২১।) কিন্তু "সাধারণ প্রকাশ" আমাদের বলে না যে কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। "সাধারণ প্রকাশ" আমাদের "বিশেষ" প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখায়। এটি দেখায় যে সব মানুষই পাপী এবং সৃষ্টিকর্তার সামনে তাদের কোনই অজুহাত নেই। কিন্তু এটি আমাদেরকে কোন সমাধান জানায় না।

বিশেষ প্রকাশ

ঈশ্বর তাঁর অনুপ্রাণিত শাস্ত্র এবং তাঁর পুত্র যিশুর মাধ্যমে আমাদেরকে "বিশেষ প্রকাশ" দিয়েছেন।

"বিশেষ প্রকাশ" সেই অবস্থা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা যা "সাধারণ প্রকাশ" আমাদেরকে দেখায়: পতিত এবং দোষী। "বিশেষ প্রকাশ" ঈশ্বরকে বর্ণনা করে, পতন ও পাপকে ব্যাখ্যা করে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার পথ দেখায়।

কল্পনা করুন যে আপনি বাইবেলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জানতেন না। তবে এখন বুঝতে পারলেন যে একজন ঈশ্বর আছেন। আপনি জানলেন যে আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে সমস্যায় আছেন। মৃত্যুর পর কী হয় তা আপনি জানেন না। জীবনের উদ্দেশ্যও আপনি জানেন না। এমনকি আপনি এও জানেন না কিভাবে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে হয়।

> "আমি বিশ্বাস করি না যে এমন কোনও ব্যক্তি সুসমাচার প্রচার করতে পারেন যিনি ব্যবস্থা প্রচার করেন না। ব্যবস্থার মানকে নিচু করুন এবং আপনি সেই আলোকে ম্লান করে দেবেন যার দ্বারা মানুষ তার অপরাধ বুঝতে পারে।"
> চার্লস স্পারজন (Charles Spurgeon)

এরপর কল্পনা করুন যে কেউ আপনাকে একটা বই দেখাচ্ছেন এবং আপনাকে বলছেন যে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য এটা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। আপনি কি ভাবতে পারছেন যে এই বইটি আপনার কাছে কতটা মূল্যবান হবে?

বাইবেলের দাবি

► বাইবেল নিজের সম্বন্ধে কি দাবি করে? বাইবেল থেকে কিছু বিবৃতির উদাহরণ দিন যেগুলো দেখায় যে এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে বলে দাবি করে।

আসুন আমরা সেই দাবি সম্বন্ধে আলোচনা করি, যা বাইবেল নিজের সম্বন্ধে করে থাকে। এরপর, আমরা প্রমাণ দেখব যে বাইবেল সত্য। বাইবেল নিজেকে ঈশ্বরের বাক্য বলে দাবি করে। পুরাতন নিয়মে ৩,০০০টিরও বেশি বিবৃতি রয়েছে যা বলে যে বার্তাগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছিল। প্রায়শই সহজভাবে বলা হয় যে, "প্রভু বলেছেন...।"[1] যিশু পুরাতন নিয়মকে ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে মনে করতেন। (পড়ুন মথি ৫:১৭-১৮; যোহন ১০:৩৫; মার্ক ১২:৩৬)। নতুন নিয়মের লেখকরাও পুরাতন নিয়মকে ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে বলে মনে করতেন (পড়ুন প্রেরিত ৩:১৮; ২ তীমথিয় ৩:১৬; ২ পিতর ১:২০-২১)। নতুন নিয়মের লেখকরা নতুন নিয়মের লেখাগুলিকে ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে মনে করতেন (পড়ুন ১ করিন্থীয় ১৪:৩৭; ২ পিতর ৩:১৬)।

যদি একজন ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে বাইবেলের দাবি মেনে না নেন তাহলে তাকে তার প্রমাণগুলো দেখা উচিত। আবারও কল্পনা করুন যে আপনি বাইবেল সম্বন্ধে জানতেন না। কিন্তু এখন আপনি জানেন যে ঈশ্বর একজন ব্যক্তি এবং তিনি চাইলে কথা বলতে পারেন। সুতরাং, আপনি এটাও জানেন যে ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি পুস্তক আসাও সম্ভব। তারপর কেউ আপনাকে একটি পুস্তক দেখায় এবং আপনাকে বলে যে এটি ঈশ্বরের পুস্তক।

► আপনি কিভাবে জানবেন যে বাইবেল সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য? সেটি কেমন হবে বলে আপনি আশা করবেন?

> আইন রোগটি চিহ্নিত করে; সুসমাচার তার প্রতিকার দেয়।
> - মার্টিন লুথার
> (Martin Luther)

বিশ্বের যে কোনও জায়গাতে যখন সুসমাচার প্রচার করা হয় তখন মানুষ সত্যের অভ্যন্তরীণ নিশ্চয়তা অনুভব করে থাকেন। তারা যখন সুসমাচারে বিশ্বাস করে এবং অনুতপ্ত হয়, তখন তারা ঈশ্বরের ক্ষমা এবং পরিবর্তিত জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। অধিকাংশ মানুষের কাছে বাইবেলে বিশ্বাস করার এটাই তাদের প্রথম কারণ। (পড়ুন ১ থিষলনীকীয় ১:৫)

এরপর যারা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাদের জন্য ঈশ্বরের আত্মা শাস্ত্রের মাধ্যমে কথা বলেন, এবং বোধগম্যতা ও প্রত্যয় প্রদান করেন। পবিত্র আত্মা যেভাবে বাইবেল ব্যবহার করেন তা নিশ্চিত করে যে এটি ঈশ্বরের বাক্য। (পড়ুন ইফিষীয় ৬:১৭)

আমরা যখন ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে চলি, তখন আমরা দেখতে পাই যে বাইবেল সঠিকভাবে তার প্রকৃতি এবং তিনি আমাদের সাথে যেভাবে কাজ করেন তা প্রকাশ করে। বাইবেল আমাদেরকে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক শুরু করার এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার উপায় সম্বন্ধে জানায়। এটি প্রমাণ করে যে, বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য। (পড়ুন গীতসংহিতা ১১৯: ১-২)

---

[1] উদাহরণস্বরূপ, গণনাপুস্তক ৩৪:১; গণনাপুস্তক ৩৫:১, ৯ দেখুন।

কিন্তু আপনি যদি এমন কোন প্রমাণ চান যা আপনার নিজের আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তির উপর স্থাপিত নয়, তা হলে? অন্যান্য ধর্মের লোকেদেরও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা রয়েছে, কিন্তু তাদের অভিজ্ঞতা সত্যের উপর স্থাপিত নয়। কিভাবে আমরা জানতে পারি যে আমাদের অভিজ্ঞতা সত্যের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত?

► বাইবেলে যা লেখা আছে তা যে সঠিক তার কি প্রমাণ আছে?

১,৫০০ বছর ধরে প্রায় ৪০ জন লেখক বাইবেলটি লিখেছেন। বেশিরভাগ লেখকই একে অপরের সাথে পরিচিত ছিলেন না। এই রকম একটি পুস্তক থেকে আমরা সাধারণত কী আশা করতে পারি? আমরা ধরে নিতেই পারি যে এতে সব ধরনের ভুল এবং অসঙ্গতি থাকবে। কিন্তু বাইবেল সম্বন্ধে এই বিষয়গুলি বিবেচনা করুন। বাইবেলে উল্লেখিত হাজার হাজার ভৌগোলিক স্থান খুঁজে পাওয়া গিয়েছে; বাইবেলে উল্লেখিত হাজার হাজার ঐতিহাসিক ঘটনা ও ব্যক্তিদের বিষয়ে ইতিহাসে নিশ্চিত হওয়া যায়; কোনো আবিষ্কারই বাইবেলের কোনো বক্তব্যকে কখনো মিথ্যা বা ভুল প্রমাণ করেনি; এবং বাইবেল কখনোই স্ববিরোধী কিছু বলে না। এখন পর্যন্ত যত বই লেখা হয়েছে তাদের কারো ক্ষেত্রেই এটি সত্য নয়। এই প্রমাণগুলি বাইবেলের এই দাবিকে সমর্থন করে যে বাইবেল ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

বাইবেল নিজেকে যে ঈশ্বরের বাক্য বলে দাবি করে সেই বিষয়ে যে প্রমাণগুলি রয়েছে, সেগুলি আমরা ছয়টা পয়েন্টে সংক্ষেপে তুলে ধরতে পারি। আমরা জানি যে বাইবেল সত্যিই ঈশ্বরের বাক্য কারণ:

- বাইবেলের হাজার হাজার তথ্য সুনিশ্চিত করা হয়েছে।
- বাইবেলের কোনো বিবৃতিই মিথ্যা প্রমাণিত হয় নি।
- বাইবেল স্ববিরোধী কিছু বলে না।
- প্রভাবের মাধ্যমে সুসমাচার প্রমাণিত হয়।
- ঈশ্বরের আত্মা বাইবেলের মাধ্যমে কথা বলেন।
- বাইবেল ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে পরিচালনা করে।

অনুপ্রেরণার সংজ্ঞাকরণ

► বাইবেল হল অনুপ্রাণিত, এর অর্থ কী?

অনুপ্রেরণা হল একটি অতিপ্রাকৃত কাজ যেখানে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং সেই প্রকাশকে তিনি লিখিত আকারে আমাদেরকে দিয়েছেন। বাইবেল হল অনুপ্রেরণার অন্তিম ফল। বাইবেলের মতো অনুপ্রেরণায় লেখা আর কোনো বই নেই। **বাইবেলের অনুপ্রেরণার অর্থ হল এটি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের বাক্য, এমনকি এর ব্যবহৃত শব্দগুলি পর্যন্ত।**

যখন লোকেদের কাছে কোন বিশেষ ধারণা থাকে তখন তারা কখনও কখনও নিজেদেরকে অনুপ্রাণিত বলে মনে করেন। কিন্তু বাইবেল যখন নিজেকে ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত বলে দাবি করে তখন সেটি এর চেয়ে আরও বেশি কিছুকে বোঝায়।

> সমস্ত শাস্ত্রলিপি ঈশ্বরনিশ্বসিত- এবং শিক্ষা, তিরস্কার, সংশোধন ও ধার্মিকতায় প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী (২ তীমথিয় ৩:১৬)

যদিও শাস্ত্র মানুষের হাতে লেখা কলম থেকে এসেছে, কিন্তু বাইবেল ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে তা এই পদে জোর দেওয়া হয়েছে। যেহেতু বাইবেল ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, তাই এটি বিশ্বাসসূত্র বা মতবাদের জন্য নির্ভরযোগ্য। মানুষ যা করতে পারত, তার চেয়ে এটি উত্তম।

> সর্বোপরি, তোমাদের অবশ্যই বুঝে নিতে হবে যে, শাস্ত্রের কোনো ভবিষ্যদ্বাণী ভাববাদীর নিজের ব্যাখ্যার বিষয় নয়। কারণ মানুষের ইচ্ছা থেকে কখনও ভাববাণীর উদ্ভব হয়নি, মানুষেরা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়ে ঈশ্বর থেকে যা পেয়েছেন, তাই বলেছেন। (২ পিতর ১:২০-২১)

২য় পিতরের এই পদগুলি বলে যে লেখকরা পবিত্র আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। বাইবেল লেখকদের নির্ভুলতা তাদের নিজস্ব জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল ছিল না। লেখকরা তাদের লেখায় পবিত্র আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত বা সঞ্চালিত হয়েছিলেন, এই বিষয়টা দেখায় যে লেখার নির্ভরযোগ্যতা আসলে ছিল ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। তাই বাইবেল হল ঈশ্বরের মতই মতো সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য।

অনুপ্রেরণা বিষয়টা কেমন ছিল?

► লেখকরা বাইবেল লেখার আগে কি কি উপায়ে ঈশ্বরের সত্যকে জানতে পেরেছিলেন ?

অনেক সময় মানুষ অবাক হয়ে চিন্তা করে যে অনুপ্রেরণা কিভাবে কাজ করেছে। কীভাবে ঈশ্বর তাঁর সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন এবং তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে কি না, তা সুনিশ্চিত করেছিলেন? ঈশ্বরের প্রকাশিত হওয়ার শৈলী সম্পর্কে প্রথমেই আমাদের যে সত্যটা খেয়াল করে উচিত তা হল এর মধ্যে বৈচিত্র্য আছে। তিনি কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। (পড়ুন ইব্রীয় ১:১)

কখনও কখনও ঈশ্বর শ্রবণযোগ্য কণ্ঠে কথা বলেছিলেন, যেমন তিনি মোশির সঙ্গে কথা বলেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩৩:১১)। অন্য সময়ে তিনি স্বপ্ন বা দর্শন দিয়েছেন এবং লেখক সেগুলি বর্ণনা করেছেন।[2] সম্ভবত শাস্ত্রের যে অংশটি ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে মুদ্রণে এসেছে তা ছিল ইস্রায়েলের সাথে চুক্তি যা ঈশ্বরের আঙ্গুল দিয়ে লেখা হয়েছিল (দ্বিতীয় বিবরণ ৯:১০)। শাস্ত্রের অন্যান্য অংশগুলিকে সরাসরি নির্দেশ করা হয়েছে বলে মনে হয়, কারণ যাত্রাপুস্তক, লেবীয় পুস্তক, এবং গণনাপুস্তকের প্রধান অনুচ্ছেদগুলি এই বিবৃতির পরে এসেছে, “সদাপ্রভু মোশিকে বললেন, ...”

অনুপ্রাণিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ঈশ্বর সেই কথাগুলো লেখকের কাছে শ্রবণযোগ্য স্বরে বলেছিলেন। আমরা বিভিন্ন লেখকের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও রচনাশৈলীর পার্থক্য দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ, পৌলের লিখনশৈলী পিতরের থেকে একেবারে আলাদা। অনুপ্রেরণার বিষয়ে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি লেখকদের ব্যক্তিত্ব, শব্দভাণ্ডার, লেখার ধরন, শিক্ষা এবং ঐতিহাসিক গবেষণা সম্বন্ধে ঈশ্বরের ব্যবহারকে স্বীকৃতি দেয়।

অনুপ্রেরণার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি হল যে ঈশ্বর লেখককে সম্পূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি ঐশ্বরিক সত্য প্রকাশ করার জন্য মানব লেখকের কল্পনা এবং ব্যক্তিত্বকে ব্যবহার করেছিলেন। কেবল তিনি সত্য

---

[2] দর্শনের মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার উদাহরণের জন্য দানিয়েল ৭ ও ৮ এবং প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের বেশির ভাগ অংশ দেখুন।

প্রকাশই করেননি, কিন্তু সেইসঙ্গে সম্পূর্ণ নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য লেখার প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধানও করেছিলেন।

অনেকে মনে করেন যে, ঈশ্বর কেবলমাত্র সেই ধারণাগুলি দিয়েছেন, যেগুলি তিনি জানাতে চেয়েছিলেন আর মানব লেখক সেগুলিকে তার যথাসাধ্য সর্বোত্তমভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু অনিবার্যভাবে বর্ণনায় মানুষ ভুল-ত্রুটি করেছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি বাইবেলের অনুপ্রেরণার বর্ণনার সাথে খাপ খায় না। লেখকদের সম্বন্ধে বাইবেল বর্ণনা করে যে, তারা তাদের লেখায় পবিত্র আত্মার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। তাই আমরা জানি যে, নিজেদের লেখায় ভুল করার জন্য তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়নি।

বাইবেল যেহেতু ঈশ্বরের বাক্য, তাই এটি ভুল কিছু বলে না কারণ ঈশ্বর ভুল করেন না। (পড়ুন হিতোপদেশ ৩০:৫)। যেহেতু ঈশ্বর বাইবেলে লিপিবদ্ধ ইতিহাসে নিজেকে প্রকাশ করেছেন, তাই বিস্তারিত বিবরণগুলি অবশ্যই সঠিক হতে হবে, যাতে আমাদের কাছে ঈশ্বরের একটি নির্ভরযোগ্য প্রকাশ থাকে। অতএব, বাইবেলের অনুপ্রেরণার বর্ণনার কারণে আমরা জানি যে, ঈশ্বর সেই লেখাগুলিকে পরিচালনা করেছিলেন, যাতে তা পুরোপুরি নির্ভুল হয়।

বাইবেলের সম্পূর্ণ নির্ভুলতাকে নিশ্চিত করা করার জন্য ব্যবহৃত পরিভাষা

অনুপ্রাণিত

বাইবেল হল অনুপ্রাণিত। এর অর্থ হল এটি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের বাক্য, এমনকি এতে ব্যবহৃত শব্দগুলি পর্যন্ত। এই শব্দটি মূলত বাইবেলের সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এখন কিছু লোক আছে যারা বলে যে তারা বাইবেলকে অনুপ্রাণিত বলে বিশ্বাস করেন না, অথচ তারা স্বীকার করেন না যে এটি সম্পূর্ণ নির্ভুল। অনুপ্রেরণার অপরিহার্য বিষয়গুলি সুরক্ষিত করার জন্য নিম্নলিখিত শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে।

অব্যর্থ

এই পরিভাষাটির অর্থ হল "বিফল হতে পারে না।" যখন আমরা বলি যে বাইবেল অব্যর্থ, তখন আমরা বলতে চাই যে এটি বিশ্বাসযোগ্য এবং এটি কখনই আমাদেরকে বিপথে পরিচালিত করবে না। কেবলমাত্র এর মতবাদের বিবৃতিতেই নয়, বাইবেলের কোন প্রতিটি বিবৃতিতেই ভুল নেই।

চির-অভ্রান্ত

এই শব্দটির অর্থ "ত্রুটিহীন"। বাইবেল প্রতিটি বিবৃতিই সঠিক। যেহেতু ঈশ্বর কখনই মিথ্যা বলবেন না বা ভুল করবেন না (পড়ুন তীত ১:২) এবং বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য, আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে এটি ত্রুটিহীন। যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে বাইবেলে ভুল থাকতে পারে কারণ মানুষ এর লেখার সাথে জড়িত ছিল, তবে তিনি ২ পিতর ১:২১-এ অনুপ্রেরণার বর্ণনার কথা ভুলে যাচ্ছেন: লেখকদের পবিত্র আত্মা দ্বারা বাহিত ও পরিচালিত হয়ে ছিলেন। অনুপ্রাণিত হওয়ার বিষয়ে বাইবেলভিত্তিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি হল এই যে, সম্পূর্ণ বাইবেলটি অনুপ্রাণিত, এমনকি এর প্রতিটি বাক্য পর্যন্ত, এবং তাই এটি নির্ভুল। (পড়ুন মথি ৫: ১৮)

কপি করার ক্ষেত্রে ত্রুটিগুলো সম্বন্ধে কী বলার আছে?

> "আমাদের সংস্কৃতি আজ যে দুটি সবচেয়ে বড় মিথ্যা বিশ্বাস করে তা হল আমরা ভাল মানুষ এবং ঈশ্বর প্রেমময় হওয়ায় তিনি পাপের শাস্তি দেবেন না।"
>
> **- ফ্রান্সিস চ্যান** (Francis Chan)

ছাপাখানার আগে, ধর্মগ্রন্থ সহ সমস্ত নথি পত্র হাতে কপি করা হত। আমাদের কাছে পৌল, যিশাইয় বা মোশির লেখা মূল পাণ্ডুলিপিগুলো নেই। আমাদের হাতে যে গ্রিক ও ইব্রীয় ভাষায় হাতে লেখা হাজার হাজার প্রাচীন প্রতিলিপিগুলি আছে তাদের মধ্যে সামান্য কিছু পার্থক্য পাওয়া যায়, এবং আমরা সবসময় সঠিক মূল শব্দটি কী ছিল তা সঠিকভাবে জানতে পারি না। কিন্তু, পার্থক্যগুলো এতটাই সামান্য যে, সেগুলোর কারণে কোনো মতবাদ বা তত্ত্বই প্রশ্নের মুখে পড়ে না। যেহেতু আমরা জানি যে, মূল পুস্তকগুলি ত্রুটিহীন ছিল এবং কপিগুলির মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য, তাই আমরা নিশ্চিত ভাবে জানি যে, বাইবেলের প্রতিটা বিবৃতির ওপর আমরা নির্ভর করতে পারি।

► আমরা কীভাবে জানি যে বাইবেলটি অনেকবার হাতে কপি করা সত্ত্বেও সঠিক?

► বিভিন্ন কি কোন কারণগুলির জন্য কেউ কেউ মনে করেন যে, বাইবেলে ভুল রয়েছে?

কেন কিছু লোক মনে করেন যে বাইবেলে ভুল রয়েছে?

কখনও কখনও লোকেরা দাবি করেন যে বাইবেলে ভুল রয়েছে। এর কারণ তারা বাইবেলের প্রকৃতির সম্বন্ধে বুঝতে পারেন না।

বাইবেলে মানুষের সাধারণ ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি পদে আছে যে সারা আকাশ জুড়ে সূর্য চলাফেরা করে। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরাই বিশ্বাস করেন যে সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে, বরং সূর্য ঘুরছে না, যদিও তারা সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের শব্দগুলিও ব্যবহার করেন। তারা এটিকে এমনভাবে বর্ণনা করেন, ঠিক যেমনটা তারা দেখতে পান।

এছাড়া কাব্যিক বিবৃতিও রয়েছে, যেমন "পাহাড়গুলি মেষশাবকের মতো লাফিয়ে উঠল" (গীতসংহিতা ১১৪:৪), অথবা "গাছপালা তাদের করতালি দেবে" (যিশাইয় ৫৫:১২)। এগুলি সাহিত্যের একটি শৈলী যা স্পষ্টতই আক্ষরিক নয়।

কখনও কখনও লেখকরা অনুপ্রাণিত নন এমন অন্যান্য লোকদের উদ্ধৃতও দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, উদাহরণস্বরূপ, ইয়োবের বন্ধুদের বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যদিও ঈশ্বর বলেছিলেন যে তারা যা সঠিক তা বলেননি (ইয়োব ৪২:৭)।

অনুপ্রেরণার মতবাদের জন্য এর কোনটিই কোন সমস্যা নয়। ঈশ্বর লেখার প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করেছিলেন যাতে চূড়ান্ত ফল হিসাবে তাঁর বাক্যই লেখা হয়।

কোন কোন সময় লোকেরা মনে করে যে, তারা বাইবেলের মধ্যে একটা অসঙ্গতি দেখতে পায়, কিন্তু তাদেরকে সেই বৈপরীত্যকে আরও মনোযোগের সঙ্গে দেখতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, মার্ক ৫:১-২ এবং লূক ৮:২৬-২৭ পদ আমাদেরকে এমন একজন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির বিষয়ে জানায়, যাকে যিশু সুস্থ করেছিলেন।

মথি ৮:২৮ পদ আমাদের জানায় যে, সেখানে দুজন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করা হয়েছিল। এটা কোনো দ্বিচারিতা নয়। লূক ও মার্ক বলেননি যে, সেখানে কেবল একজন ব্যক্তি ছিল। তারা সেই ব্যক্তির ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা বেছে নিয়েছিল, যার সেই এলাকায় একটা ইতিহাস রয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি দেখেন যে, বাইবেলের বিবৃতিগুলো পরস্পরবিরোধী বলে মনে হচ্ছে, তাহলে তার তাড়াহুড়ো করে কোনো উপসংহারে পৌঁছানো উচিত নয়, বরং প্রসঙ্গটি বুঝতে সময় নেওয়া উচিত।

খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য বাইবেল

► যেভাবে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের বাইবেল ব্যবহার করা উচিত সেগুলি কি কি?

বাইবেল ঈশ্বরের ব্যবস্থা বা আইন প্রদান করে। আইন পালন আমাদের রক্ষা করে না, কিন্তু আইন আমাদের দেখায় যে, ঈশ্বর কীভাবে চান যেন আমরা জীবন যাপন করি। ঈশ্বরের ব্যবস্থা ঈশ্বরের স্বভাব বা প্রকৃতিকে প্রকাশ করে। এটা আমাদের অনুসরণ করা উচিত কারণ আমরা ঈশ্বরের মত হতে চাই। যেহেতু আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি, তাই আমাদের তাঁর ব্যবস্থা বা আইনকে ভালোবাসতে হবে। গীতসংহিতা ১১৯ অধ্যায় বর্ণনা করে যে, কীভাবে একজন ঈশ্বরের উপাসকের ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করা উচিত। যিনি ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার সঙ্গে মিল রেখে তাঁর হৃদয় পরিবর্তন করার জন্য প্রার্থনা করবেন। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালবাসে তার পক্ষে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার ব্যাপারে নির্বিকার থাকা অসম্ভব।

ঈশ্বরের বাক্য হল আলো। প্রেরিত পিতর আমাদের বলেন যে, জগত্ আধ্যাত্মিক অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে এবং ঈশ্বরের বাক্য আমাদের চলার পথে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আলো। (পড়ুন ২ পিতর ১: ১৯-২১; এছাড়াও গীতসংহিতা ১১৯:১০৫ দেখুন।) একজন ব্যক্তির কখনই এমন ধারণা বা অনুভূতি অনুসরণ করা উচিত নয় যা ঈশ্বরের বাক্যের বিপরীত। পবিত্র আত্মা কখনই একজন ব্যক্তিকে এমন কিছু করতে পরিচালিত করবে না যা বাইবেল বলে ভুল।

ঈশ্বরের বাক্য হল আমাদের আত্মিক খাদ্য। ভাল খিদে হল স্বাস্থ্যের লক্ষণ, এবং একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী ঈশ্বরের বাক্য কামনা করবে যেমন একটি শিশু দুধ কামনা করে (১ পিতর ২:২)। একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী যখন পরিপক্ক হন, তখন তিনি ঈশ্বরের সত্যকে আরও বেশি করে বুঝতে ও আত্মভূত করতে সক্ষম হন, ঠিক যেমন একটি শিশু কঠিন খাবার খেতে শেখে (১ করিন্থীয় ৩:২)। তাই একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্য থেকে আত্মিক খাদ্য গ্রহণ করতে হবে।

বাইবেল হল শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরক্ষা। আমাদের আত্মিক যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র আত্মা আমাদের যে তরবারি প্রদান করেন তা হল ঈশ্বরের বাক্য (ইফিষীয় ৬: ১৭)। যিশু শাস্ত্রের মাধ্যমে শয়তানের প্রলোভনের জবাব দিয়েছিলেন (মথি ৪:৩-৪)।

ঈশ্বরের বাক্য হল সত্য, এবং সেই সত্যের পক্ষে আমাদের সাড়া দিতে হবে। যিশু এটিকে রোপণ করা বীজের সাথে তুলনা করেছেন (লূক ৮:১১-১৫)। মাটি তৈরি হয়নি বলে কিছু বীজ ভাল ফলে নি। আমরা যখন বাইবেল পড়ি, তখন আমাদের অবশ্যই এর সত্যের প্রতি সাড়া দিতে হবে এবং ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে যেন তিনি তাঁর বাক্য দ্বারা আমাদের জীবননে ফল নিয়ে আসেন।

কারণ বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য ...

যেহেতু বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য ...

- এটি কখনই পুরানো বা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এটি সব জায়গায় এবং সব সময়ে সব মানুষের জন্য প্রযোজ্য।
- এটি হল ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বোঝার জন্য নির্দেশিকা, কারণ ঈশ্বর কখনই নিজেকে বিরোধিতা করবেন না বা তার মন পরিবর্তন করবেন না।
- জীবন থেকে সর্বোত্তমটা পাওয়ার জন্য এটা আমাদের পথপ্রদর্শক, যেহেতু আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আমাদের জন্য নির্দেশনা হিসেবে এটা দিয়েছেন।
- এটিতে পরিত্রাণ পাওয়ার এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আমাদের যা যা জানতে হবে, সবই রয়েছে।

যদিও আমরা পালকদের কাছ থেকে এবং মন্ডলীর পরম্পরাগত প্রথা থেকে শিখি, তবুও এমন কোনো ধারণা গ্রহণ করা যায় না যা শাস্ত্রের বিরোধিতা করে কারণ এটিই হল চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ।

পবিত্র আত্মা আমাদের বোধগম্যতার জন্য ঈশ্বরের বাক্যকে আলোকিত করে এবং আমাদেরকে তা মেনে চলার নির্দেশ দেয়।

► ঈশ্বর এখনও কথা বলেন। তাহলে আমাদের কি আশা করতে পারি যে বাইবেলে কিছু যোগ করা যেতে পারে?

বাইবেল লেখা কি শেষ হয়ে গেছে?

শেষ প্রেরিত মারা যাওয়ার সময় থেকে মন্ডলী বাইবেলকে একটি সমাপ্ত-গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। মন্ডলী কেবলমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ সংকলন করার জন্য কিছু লেখা বেছে নেন নি। পরিবর্তে তারা উপলব্ধি করেছিল যে কিছু কিছু লেখা ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং সেগুলির শাস্ত্রীয় কর্তৃত্ব আছে। যে লেখাগুলিকে শাস্ত্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি এমন অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য পূরণ করেছিল যেগুলি পরবর্তী কোনো লেখাই পূরণ করতে পারেনি।

পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলির জন্য, মন্ডলী সেই লেখাগুলি রেখেছিল যেগুলি ইস্রায়েল শাস্ত্র হিসাবে সংরক্ষণ করেছিল। অবশেষে, নতুন নিয়মের বইগুলি নিম্নলিখিত যোগ্যতাগুলির দ্বারা শাস্ত্র হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল:

- প্রেরিতদের সাথে ঐতিহাসিক সম্পর্ক
- স্ব-প্রমাণিত গুণমান
- মন্ডলীর সর্বসম্মত গ্রহণযোগ্যতা
- পুরাতন নিয়মের সশ্রদ্ধ ব্যবহার
- ভ্রান্তশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবহারযোগ্যতা

ঈশ্বর এখনও কথা বলেন। তাহলে এখন কি বাইবেলে কিছু যোগ করা যেতে পারে? কোনো নূতন লেখার পক্ষেই মূল শাস্ত্রে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা পূরণ করা অসম্ভব। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রেরিতদের সঙ্গে নতুন কোনো লেখা আবদ্ধ করা যাবে না, কারণ তারা এখন আর আমাদের মাঝে উপস্থিত নেই। এমনকি বিশ্বব্যাপী সমগ্র মন্ডলীর দ্বারা কোন নতুন লেখা গ্রহণ করা হবে না।

পরিত্রাণ ও খ্রিষ্টীয় জীবনযাপনের জন্য শাস্ত্র সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট (২ তীমথিয় ৩:১৪-১৭)। গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই শাস্ত্রে যোগ করা যায় না, কারণ এর মধ্যে ইতিমধ্যেই আমাদের যা কিছু প্রয়োজন সবই রয়েছে। যারা দাবি করেন যে তারা নতুন প্রত্যাদেশ (প্রকাশ) লাভ করছেন, তাদের বরং উচিত ঈশ্বর ইতিমধ্যেই যে প্রত্যাদেশ (প্রকাশ) দিয়েছেন তা অধ্যয়ন করার জন্য সময় ব্যয় করা। তারা সেখানে তাদের যা প্রয়োজন পেয়ে যাবে এবং ভ্রান্তি থেকে তারা রক্ষা পাবে।

ত্রুটি এড়ান

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: ক্লাসের দুজন সদস্য এই অংশটি এবং পরবর্তী অংশটি ব্যাখ্যা করতে পারে।

বাইবেলের কর্তৃত্বের সঙ্গে আপোশ করা

আপনার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব কি? অনেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলবেন যে বাইবেলই হল তাদের কর্তৃত্ব, কিন্তু তারা আসলে তাদের নিজেদের অনুভূতির ওপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেন। একজন ব্যক্তি বলবে যে কোনো একটি কাজ ঠিক আছে কারণ তিনি যখন এটি করেন তখন তিনি নিজেকে অপরাধী মনে করেন না। ফলে কার্যত এই ব্যক্তি বাইবেলের পরিবর্তে তার অনুভূতিকেই চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হিসেবে বেছে নিচ্ছেন।

অনেক কারণে লোকেরা হয়তো বাইবেলকে উপযুক্ত গুরুত্ব দেয় না। সম্ভবত তারা এমন কাউকে সম্মান করেন, যিনি বাইবেলের সুস্পষ্ট শিক্ষাকে উপেক্ষা করেন এবং সেটি তাদের একই কাজ করতে উৎসাহিত করে। সম্ভবত তারা এমন কিছু করার জন্য দোষী যা বাইবেল নিষেধ করে এবং তারা তাদের নিজেদের কাজকে ন্যায্য বলে প্রমাণ করার জন্য একটা উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। সম্ভবত তারা বাইবেল যা শিক্ষা দেয় সে সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। বাইবেল বুঝতে এবং এর কর্তৃত্বের বশ্যতা স্বীকার করার জন্য আমাদের অবশ্যই সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করতে হবে।

সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে বাইবেল অধ্যয়ন করা

বাইবেল হল মতবাদ বা বিশ্বাসসূত্রের প্রাথমিক উৎস। যে কোন মতবাদমূলক প্রশ্নের জন্য এটি হল চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ। কিন্তু যখন লোকেরা শুধুমাত্র তাদের মতবাদগুলি প্রমাণ খোঁজার জন্য বাইবেল অধ্যয়ন করে তখন এটা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তারা আধ্যাত্মিক খাদ্যের জন্য বাইবেল ব্যবহার করে না। তারা কেবল এটিই চিন্তা করে যে অন্য কেউ ভুল করছে সেটা কীভাবে দেখানো যায়। শাস্ত্রের মাধ্যমে আমাদের মতবাদগুলো গড়ে তোলা ও সেগুলি রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সঠিক। যাই হোক না কেন, আমরা যদি কেবলমাত্র এই ভাবে বাইবেল ব্যবহার করি তাহলে আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করার ফলে যে আনন্দ আসে তা হারিয়ে ফেলব।

কিছু লোক শুধুমাত্র উৎসাহ বোধ করার উদ্দেশ্যে বাইবেল পড়েন। আমাদের মনে রাখা দরকার যে বাইবেলের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে রয়েছে নির্দেশ, দোষপ্রমাণ এবং সংশোধন (২ তীমথিয় ৩:১৬)। আমাদের উচিত বাইবেলের আদেশগুলি এড়িয়ে না গিয়ে সেই প্রতিশ্রুতিগুলির সন্ধান করা যেগুলি আমাদের মনকে খুশি করে। হয়তো ঈশ্বর আজকে আমাদের দোষী বা সংশোধন করতে চান অথবা আমাদের কিছু শেখাতে চান।

ভ্রান্ত ধর্মবিশ্বাসগুলির (কাল্টগুলির) ত্রুটি

কিছু ধর্মীয় গোষ্ঠী বাইবেলকে বিশ্বাস করে বলে দাবি করে, কিন্তু তারা অন্য কিছুকে তাদের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হিসেবে গ্রহণ করে। তারা দাবি করে যে একমাত্র তারাই বাইবেল ব্যাখ্যা করতে পারে - দৈববাণী বা একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে যা শুধুমাত্র তাদের কাছেই রয়েছে। তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতবাদগুলি বাইবেল থেকে প্রমাণ করা যায় না।

তাদের কাছে বাইবেল ছাড়াও অন্য একটি বই থাকতে পারে যা তারা ধর্মগ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করে। তারা হয়তো বলতে পারে যে বাইবেল নির্ভরযোগ্য নয় কারণ এতে অনুবাদ এবং কপি করার ত্রুটি রয়েছে।

এই ধারণাগুলি ইঙ্গিত করে যে বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে সম্পূর্ণ নয়। সেই ব্যক্তিদের জন্য অন্য কিছু চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হয়ে ওঠে।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি একসঙ্গে কমপক্ষে দুইবার পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য। ঈশ্বর লেখকদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন যার ফলে তারা নির্ভুলভাবে লিখেছিলেন। পাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলার জন্য আমাদের যা কিছু জানতে হবে সেগুলি সবই বাইবেলে রয়েছে। বাইবেল হল আমাদের মতবাদ বা বিশ্বাসসূত্রের প্রাথমিক উৎস এবং চূড়ান্ত কর্তৃত্ব। ঈশ্বরকে আরও ভালভাবে জানার জন্য, ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য, আধ্যাত্মিকভাবে পুষ্ট হওয়ার জন্য এবং এক অর্থপূর্ণ ও আনন্দপূর্ণ জীবনযাপন করার জন্য একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর প্রতিদিন বাইবেল অধ্যয়ন করা উচিত।

১ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- গীতসংহিতা ১১৯:৩৩-৪০
- গীতসংহিতা ১১৯:১২৯-১৩৬
- হিতোপদেশ ৩০:৫-৬
- মথি ৫:১৭-১৯

- ২ তীমথিয় ৩:১৫-১৭
- ২ পিতর ৩:১৫-১৬
- প্রকাশিত বাক্য ২২:১৮-১৯

(২) পরীক্ষা: আপনি ১ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: এই কোর্সের সময় কমপক্ষে তিনবার, আপনি ক্লাসে নেই এমন লোকদের একটি পাঠ বা পাঠের অংশ শেখাবেন। এই শিক্ষাটি মন্ডলীর কোন একটি ক্লাসে, একটি গৃহ বাইবেল অধ্যয়ন গ্রুপে, একটি পারিবারিক সমাবেশে বা অন্য কোন পরিবেশে করা যেতে পারে। এসব সুযোগগুলি তৈরি করতে এবং আপনার ক্লাস লিডারকে রিপোর্ট করার দায়িত্ব আপনার।

(৪) মনে রাখবেন, পরের ক্লাসের প্রস্তুতির জন্য সর্বদা পরের পাঠটি পড়তে হবে।

১ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) সাধারণ প্রকাশ বা প্রত্যাদেশ কি?

(২) কোন দুটি রূপে ঈশ্বর বিশেষ প্রকাশ বা প্রত্যাদেশ দিয়েছেন?

(৩) বিশেষ প্রকাশ কোন তিনটি কাজ করে যা সাধারণ প্রকাশ করতে পারে না?

(৪) বাইবেল নিজের বিষয়ে কী দাবি করে?

(৫) ছয়টি কারণের তালিকা করুন যে কারণে আমরা জানি যে বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য।

(৬) কেন বাইবেল শিক্ষা, তিরস্কার, সংশোধন এবং ধার্মিকতায় প্রশিক্ষণের জন্য উপযোগী বা লাভজনক? (২ তীমথিয় ৩:১৬)

(৭) বাইবেল অনুপ্রেরণার কি বর্ণনা দেয় যে কারণে আমারা আশ্বস্ত হতে পারি যে লেখকদের ভুল করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল?

(৮) ঈশ্বর ব্যবহৃত অনুপ্রেরণার চারটি পদ্ধতির তালিকা তৈরী করুন।

(৯) এর অর্থ কি যে বাইবেল অনুপ্রাণিত?

(১০) এর অর্থ কি যে বাইবেল অব্যর্থ?

(১১) এর অর্থ কি যে বাইবেল চির-অভ্রান্ত?

পাঠ ২
ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যসকল

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে তা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ।
- ঈশ্বর হলেন সৃষ্টিকর্তা, এই বিষয়টা কীভাবে তাঁকে অন্য সমস্ত কিছু থেকে আলাদা করে তোলে।
- ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যসকল: তিনি ব্যক্তিসত্ত্বা, আত্মা, অনন্ত, ত্রিত্ব, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, অপরিবর্তনীয়, সর্বজ্ঞ, পবিত্র, ধার্মিক এবং প্রেমময় - এগুলির অর্থ কি?
- ঈশ্বরের প্রতিটি গুণ / বৈশিষ্ট্য কিভাবে তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।
- ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে বাইবেলের দৃষ্টিভঙ্গি।
- ঈশ্বর সম্পর্কে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থী উপাসনার বিভিন্ন বিন্যাস বা রকমভেদের গুরুত্ব সম্বন্ধে ভুল বোঝাবুঝির ত্রুটি এড়াতে পারবে।

ভূমিকা

► যিশাইয় ৪০ অধ্যায়টি একসঙ্গে পড়ুন। এই অংশটি ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের কী জানায়, তা আলোচনা করুন।

► একজন ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা রয়েছে কি না, তা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ঈশ্বর কে? এই প্রশ্নের গুরুত্ব দেখিয়ে এ. ডব্লিউ. টোজার বলেছিলেন, “আমি বিশ্বাস করি যে মতবাদে খুব কমই ত্রুটি রয়েছে বা খ্রিষ্টীয় নীতিশাস্ত্র প্রয়োগে ব্যর্থতা রয়েছে যা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ ও অবজ্ঞাজনক [অসম্মানজনক] চিন্তাভাবনার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।“[3] যিশু কূপের কাছে শমরীয় মহিলাকে বলেছিলেন যে শমরীয়দের উপাসনার একটি সমস্যা ছিল যে তারা কাকে উপাসনা করে তা তারা জানে না। যে কোনো ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ঈশ্বর সম্পর্কে তার ধারণা। একজন ব্যক্তির ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণাই হল তার ধর্মের ভিত্তি। ঈশ্বর কেমন তা নিয়ে ভুল বোঝার চেয়ে মারাত্মক ভুল আর কিছুই হতে পারে না।

ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করার জন্য যে কোন তুলনাই অপর্যাপ্ত, কারণ তিনি অসীম এবং আমাদের নাগালের ঊর্ধ্বে। এমনকি বাইবেলও ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের কোন বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা দেয় না, যদিও সর্বত্র এটি তাঁর সত্তা ও তাঁর শক্তির বর্ণনা করে। আদিপুস্তক আমাদের জানায় যে কীভাবে ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী, গাছপালা, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র এবং পশুপাখি এবং পরিশেষে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। শাস্ত্রের প্রথম পাঠটি খুবই

[3] A. W. Tozer, *The Knowledge of the Holy* (New York: Harper and Row, 1961), 10.

স্পষ্ট: ঈশ্বর সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। তাই, তিনি বিদ্যমান সমস্ত কিছু থেকে স্বতন্ত্র, কারণ তিনি তাঁর সৃষ্টির অংশ নন।

বাইবেল জুড়ে ঈশ্বর সম্বন্ধে আরও অনেক বিবৃতি রয়েছে। ঈশতত্ত্ববিদরা সতর্কতার সাথে গুলিতে বাইবেলের তথ্যগুলিকে সারসংক্ষেপ করে ঈশ্বরের গুণাবলীর তালিকা প্রস্তুত করেছেন। আমরা কখনোই আমাদের অসিদ্ধ বোধগম্যতায় এগুলো আয়ত্ত করতে পারি না। তবে ঈশ্বরের গুণাবলি নিয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ অধ্যয়ন করা হল এক মূল্যবান আধ্যাত্মিক অনুশীলন। তাই, আসুন আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে নীচের বিবৃতিগুলি বিবেচনা করি। এগুলি বাইবেলে নিজের সম্পর্কে তাঁর প্রকাশের উপর ভিত্তি করে লেখা, এবং সেই কারণে আমরা জানি যে এগুলি সত্য।

ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যসকল

আমরা এখানে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব, সেগুলি ঈশ্বরের গুণাবলির সম্পূর্ণ তালিকা নয় কিন্তু সেই বিষয়গুলি যা আমাদের জানা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

► ঈশ্বরের কোন বৈশিষ্ট্যগুলি আপনি তালিকাভুক্ত করতে পারেন?

ঈশ্বর হলেন এক ব্যক্তিসত্ত্বা

এর অর্থ হল, তিনি বুদ্ধি, অনুভূতি এবং ইচ্ছাসম্পন্ন একজন বাস্তব, জীবিত ব্যক্তি।[4] তিনি প্রকৃতির নিয়মের সমষ্টি বা বিদ্যুৎ বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতো নৈর্ব্যক্তিক শক্তি নন। তিনি সৃষ্টি করেন, কাজ করেন, জানেন, ইচ্ছা করেন, পরিকল্পনা করেন এবং কথা বলেন।

► ঈশ্বর যদি ব্যক্তিসত্ত্বা না হতেন, তা হলে আমাদের জন্য কী পার্থক্য হোত?

তিনি যে একজন ব্যক্তিসত্ত্বা, এই বিষয়টা তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব করে তোলে। তিনি যদি ব্যক্তিসত্ত্বা না হতেন, তাহলে আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারতাম না। তিনি যদি ব্যক্তিগত না হতেন তাহলে তাঁর পক্ষে খুশি হওয়া বা অসন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব হতো না।

ঈশ্বর হলেন আত্মা

"ঈশ্বর আত্মা, তাই যারা তাঁর উপাসনা করে, তাদেরকে আত্মায় ও সত্যে উপাসনা করতে হবে।" (যোহন ৪:২৪)।

তিনি যে আত্মা, এই সত্যটি তাঁর সাথে আমাদের আধ্যাত্মিক যোগাযোগ এবং তাঁকে উপাসনা করার ভিত্তি জোগায়। প্রার্থনা ও উপাসনা বস্তুগত বস্তু, নির্দিষ্ট শারীরিক অবস্থান, নির্ধারিত কার্যক্রম অথবা কোনো বিল্ডিংয়ের ওপর নির্ভর করে না। এই বিষয়গুলি হয়তো আমাদের উপাসনায় মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে সাহায্য করতে পারে কিন্তু উপাসনা সেগুলির ওপর নির্ভর করে না।

---

[4] আদিপুস্তক ৬ :৬, যিশাইয় ৪২:২১, যিশাইয় ৪৬:১০-১১, নহূম ১:২, সফনিয় ৩:১৭, যাকোব ৫:১১, ১ পিতর ৫:৭

ঈশ্বর যে আত্মা, সেই কারণে তিনি আমাদেরকে তাঁর কোনো শারীরিক প্রতিমা বা প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে নিষেধ করেছেন। (পড়ুন যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৬) আত্মা হিসাবে, ঈশ্বর আমাদের কাছে অগোচর (১ তীমথিয় ১:১৭), কিন্তু ব্যতিক্রম হল যখন তিনি নিজে দৃশ্যমান রূপ বেছে নেন (পড়ুন আদিপুস্তক ১৮: ১; যিশাইয় ৬:১)। যেহেতু ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি সীমিত, এমনকি যখন তিনি দৃশ্যমান রূপে আবির্ভূত হন, তখন এটা বলা সত্য যে কেউ ঈশ্বরকে পুরোপুরি দেখেনি (যাত্রাপুস্তক ৩৩:২০; যোহন ১:১৮; যোহন ৬:৪৬)।

ঈশ্বর চিরন্তন বা অনন্ত

এমন কোন সময় ছিল না, যখন ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছিল না এবং এমন কোনো সময় আসবে না, যখন তাঁর অস্তিত্ব থাকবে না; ঈশ্বরের কোন শুরু এবং কোন শেষ নেই। ঈশ্বর নিজেকে এই নামে প্রকাশ করেছেন, আমি যে আমিই (যাত্রাপুস্তক ৩:১৪)। যোহন তাঁকে যিনি আছেন, যিনি ছিলেন এবং যিনি আসবেন, যিনি সর্বশক্তিমান হিসাবে বর্ণনা করেছেন (প্রকাশিত বাক্য ১:৮)। অনন্ত থেকে অনন্ত পর্যন্ত তিনিই ঈশ্বর (গীতসংহিতা ৯০:২)। কিছু ধর্মের কল্পকাহিনী আছে যে তাদের দেবতাদের জন্ম হয়েছিল, কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বর চিরন্তন।

ঈশ্বর ত্রিত্ব

বাইবেল বলে যে, একজন ঈশ্বর আছেন কিন্তু তিনজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে ঈশ্বর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈশ্বর একজনই, কিন্তু তাঁর প্রকৃতিতে তিন ব্যক্তি রয়েছেন। যদিও ত্রিত্ব সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি না কিন্তু এটি অযৌক্তিক নয়, কারণ আমরা বলছি না যে তিনটি এবং একটি উভয়ই একই জিনিস। একজনই ঈশ্বর, কিন্তু তিনি তিন ব্যক্তি হিসেবে বিরাজমান। যেহেতু পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা একসাথে ঈশ্বরত্বের সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী, তাদের প্রত্যেককে যথাযথভাবে ঈশ্বর বলা যেতে পারে এবং ঈশ্বর হিসাবে উপাসনা করা যেতে পারে। (পরবর্তী পাঠে ত্রিত্ব সম্বন্ধে আরও বলা হবে।)

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান

তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই করতে সক্ষম। "আমাদের ঈশ্বর স্বর্গে আছেন; তিনি তাঁর ইচ্ছামতোই কাজ করেন।" (গীতসংহিতা ১১৫:৩)। তাঁর পবিত্র প্রকৃতির বিপরীতে তিনি কখনও কাজ করেন না এবং তিনি যা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা সর্বদা সম্পাদন করা ছাড়া তাঁর কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। ঈশ্বরের কাছে কোনো কিছুই কঠিন বা চ্যালেঞ্জ নয়। “আমাদের সর্বশক্তিমান, প্রভু ঈশ্বর, রাজত্ব করছেন।” (প্রকাশিত বাক্য ১৯:৬)।

> “আমাদের কখনই মহাশূন্যে অনুপস্থিত ঈশ্বরের কাছে চিৎকার করতে হবে না। তিনি আমাদের আত্মার চেয়েও নিকটবর্তী, আমাদের সবচেয়ে গোপন চিন্তার চেয়েও নিকটবর্তী।”
>
> - এ. ডব্লিউ. টোজার (A.W. Towzer)

► ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান, তা জানা আমাদের জন্য কী পার্থক্য নিয়ে আসে?

এটি উৎসাহজনক, কারণ আমরা জানি যে আমাদের সংগ্রামের মাঝে তিনি "এখন আমাদের অন্তরে যিনি তাঁর সক্রিয় ক্ষমতা অনুসারে আমাদের সকল চাহিদা পূর্ণ করতে অথবা কল্পনারও অতীত কাজ করতে সমর্থ" ((ইফিষীয় ৩:২০)। এমনকি যখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলে

মনে হয়, তখনও আমরা জানি যে, ঈশ্বরের মহান পরিকল্পনা পূর্ণ হবে। আমরা আস্থার সঙ্গে প্রার্থনা করতে পারি যে, ঈশ্বর যেকোনো পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম।

ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান

এমন কোনও স্থান নেই যেখানে তিনি নেই, এবং এমন কিছু ঘটে না যা তিনি দেখেন না। সদাপ্রভু এই কথা বলেন, "স্বর্গ আমার সিংহাসন, আর পৃথিবী আমার পা রাখার স্থান।" (যিশাইয় ৬৬:১)। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, এবং তাঁর ক্ষমতা কোনও অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়। "কেউ কি এমন কোনো গোপন স্থানে লুকাতে পারে, যেখানে আমি তাকে দেখতে পাব না?" সদাপ্রভু এই কথা বলেন। "আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্য জুড়ে থাকি না?" (যিরমিয় ২৩:২৪)। এটি আমাদের আশ্বস্ত করে যে, ঈশ্বর আমাদের পরিস্থিতি ও সমস্যাগুলো জানেন। এটি আমাদের এও বলে যে, কেউ কখনও ঈশ্বরের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে না বা পাপ করতে পারে না যা তিনি দেখতে পান না। সমস্ত জিনিস তাঁর চোখের সামনে নগ্ন এবং উন্মুক্ত। (পড়ুন ইব্রীয় ৪:১৩)

ঈশ্বর অপরিবর্তনীয়

এমন কোন সময় ছিল না যখন তিনি ঈশ্বর হয়েছিলেন, এবং তিনি কখনও ঈশ্বর হওয়া থেকে বিরত থাকবেন না। (পড়ুন যাকোব ১:১৭)। এমন কিছু ধর্ম আছে যারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর ক্রমশ একটি বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন। কিন্তু বাইবেল আমাদের বলে যে, তাঁর সত্তা ও প্রকৃতিতে এবং তাঁর গুণাবলী / বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যগুলিতে ঈশ্বর কখনও পরিবর্তিত হন না। (পড়ুন মালাখি ৩:৬)। তিনি সবসময় যা সঠিক তা পছন্দ করেন এবং যা ভুল তা তিনি সর্বদা ঘৃণা করেন। শাশ্বত ঈশ্বর যিনি নিজেকে মোশির কাছে "আমি" হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন তিনি আজকেরও "আমি"। তিনি তাঁর সত্তা, জ্ঞান, শক্তি, পবিত্রতা, ন্যায়বিচার, মঙ্গল ও সত্যে অসীম, চিরন্তন এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি সর্বদা একই, এবং তাঁর বছরের কোন শেষ হবে না (গীতসংহিতা ১০২:২৭)।

ঈশ্বর সর্বজ্ঞ

"তার বোধশক্তির কোনও সীমা নেই" (গীতসংহিতা ১৪৭:৫)। ঈশ্বরের জন্য শেখার কোন প্রক্রিয়া নেই, কারণ তিনি সবকিছু জানেন। ঈশ্বর কখনও কারও কাছ থেকে কিছু শেখেন নি, এবং এমন কেউ নেই যে তাকে পরামর্শ দিতে পারে (পড়ুন যিশাইয় ৪০:১৩-১৪)। ঈশ্বর ভবিষ্যত জানেন এবং তাই যা কিছু ঘটে তার জন্য তিনি কখনও অবাক বা অপ্রস্তুত হন না (গীতসংহিতা ১৩৯:৪)।

► ঈশ্বর যে সর্বজ্ঞ, তা জানা আমাদের জন্য কী পার্থক্য নিয়ে আসে?

ঈশ্বরের জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হল ঈশ্বরের প্রজ্ঞা, যা সৃষ্টিতে এবং বিশেষ করে পরিত্রাণের পরিকল্পনায় দেখানো হয়েছে। (পড়ুন গীতসংহিতা ১০৪:২৪; রোমীয় ১১:৩৩)। যেহেতু তিনি সবকিছুই জানেন এবং বোঝেন, তাই তিনি সর্বদা সঠিক কাজটি করতে জানেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা সর্বদা আমাদের জন্য সর্বোত্তম কারণ ঈশ্বর প্রতিটি পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বোঝেন এবং প্রতিটি কাজের ফলাফল কী হবে তা তিনি জানেন।

ঈশ্বর পবিত্র

ঈশ্বর নিজেকে মূলত পবিত্র বলে বর্ণনা করেছেন। ভাববাদী যিশাইয় বারংবার ঈশ্বরকে "ইস্রায়েলের পবিত্রতম" বলে উল্লেখ করেছেন। স্বর্গদূতেরা তাঁর সামনে নিরন্তর উচ্চস্বরে "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র" বলে (প্রকাশিত বাক্য ৪:৮; যিশাইয় ৬:৩)। ঈশ্বরের পবিত্রতা ছিল উপাসনার মূল বিষয়বস্তু: “তারা তোমার মহান ও ভয়াবহ [বিস্ময়কর] নামের প্রশংসা করুক—তিনি পবিত্র” (গীতসংহিতা ৯৯:৩)। তিনি সমস্ত নৈতিক পূর্ণতার পরম মানদণ্ড। তাঁর ক্রিয়াকলাপ সমস্ত মঙ্গলের উপস্থিতি এবং সমস্ত মন্দের অনুপস্থিতি দ্বারা চিহ্নিত হয়, এবং কখনই এর অন্যথা হতে পারে না। ঈশ্বরের পবিত্রতা দেখায় যে, মানুষ প্রথমে অনুগ্রহে রূপান্তরিত না হয়ে সেবা ও উপাসনা করার যোগ্য হয় না। (পড়ুন যিশাইয় ৬:৫)। ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর মতো পবিত্র হই। “কিন্তু যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি যেমন পবিত্র, তোমরাও তেমনই সমস্ত আচার-আচরণে পবিত্র হও। কারণ লেখা আছে, 'তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি পবিত্র।'” (১ পিতর ১:১৫-১৬)।

ঈশ্বর ধার্মিক

ঈশ্বরের কাজ সর্বদা সঠিক। তাঁর ক্রিয়াকলাপ তাঁর পবিত্র স্বভাব থেকে প্রবাহিত হয়। (পড়ুন দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৪)। তাঁর নিজের স্বভাবই হচ্ছে সঠিকতার মানদন্ড। তিনি সর্বদা তাঁর কথা রাখেন এবং কখনও মিথ্যা বলেন না (গণনাপুস্তক ২৩:১৯; ২ শমূয়েল ৭:২৮)।

► কেন এটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ যে ঈশ্বর ধার্মিক?

তাঁর ধার্মিকতা হল তাঁর আইনের ভিত্তি, যা তাঁর এবং অন্যদের প্রতি আমাদের কর্তব্যগুলির এক নিখুঁত মানদন্ড। তিনি ন্যায়সঙ্গতভাবে তাঁর আইন পরিচালনা করেন। যারা তা পালন করে তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করেন এবং যারা তা লঙঘন করে তাদেরকে শাস্তি দেন। এটি তাদের সান্ত্বনা দেয়, যারা কষ্টভোগ করছে এবং নিপীড়িত হচ্ছে, কিন্তু সেইসঙ্গে এটা আমাদের এই বিষয়েও সাবধান করে যে, কেউ কখনো অন্যায় কাজ করে রেহাই পাবে না। “সদাপ্রভুর ভয় নির্মল, চিরকাল স্থায়ী। সদাপ্রভুর আদেশ দৃঢ়, এবং পুরোপুরি ন্যায্য” (গীতসংহিতা ১৯:৯)। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেবেন (রোমীয় ২:৬)। "আমরা তো সকলেই ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াব" (রোমীয় ১৪:১০)।

> “এটা জেনে আমি দারুণ স্বস্তি পেয়েছি যে আমার প্রতি তাঁর ভালবাসা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবসম্মত, যার ভিত্তি হচ্ছে আমার সম্পর্কে সবচেয়ে মন্দ পূর্বজ্ঞানের উপর ভিত্তি, যাতে কোনও আবিষ্কারই তাকে আমার সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে না পারে, যেভাবে আমি প্রায়শই নিজের সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ি, এবং আমাকে আশীর্বাদ করার জন্য তার দৃঢ়সংকল্পকে নিরাশ করি।“
>
> - জে.আই. প্যাকার, *Knowing God*

ঈশ্বর প্রেম

এই গুণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কল্পনা করুন যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান এবং সর্বজ্ঞ হওয়ায় যদি তিনি আমাদের না ভালোবাসেন তবে বিষয়টি কী ভয়ঙ্কর হবে! তিনি পবিত্র ও ধার্মিক হওয়া সত্ত্বেও যদি আমাদেরকে না ভালবাসতেন, তা হলে কেমন হতো? তাঁর অসীম ক্ষমতা ও পবিত্রতার সাথে ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসেন। (পড়ুন রোমীয় ৫:৮)। ঈশ্বর সাধারণভাবে তাঁর সকল

সৃষ্টিকে আশীর্বাদ করেন (আদিপুস্তক ১:২২, ২৮)। তিনি বিশেষভাবে মানবজাতিকে জীবনের উত্তম বিষয়গুলি দিয়ে আশীর্বাদ করেন এবং তিনি পৃথিবীকে এমন এক স্থান হিসেবে ডিজাইন করেছিলেন যেখানে মানুষ আনন্দে বসবাস করতে পারে।[5] যারা তাঁকে ভালবাসে ও তাঁর সেবা করে, তাদের জন্য জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়কে তিনি আশীর্বাদে পরিণত করেন (রোমীয় ৮:২৮)। তাঁর প্রেমের কারণে তাঁর অনুগ্রহ, করুণা, ধৈর্য এবং শান্তি আমাদের আশীর্বাদ করে। (পড়ুন যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬; ইফিষীয় ১:৭; ইফিষীয় ২:৪-৫)

> “হে প্রভু, আপনি আমাদের আপনার জন্য সৃষ্টি করেছেন, এবং আমাদের হৃদয় অস্থির থাকে যতক্ষণ না তারা আপনার মধ্যে তাদের বিশ্রাম খুঁজে পায়।”
> - হিপ্পোর সাধু অগাস্টিন

“কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন যে, তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে দান করলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়” (যোহন ৩:১৬)। আমাদের পাপ এবং বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও, তিনি করুণার সাথে আমাদের কাছে পৌঁছান। যিশুর মাধ্যমে তাঁর কাছে আসার জন্য তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানান, যাঁকে তিনি আমাদের পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্তের বলিদান হিসাবে প্রদান করেছেন (১ যোহন ২:২)। ক্রুশে ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর হৃদয় দেখান, যা আমাদের প্রতি ভালবাসা ও করুণায় উপচে পড়ে। "এই হল প্রেম: এমন নয় যে আমরা ঈশ্বরকে প্রেম করেছি, বরং তিনি আমাদের প্রেম করেছেন এবং আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন।" (১ যোহন ৪:১০)। ঈশ্বর তাদের জাতিগত, সহজাত ক্ষমতা, বা পার্থিব মর্যাদার দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সকল মানুষকে ভালবাসেন এবং সকলকে ক্ষমা করেন। (পড়ুন রোমীয় ২:১১; যাকোব ২:১-৫ পড়ুন)। তাই, ঈশ্বর চান যেন আমরা সকল লোককে ভালবাসি এবং যারা আমাদের প্রতি অন্যায় করে তাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছুক থাকি। এই কারণে ঈশ্বর চান যেন আমরা সকল লোককে ভালবাসি এবং যারা আমাদের প্রতি অন্যায় করে তাকে ক্ষমা করতে ইচ্ছুক থাকি। প্রেম এবং ক্ষমা ঈশ্বরের সন্তানদের চিহ্ন। (পড়ুন মথি ৫:৪৩-৪৫)।

ঈশ্বর তাঁর প্রতিমূর্তিতে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যদিও আমরা সীমাবদ্ধ এবং তিনি অসীম, তবুও তাঁর সৃষ্টির অন্য যেকোনো কিছুর তুমনায় আমরা তাঁর মতো। তিনি আমাদের এমনভাবে তৈরি করেছেন, যাতে আমরা তাঁকে জানতে পারি, তাঁর উপাসনা করতে পারি এবং তাঁকে ভালোবাসতে পারি। তিনি আমাদের নিজের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং অগাস্টিন যেমন আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন, যতক্ষণ না আমরা তাঁর মধ্যে আমাদের বিশ্রাম খুঁজে পাই ততক্ষণ আমরা কখনই বিশ্রাম পাব না। ঈশ্বরের বৈসাদৃশ্যে, পার্থিব কোন কিছুই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং একমাত্র তিনিই আমাদের সম্পূর্ণ নিষ্ঠার পাওয়ার যোগ্য। ঈশ্বর ছাড়া আর কোথাও স্থায়ী পরিতুষ্টি পাওয়া অসম্ভব। তাঁর অনুগ্রহের মাধ্যমে আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে তাঁকে উপাসনা করতে পারি, আমাদের স্বর্গীয় পিতা হিসাবে তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারি এবং আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছা পালন করতে পারি।

[5] গীতসংহিতা ৮:৪-৬; গীতসংহিতা ২৩; গীতসংহিতা ৩৬:৫-১০; গীতসংহিতা ১০৩

ঈশ্বর হলেন সার্বভৌম

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: ক্লাসের একজন সদস্য এই বিভাগটি ব্যাখ্যা করতে পারে।

ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা ও অসীম কর্তৃত্ব উভয়ই আছে। বিশ্বব্রহ্মান্ডের শাসক হিসেবে তিনি যা কিছু পছন্দ করেন, তা সম্পাদন করতে সমর্থ (গীতসংহিতা ১১৫:৩; গীতসংহিতা ১৩৫:৫-৬)।

তিনি সমস্তই নিজের ইচ্ছা অনুসারে করেন, অন্য কারও অধীনস্ত হওয়ার প্রয়োজন হয় না (ইফিষীয় ১:১১)। তিনি যা কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন তা অবশ্যই ঘটবে, কারণ এমন কেউ নেই যে তাকে বাধা দিতে পারে এবং এমন কোনো পরিস্থিতি নেই যা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। (পড়ুন যিশাইয় ৪৬:৯-১১)। তিনি যখনই চান পার্থিব শাসকদের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেন (আদিপুস্তক ৫০:২০; প্রেরিত ৪:২৭-২৮)।

কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে বেছে নেবার ক্ষমতা দিয়েছেন। তারা ভাল জিনিসগুলির মধ্যে বেছে নিতে পারে, অথবা ভাল ও মন্দের মধ্যেও বেছে নিতে পারে। তারা ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া অথবা তাঁর অবাধ্য হওয়া বেছে নিতে পারে। তিনি প্রথম যাদের সৃষ্টি করেছিলেন তারা পাপ করা বেছে নিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে প্রত্যেক ব্যক্তি বাছাই করেছে। তবে যদিও কেউ কেউ কিছু উত্তম বিষয় বেছে নিচ্ছে, কিন্তু সকলেই পাপ করেছে।

ঈশ্বর যদি সর্বোপরি প্রভু হন তা হলে তিনি কীভাবে এই পৃথিবীতে তাঁর ইচ্ছা সাধন করবেন, যেখানে কোটি কোটি প্রাণী তাদের নিজস্ব পছন্দগুলি বেছে নিচ্ছে?

এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা যে, তাঁর সৃষ্ট প্রাণীরা নিজেরা সত্যিসত্যিই পছন্দ করে নেয়। এর অর্থ হল, তিনি তাদের জন্য তাদের সমস্ত পছন্দগুলি করে দেবেন না। এ ছাড়া, এর অর্থ হল যে, তারা যা করে তার বাস্তব পরিণতি অবশ্যই রয়েছে; অন্যথায় তারা প্রকৃত পছন্দগুলি বেছে নেবে না। ঈশ্বর যদি কোনভাবে একজন ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করতেন যাতে সে কোন মন্দ কাজ না করতে পারে, তাহলে তিনি সেই ব্যক্তির কাছ থেকে মন্দ কাজ বেছে নেবার সম্ভাবনা নিয়ে নিতেন।

ঈশ্বরের ন্যায়বিচার হল যথার্থ ন্যায়বিচার কারণ তিনি মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের জন্য বিচার করবেন। (পড়ুন প্রকাশিত বাক্য ২০:১২-১৩)। ঈশ্বর যদি সমস্ত ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতেন, তাহলে তার পক্ষে মানুষকে শাস্তি ও পুরস্কার দেওয়া অর্থহীন হবে।

ঈশ্বর চান যেন মানুষ যা সঠিক তা বেছে নেয়, কিন্তু সর্বোপরি তিনি চান যেন তারা প্রকৃত ভাবে বাছাইগুলো করে। এইজন্যই পৃথিবী যেমন আছে, তেমনি আছে। ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা উত্তম বিষয় সকল, মানুষের উত্তম কাজের ফল, মন্দ মানুষের কাজের ফল এবং এমনকি মন্দ মানুষের কাজ থেকেও ঈশ্বর যে ভালো বিষয়গুলি নিয়ে আসেন, সেগুলির এক জটিল মিশ্রণ হল এই পৃথিবী।

পরিত্রাণের পরিকল্পনায় আমরা ঈশ্বরের অগ্রাধিকার দেখতে পাই। তিনি সকলকে পরিত্রাণ প্রদান করেন এবং সকলের পরিত্রাণ কামনা করেন (১ তীমথিয় ২:৩-৪)। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে সুসমাচারের প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা দেন কিন্তু সাড়া দেওয়ার জন্য জোর করেন না। এই কারণেই সমস্ত শাস্ত্র জুড়ে আমন্ত্রণ ও

প্ররোচনাকে ব্যবহার করা হয়েছে।[6] ঈশ্বর মানুষকে বেছে নেবার সুযোগ দেন এবং তাদের কাছে এর পরিণতি সম্বন্ধে বর্ণনা করেন।

আমরা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে সুসমাচার প্রচার করি যেন প্রত্যেক ব্যক্তি পরিত্রাণ পেতে পারে। আমাদের লক্ষ্য হল পবিত্র আত্মার সাথে সহযোগিতা করা যাতে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতি সমর্পণ করতে প্ররোচনা দেওয়া যায়। (পড়ুন ২ করিন্থীয় ৫:১১)

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসঙ্গে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

ঈশ্বর এক, যিনি মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি সকলের প্রভু। তিনি অনন্ত, অপরিবর্তনীয় আত্মা। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ এবং সর্বত্র বিরাজমান। তিনি তাঁর চরিত্রে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র এবং তিনি যা কিছু করেন তাতে তিনি ধার্মিক। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে আশীর্বাদ করেন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তিনি ক্ষমা এবং নিজের সাথে একটি সম্পর্ক প্রস্তাব করছেন।

২ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- গীতসংহিতা ১৩৯:১-৪
- হিতোপদেশ ৯:১০
- যিশাইয় ৪৬
- প্রকাশিত বাক্য ৪:৯-১১

(২) পরীক্ষা: আপনি ২ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

---

[6] দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:১৫, ১৯; যিহোশূয়ের পুস্তক ২৪:১৫; যিশাইয় ১:১৮; যিশাইয় ৫৫:১; যিহিষ্কেল ১৮:৩১; প্রকাশিত বাক্য ৩:২০

২ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) একজন ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কী?

(২) শাস্ত্রের প্রথম শিক্ষাটি কী?

(৩) প্রতিটি বিবৃতির সাথে মেলে এমন ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যের নাম লিখুন:

- ঈশ্বর কেমন দেখতে তা আমরা বর্ণনা করতে পারি না।
- ঈশ্বর চিরকালই আছেন।
- ঈশ্বরের বুদ্ধি, অনুভূতি এবং ইচ্ছা আছে।
- ঈশ্বর সর্বদা একই আছেন।
- ঈশ্বর যা চান তাই করতে পারেন।
- ঈশ্বর সবকিছু দেখেন।
- ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন যাতে আমরা করুণা পেতে পারি।
- ঈশ্বরের প্রকৃতিতে তিন ব্যক্তিসত্ত্বা রয়েছেন।
- ঈশ্বরের সম্পূর্ণ নৈতিক সিদ্ধতা রয়েছে।
- ঈশ্বর কখনও কিছু শেখেন না।
- ঈশ্বরের কাজ সবসময় পক্ষপাতশূন্য ও ন্যায্য হয়।

পাঠ ৩
ত্রিত্ব

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- কিভাবে মহাবিশ্ব ত্রিত্বের প্রকৃতির একটি দৃষ্টান্ত।
- ত্রিত্বের মতবাদের জন্য বাইবেলের ভিত্তি।
- কেন ত্রিত্বের মতবাদ সুসমাচারের ভিত্তি।
- ত্রিত্বের মধ্যে সম্পর্কের গঠন।
- কিভাবে ত্রিত্ব মানুষের সম্পর্কের জন্য একটি উদাহরণ দেয়।
- ত্রিত্বে আমাদের বিশ্বাস আমাদের উপাসনাকে কীভাবে পরিচালনা করে
- ত্রিত্ব সম্পর্কে খ্রিষ্টবিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থী ত্রিত্ব ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করার সময় সাধারণ ভুলগুলি এড়াবে।

ভূমিকা

► যোহন ১৪ একসাথে পড়ুন। আলোচনা করুন কিভাবে এই অনুচ্ছেদ দেখায় যে ঈশ্বর ত্রিত্ব।

বহু মানুষ ত্রিত্বের মতবাদ দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছেন কারণ এটি বলে যে ঈশ্বর এক অর্থে

তিন, তবুও অন্য অর্থে এক।

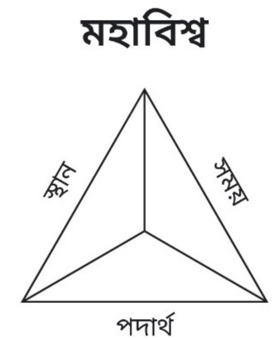

কিন্তু আমরা যখন **মহাবিশ্বের** দিকে তাকাই তখন আমরা একটিতে তিনটির আরেকটি

উদাহরণ দেখতে পাই। মহাবিশ্বের তিনটি দিক রয়েছে - স্থান, সময় এবং পদার্থ।

এই তিনটির একটি না থাকলে মহাবিশ্ব থাকবে না।

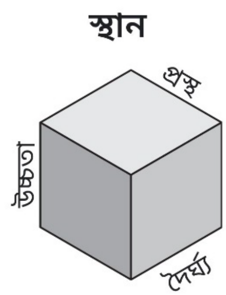

সেই তিনটির প্রত্যেকটিও তিনটি দিক নিয়ে গঠিত।

স্থান গঠিত হয় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা নিয়ে - একের মধ্যে তিন। এই মাত্রার কোনো একটি ছাড়া, কোন স্থান হবে না।

সময় গঠিত হয় অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত নিয়ে - একের মধ্যে তিনটি। এই দিকগুলোর কোনো একটি ছাড়া, সময় হবে না।

পদার্থের মধ্যে রয়েছে শক্তি যা গতিশীল ঘটনা তৈরি করে – একের মধ্যে তিন। শক্তি না থাকলে কোন গতি বা ঘটনা থাকতে পারে না। কোন গতি না থাকলে, কোন শক্তি বা ঘটনা থাকবে না। যদি কোন ঘটনা না থাকে, তাহলে এটা হবে কারণ কোন শক্তি বা গতি ছিল না।

মনে করা যেতে পারে যে মহাবিশ্ব তিনটি একের আদলে তৈরি করা হয়েছে। হয়তো ঈশ্বর ইচ্ছাকৃতভাবে মহাবিশ্বকে এমন একটি নকশা দিয়েছেন যা তার নিজের প্রকৃতিকে চিত্রিত করে।

বাইবেল ত্রিত্ব সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয়? এটি স্পষ্টভাবে তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে যে সকলকে মহাবিশ্বের এক ঈশ্বর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এটি একটি অসঙ্গতি নয় কারণ আমরা বলছি না যে ঈশ্বর একাধারে এক ব্যক্তি এবং সেই সঙ্গে তিন ব্যক্তি। আমরা এও বলছি না যে ঈশ্বর এক ঈশ্বর এবং তিন ঈশ্বর। আমরা বলছি যে ঈশ্বর মূলত এক এবং ব্যক্তিতে তিনজন। যেমন এক মহাবিশ্ব স্থান, সময় এবং পদার্থ হিসাবে বিদ্যমান, তেমনি এক ঈশ্বর পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা হিসাবে বিদ্যমান।

বাইবেলে ত্রিত্বের প্রমাণ

ভিত্তি ১: ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

> হে ইস্রায়েল, শোনো: আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু, একই প্রভু ((দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪)।
>
> আমিই ঈশ্বর, অন্য আর কেউ নয়; আমিই ঈশ্বর এবং আমার মতো আর কেউ নেই (যিশাইয় ৪৬:৯)।

ভিত্তি ২: পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সকলেই ঈশ্বর।

> পিতা ঈশ্বর (গালাতীয় ১:১)।
>
> বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন…সেই বাক্য দেহ ধারণ করলেন (যোহন ১:১,১৪)।
>
> “এ কী রকম হল, শয়তান তোমার অন্তরকে এমন পূর্ণ করল যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বললে…? তুমি মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরেরই কাছে মিথ্যা বললে” (প্রেরিত ৫:৩-৪)।

ভিত্তি ৩: এই তিনটি একে অপরের সাথে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে সম্পর্কিত।

► আমরা কিভাবে জানি যে তারা তিনজন ব্যক্তি এবং ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায় শুধু একজন নয়?

মার্ক ১:১০-১১-এ, যিশু বাপ্তিস্ম নিয়েছেন, পবিত্র আত্মা কপোতের মতো নেমে এসেছেন এবং স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলেছেন, “তুমি আমার পুত্র, আমি তোমাকে প্রেম করি, তোমারই উপর আমি পরম প্রসন্ন।” আমরা এখানে দেখতে পাই যে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা একই ব্যক্তি হতে পারেন না; তারা একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেছেন।

তাঁর পরিচর্যার শেষের দিকে, যিশু বলেছিলেন যে তিনি পিতাকে আমাদের কাছে অন্য একজন সাহায্যকারী পাঠাতে বলবেন - পবিত্র আত্মা (যোহন ১৫:২৬)। আপনি কি এই অনুরোধের সাথে জড়িত তিনজন স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে দেখতে পাচ্ছেন?

আপনি যদি যোহন ১৪-১৭ পড়েন, তাহলে আপনি পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া সম্পর্কে অনেক উল্লেখ খুঁজে পাবেন।

উপসংহার বাইবেলের এক সত্য ঈশ্বর নিজেকে তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিতে বিদ্যমান হিসাবে প্রকাশ করেছেন: পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। ঈশ্বর প্রকৃতিতে এক, কিন্তু ব্যক্তিতে তিনজন।

সুতরাং, যদিও ত্রিত্ব শব্দটি বাইবেলে ব্যবহার হয় নি, তবে ত্রিত্বের মতবাদটি স্পষ্টভাবেই শাস্ত্রীয় বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে। ত্রিত্ব শব্দটি এমন একটি শব্দ যা বাইবেল এই মতবাদ সম্পর্কে যা কিছু শিক্ষা দেয় তার সংক্ষিপ্তসারে ব্যবহার আমরা করি।

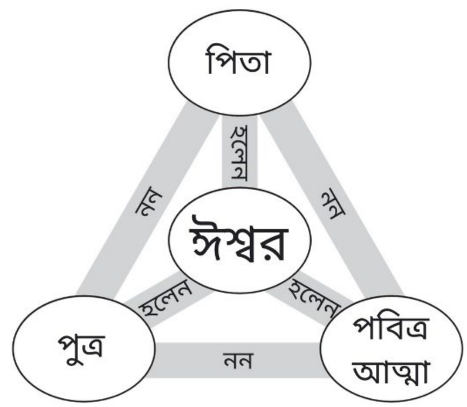

বাইবেলের এই মতবাদটি প্রেরিতদের সময় থেকে মন্ডলী শিক্ষা দিয়ে

এসেছে। এখানে ডান দিকে দেওয়া রেখাচিত্রটি ত্রিত্ববাদ বর্ণনা করার জন্য মন্ডলী বহু শতাব্দী ধরে ব্যবহার করে আসছে।

ত্রিত্বের মতবাদটি অপরিহার্য

► একজন ব্যক্তি ত্রিত্বে বিশ্বাস করেন বা না করেন তা কেন গুরুত্বপূর্ণ?

ত্রিত্বের মতবাদ মূল শিক্ষাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে যা সুসমাচারের জন্য অপরিহার্য। উদাহরণস্বরূপ, যারা ত্রিত্বকে অস্বীকার করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ অস্বীকার করে যে যীশু ঈশ্বর। কিন্তু আপনি যে যিশুতে বিশ্বাস করেন তিনি যদি ঈশ্বর না হন, তাহলে আপনার কাছে এমন কোনো যীশু নেই যিনি আপনাকে বাঁচাতে পারেন! শুধুমাত্র এমন একজন ব্যক্তি যিনি নিজে নিষ্পাপ ছিলেন তিনিই সমস্ত মানুষের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারেন। তার বলিদান সীমাহীন হতে হবে কারণ আমরা অসীম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি। যেহেতু যীশু নিজে ঈশ্বর, তিনি পাপহীন ও অসীম বলিদান প্রদান করেছিলেন যা সর্বকালের সমস্ত মানুষের পাপের জন্য পরিশোধ করেছে।

যদি আমরা অস্বীকার করি যে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা স্বতন্ত্র, তাহলে আমরা ঈশ্বরকে তাঁর স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্ত্বা বা সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করি। উদাহরণ-স্বরূপ, ঈশ্বর অনন্তকাল থেকে প্রেমময় ঈশ্বর হবেন না যদি তিনি কাউকে ভালবাসার জন্য সৃষ্টি না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু ঈশ্বর যদি একাধিক ব্যক্তি হন, তাহলে এই ব্যক্তিরা একে অপরকে অনন্তকাল থেকে ভালবাসতে পারেন। এই

সম্পর্কযুক্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করা গুরুত্বপূর্ণ (যিনি আত্ম-দানে বিদ্যমান) কারণ এটি আমাদের একে অপরের সাথে এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ককে প্রভাবিত করে।

সম্ভবত সবচেয়ে গুরুতর বিষয় হল যে আমাদের অবশ্যই ঈশ্বরের উপাসনা করতে হবে। যারা ত্রিত্বকে অস্বীকার করে তারা সাধারণত অস্বীকার করে যে যিশু এবং পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, তাই তারা তাদের উপাসনা করেন না। একজন ব্যক্তির সবচেয়ে মারাত্বক ভুলগুলির মধ্যে একটি হল হয় এমন কাউকে উপাসনা করা যিনি ঈশ্বর নন বা যিনি ঈশ্বর তাকে উপাসনা করতে ব্যর্থ হওয়া।

জন স্টটের দৈনিক ত্রিত্ববাদী প্রার্থনা

স্বর্গীয় পিতা, আমি প্রার্থনা করি যে আমি এই দিনটি আপনার উপস্থিতিতে বেঁচে থাকতে পারি এবং আপনাকে আরও বেশি করে খুশি করতে পারি।

প্রভু যিশু, আমি প্রার্থনা করি যে এই দিনে আমি আমার ক্রুশ বহন করতে পারি এবং আপনাকে অনুসরণ করতে পারি।

পবিত্র আত্মা, আমি প্রার্থনা করি যে এই দিন আপনি আমাকে নিজের মধ্যে পূর্ণ করবেন এবং আমার জীবনে আপনার ফল পরিপক্ক করবেনপ্রেম :, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য, দয়া, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ।-

পবিত্র, আশীর্বাদপূর্ণ, ও মহিমান্বিত ত্রিত্ব, এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি, আমাকে দয়া করুন।

সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা এবং বিশ্বজগতের ধারক, আমি আপনার উপাসনা করি।

প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ত্রাণকর্তা এবং বিশ্বের প্রভু, আমি আপনাকে উপাসনা করি।

পবিত্র আত্মা, ঈশ্বরের লোকদের পবিত্রকারী, আমি আপনাকে উপাসনা করি।

পিতা এবং পুত্র এবং পবিত্র আত্মার মহিমা হোক,

আদিতে যেমন ছিলেন, এখন আছেন এবং চিরকাল থাকবেন, আমেন।

পিতা, পুত্র, এবং পবিত্র আত্মা সম্পর্কের মধ্যে অবস্থিতিকারী ব্যক্তি

পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা প্রত্যেকেই নিজস্ব ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং তারা সর্বদা একে অপরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কে অবস্থিতি করেন। আমরা তাদের ব্যক্তি বলি কারণ তারা একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকেন। তারা একে অপরকে ভালবাসেন, একে অপরকে দেন, একে অপরের সাথে কথা বলেন এবং একে অপরের জন্য বেঁচে থাকেন। এটি দেখায় যে তারা ব্যক্তি।

ত্রিত্বের কাঠামো

পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সর্বদা সম্পর্কের কাঠামোতে বিদ্যমান। পিতা মাথা, তারপর পুত্র, তারপর আত্মা। এই তিনটি চিরন্তন এবং সমান ব্যক্তিদের একে অপরের সাথে তাদের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তাদের কর্তৃত্বের অবস্থান রয়েছে। কর্তৃত্বের এই কাঠামো পরিবার এবং মণ্ডলীতে প্রতিফলিত হয়। ত্রিত্বের

সদস্যদের মতো, একটি পরিবার বা মণ্ডলীর সকল সদস্যের সমান মূল্য আছে, কিন্তু সকলের কর্তৃত্বের অবস্থান এক নয়।

পিতার সাথে পুত্রের সম্পর্ক

পিতার সাথে পুত্রের সম্পর্ক কেমন? যিশু বলেছিলেন যে পিতা তাকে পুত্র হিসাবে নিজের মধ্যে জীবন দান করেছেন, ঠিক যেমন পিতার নিজের মধ্যে জীবন রয়েছে (যোহন ৫:২৬)। সমস্ত অনন্তকাল থেকে পুত্র হলেন পিতার একমাত্র পুত্র (যোহন৩:১৬)। পুত্র অনন্তকাল ঈশ্বর হিসাবে স্ব-অস্তিত্বশীল, এবং পিতার মতো একই প্রকৃতির, তবুও তার অস্তিত্ব পিতার কাছ থেকে। অনন্তকাল ধরে, পুত্র পিতার সাথে পুত্র হিসাবে সম্পর্কযুক্ত, এবং পিতা পুত্রকে পিতা হিসাবে সম্পর্কিত করেছেন, যদিও শারীরিক অর্থে নয়।

যিশু প্রকৃতিগতভাবে পিতার সমান। তাকে পিতার মতো একই স্তরে আরাধনা ও মহিমান্বিত করতে হবে। যীশু বলেছিলেন যে সকলের উচিত যেমন তারা পিতাকে সম্মান করে তেমনই তাকে সম্মান করা (যোহন ৫:২৩)।

পিতা ও পুত্রের সাথে পবিত্র আত্মার সম্পর্ক

যোহন ১৫:২৬ পদে যিশু বলেছিলেন যে তিনি আমাদের কাছে পবিত্র আত্মা পাঠাবেন, যিনি পিতার কাছ থেকে এসেছেন। যদিও আত্মা পিতার কাছ থেকে আসেন, তবুও তিনি পিতা ও পুত্রের সমান এবং সমানভাবে সম্মানিত হবেন। মনে রাখবেন যে এই প্রক্রিয়া এবং প্রেরণ তিনজনের মধ্যে ঘটছে যারা একে অপরের সাথে প্রেমময় সম্পর্কে অবস্থিতি করছেন।

ঈশ্বরের একত্ব রক্ষা করা

ত্রিত্বের তিন ব্যক্তিকে পৃথক ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। তাদের সত্তার ঐক্যের অর্থ হল তারা একই সারবস্তু এবং তিনটি ব্যক্তি একে অপরের মধ্যে পরিব্যাপ্ত, একে অপরের মধ্যে অবস্থিতি করে এবং একে অপরের সাথে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি ভাগ করে নেয়। পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এমনভাবে পারস্পরিক অবস্থিতির অভিজ্ঞতা লাভ করেন যা মানুষ পারেনি।

প্রতিটি মানুষ শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি এবং একমাত্র সত্তা। ঈশ্বর তিন ব্যক্তি, তবুও একমাত্র সত্তা। ঈশ্বরের একত্বের বাইবেলের ধারণাটিকে সুরক্ষিত করার জন্য আমরা ত্রিত্বের সদস্যদের (পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা) একে অপরের থেকে আলাদা না বলে আলাদা (ব্যক্তি) হিসাবে কথা বলি।

আমরা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব এবং সম্পর্ক প্রতিফলিত করি

ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে ব্যক্তি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন - একে অপরের সাথে এবং ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক করার ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। সম্পর্কের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রত্যেকের মন, ইচ্ছা এবং আবেগ রয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে আমরা অসম্পূর্ণ

ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করার পর বলেছিলেন, “মানুষের একা থাকা ভালো নয়” (আদিপুস্তক ২:১৮)। তারপর তিনি হবাকে সৃষ্টি করলেন। আদম হবাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ ছিল কারণ, তাকে ছাড়া তার সাথে সম্পর্ক করার মতো অন্য মানুষ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, একটি শাস্ত্র পরামর্শ দেয় যে আদম এবং হবা একসাথে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করেছিল: “অতএব ঈশ্বর তাঁর নিজস্ব প্রতিমূর্তিতে মানুষ সৃষ্টি করলেন,ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তিনি তাকে সৃষ্টি করলেন;পুরুষ ও স্ত্রী করে তিনি তাদের সৃষ্টি করলেন” (আদিপুস্তক ১:২৭)। আদম এবং হবার মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে এমন কিছু আছে বলে মনে হয় যা আদমের নিজের তুলনায় তারা একসাথে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি প্রতিফলিত করেছে।

চিন্তা করুন এটা আমাদের কি বুঝতে সাহায্য করে। আমরা সম্পূর্ণ ব্যক্তি হিসাবে কাজ করছি না যদি না আমরা অন্যদের সাথে সম্পর্ক রাখি, ঠিক যেমন ত্রিত্বের ব্যক্তিরা। এর অর্থ এই নয় যে আমাদের বিবাহিতকে হতে হবে (স্বর্গে কেউ বিবাহিত হবে না, তবুও আমরা তখনও ব্যক্তি থাকব), তবে আমাদের অন্যদের সাথে মেলামেশা করা দরকার।

মানব সম্পর্ক ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রতিফলিত করে

ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং মন্ডলীর প্রকৃতির মধ্যে একটি চমৎকার সাদৃশ্য আছে। ঈশ্বর এবং মন্ডলী উভয়ের মধ্যেই ঐক্য ও বৈচিত্র্য রয়েছে। ১ম করিন্থীয় ১২ অনুসারে, খ্রীষ্টের দেহ হল অনেক অংশের সমন্বয়ে গঠিত একটি ঐক্য যা এক উদ্দেশ্যের জন্য একসাথে কাজ করে। আপনি দেখতে পারেন কিভাবে খ্রীষ্টের শরীর ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত করে? পৌল আশা করেছিলেন যেন মন্ডলীর বিভিন্ন সদস্যরা খ্রীষ্টে এক হিসাবে একসাথে বেড়ে ওঠে। পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যেন আমরা:

> এর পরিবর্তে আমরা প্রেমে সত্য প্রকাশ করব এবং সব বিষয়ে খ্রীষ্টের মতো হয়ে উঠব, যিনি তাঁর দেহের মস্তক; আর সেই দেহ হল মণ্ডলী। তিনি সমগ্র দেহকে সুন্দরভাবে সন্নিবদ্ধ করেন। প্রতিটি অঙ্গ নিজের নিজের বিশেষ কাজ করে, যার ফলে অন্যান্য অংশ বৃদ্ধিলাভ করে। এই কারণে সমগ্র দেহ সুস্থ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও প্রেমে পূর্ণতা লাভ করে। (ইফিষীয় ৪:১৫-১৬)

খ্রীষ্টের ঐক্যে একে অপরকে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করার জন্য আমাদের সকলের উচিত নিজ নিজ বরদান ও সামর্থ ব্যবহার করা। ঈশ্বর চান যে আমরা একে অপরকে অনুগ্রহে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে তার সম্পর্কীয় প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করি। আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি ঘটে সম্প্রদায়ের মধ্যে, ঘনিষ্ঠভাবে অন্যান্য বিশ্বাসীদের সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অবস্থিতিতে। এটি ঈশ্বরের সামাজিক প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে।

যদি ত্রিত্বের সদস্যরা (পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা) অনন্তকাল ধরে একে অপরের জন্য আত্ম-দানের প্রেমে বেঁচে থাকে তবে আমাদেরও অন্যদের সাথে প্রেমময় সম্পর্কের মধ্যে বসবাস করা উচিত। আমাদের সামাজিক, সম্পর্কযুক্ত প্রাণী হিসাবে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তৈরি করা হয়েছিল, তাই আমাদের নিজেদের চেয়ে অন্যের দিকে বেশি মনোনিবেশ করা উচিত। আমাদের ব্যক্তিত্বের চেয়ে সম্প্রদায়কে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আমরা অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে তাঁর ত্রিমূর্তি প্রতিফলিত করার প্রেচেষ্টায় ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করবেন।

ত্রিত্ববাদী উপাসনা

ত্রিত্ববাদী আরাধনা স্বীকার করে যে আমরা আত্মার সাহায্যে এবং পুত্রের প্রায়শ্চিত্ত কাজের ভিত্তিতে পিতার কাছে আসি। ত্রিত্ববাদী হিসাবে, আমাদের পুত্রের মাধ্যমে পিতার কাছে আত্মায় প্রার্থনা করতে হবে।

আরাধনার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল আমাদের পারস্পরিক প্রেমের সম্পর্কে প্রবেশ করা যা ত্রিত্বের সদস্যদের একে অপরের মধ্যে রয়েছে। পিতা এবং পুত্রের মধ্যে বিদ্যমান প্রেমের কথা চিন্তা করুন। খ্রীষ্ট ক্রুশে কি করেছিলেন তা ভেবে দেখুন যাতে আমরা সেই প্রেম অনুভব করতে পারি। পিতা এবং পুত্র একে অপরের সাথে এক অপূর্ব সম্পর্কে অবস্থিতি করেন এবং পুত্রের প্রায়শ্চিত্তের কাজের কারণে, আত্মা আমাদের সেই অনুরক্ত প্রেমের সম্পর্কে অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করতে সক্ষম।

> "সর্বশক্তিমান এবং চিরস্থায়ী ঈশ্বর, আপনি আমাদের আপনার দাসদেরকে একটি সত্য বিশ্বাসের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে চিরন্তন ত্রিত্বের মহিমা স্বীকার এবং ঐশ্বরিক মহিমার শক্তিতে ঐক্যের আরাধনা করার জন্য অনুগ্রহ দিয়েছেন। আমাদের এই বিশ্বাসে অটল রাখুন, যাতে আমরা চিরকাল সমস্ত প্রতিপক্ষের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি: আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, যিনি আপনার এবং পবিত্র আত্মার সাথে অবস্থিতি করেন এবং রাজত্ব করেন, এক ঈশ্বর, এখন এবং চিরকাল। আমেন।
>
> - Book of Common Prayer

ত্রিত্ববাদী হিসাবে আমরা যে কেবল পিতার কাছে, আত্মায়, পুত্রের মাধ্যমে প্রার্থনা করি তাই নয়, আমরা পিতার কাছে, পুত্রের কাছে এবং আত্মার কাছেও প্রার্থনা করি। ত্রিত্বের সদস্যদের প্রত্যেককে আরাধনা এবং গৌরবান্বিত করতে হবে, কারণ তারা সকলেই ঈশ্বর এবং তাদেরকে সমানভাবে সম্মানিত হতে হবে। ত্রিত্ববাদী আরাধনা ত্রিত্বের প্রতিটি সদস্যের জন্য সমানভাবে গৌরব নিয়ে আসে, আমাদের পরিত্রাণে তারা প্রত্যেকে যে ভূমিকা পালন করে তা স্বীকার করে।

ত্রুটি এড়ান: ত্রিত্ব সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: ক্লাসের একজন সদস্য এই বিভাগটি ব্যাখ্যা করতে পারে।

আমরা বুঝতে পারি না কেন একটি বীজ মাটির মধ্যে জন্মায়, বা মস্তিষ্ক কীভাবে কাজ করে, বা কী শক্তি তারাদেরকে তাদের নিজ জায়গায় রাখে। বিজ্ঞানীরা কী ঘটছে তা পর্যবেক্ষণ করেন, কিন্তু কেন এবং কীভাবে সেটি ঘটে তা তারা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। একজন ব্যক্তির পক্ষে ত্রিত্বের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করা অর্থপূর্ণ নয় কারণ সে এটিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে না। ঈশ্বর সম্পর্কে প্রতিটি মতবাদই আমাদের ব্যাখ্যার বাইরে। উদাহরণ-স্বরূপ, কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না কিভাবে ঈশ্বর সর্বত্র থাকতে পারেন এবং সবকিছু জানেন। ত্রিত্বের ঘটনাগুলি অযৌক্তিক নয়, তবে সেগুলি মানুষের অভিজ্ঞতা এবং শর্তাবলীর বাইরে। সমুদ্রের একটি মাছ, যদিও সে বুদ্ধিমান হয়, তাকে বুঝিয়ে দিলেও মানুষ হতে কেমন লাগে তা সে কখনোই বুঝতে পারবে না।

ত্রিত্বের বাস্তবতা হল এক ঈশ্বর যিনি তিন ব্যক্তির মধ্যে বিরাজমান কিন্তু প্রকৃতিতে অভিন্ন এবং ঈশ্বরত্বে সমান । বহু মানুষ এটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা প্রায়শই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হারিয়ে ফেলেন। নিচে কিছু ত্রুটির উদাহরণ দেওয়া হল।

১। **ঈশ্বর আসলে একজনই ব্যক্তি যিনি বিভিন্ন ভূমিকা পালন** করেন। এই তত্ত্বে, স্বর্গে ঈশ্বর ছিলেন পিতা, পৃথিবীতে তিনি ছিলেন যিশু, এবং এখন তিনি পবিত্র আত্মা হিসাবে আমাদের সাথে কথা বলেন। কিন্তু সারা যোহন ১৪-১৬ অধ্যায়ে যীশুর কথাগুলি তাঁর সঙ্গে পিতা এবং পবিত্র আত্মার মিথস্ক্রিয়া বর্ণনা করে। তারা তিনজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি না হলে এই বর্ণনার কোনো যৌক্তিকতা থাকবে না।

২। **পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা হলেন পৃথক পৃথক সত্তা।** এই মতবাদ অনুযায়ী তাদের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যেমন পিতা হয়তো বিচার করতে চান, কিন্তু পুত্র করুণা দেখাতে চান। এই ধারণাটি বাইবেলের মতবাদের বিরোধিতা করে যে একমাত্র ঈশ্বর আছেন।

৩। **ত্রিত্বের একজন ব্যক্তি অন্যের তুলনায় নিকৃষ্ট।** যে ব্যক্তি এই ধারণাটি বিশ্বাস করে সে পিতাকে ঈশ্বর এবং পুত্র এবং পবিত্র আত্মাকে নিকৃষ্ট সত্তা বলে মনে করেন। তিনি আত্মার ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন এবং পুত্রকে ভাবতে পারেন একজন বিশেষ মানুষ হিসেবে যাকে ঈশ্বর ব্যবহার করেছিলেন। এই ভ্রান্তির কারণে মানুষ পুত্রকে ও পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বর হিসাবে আরাধনা করে না এবং একটি ভ্রান্ত সুসমাচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসঙ্গে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

ঈশ্বর হলেন ত্রিত্ব, তিন ব্যক্তির মধ্যে এক ঈশ্বর, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা। তিনটি ভূমিকায় ভিন্ন, কিন্তু প্রকৃতিতে অভিন্ন এবং ঐশ্বরিকতার গুণে সমান ও আরাধনার সমান যোগ্য।

৩ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- যোহন ১৫:২৬
- যোহন ১৭:১-৫
- ইফিষীয় ১:১৭-২৩
- কলসীয় ১:১২-১৯
- ইব্রীয় ১:১-৩, ৮

(২) পরীক্ষা: আপনি ৩ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

৩ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) মহাবিশ্ব কিভাবে ঈশ্বরের প্রকৃতিকে চিত্রিত করে?

(২) বাইবেলের কোন তিনটি ভিত্তিপ্রমাণের উপর ত্রিত্বের মতবাদটি গঠিত?

(৩) ত্রিত্বের মধ্যে সম্পর্কের গঠন কি?

(৪) কীভাবে একটি পরিবার বা মণ্ডলীর গঠন ত্রিত্বের কাঠামোর সাথে তুলনীয়?

(৫) ত্রিত্ববাদী হিসাবে, আমাদের কার কাছে প্রার্থনা করা উচিত?

(৬) ত্রিত্ব সম্পর্কে তিনটি সাধারণ ভুল তত্ত্বের নাম দিন।

পাঠ ৪
মানবপ্রকৃতি

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- আমরা কিভাবে জানি যে মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি শারীরিক সাদৃশ্য নয়।
- মানবপ্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির আটটি বৈশিষ্ট্য।
- যে মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।
- যে অর্থে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে।
- যে মানুষের পার্থিব জীবনে তাদের ব্যবহারিক মূল্য ছাড়িয়ে অসীম মূল্য রয়েছে।
- মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থী বুঝতে পারবে যে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক ছাড়া সে একজন ব্যক্তি হিসাবে তার পরিপূর্ণতা সম্ভব নয়।

মানুষ - ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট

► একসঙ্গে গীতসংহিতা ৮ অধ্যায়টি পড়ুন। এই অনুচ্ছেদটি মানুষ সম্বন্ধে আমাদের কী জানায়?

► পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মধ্যে কোন কোন বিষয় এক রকম?

কোন বিষয়টি আমাদের পরিচিতি দেয়, তা নিয়ে চিন্তা করুন। মানুষ হওয়ার অর্থ আসলে কী?

► আদিপুস্তক ১:২৬-২৭ পদ একসঙ্গে পড়ুন।

আমাদের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যা ঈশ্বরের মতো। আমরা ঈশ্বর নই, কিন্তু এমন কিছু আছে যা প্রাণীজগত থেকে আমাদের আলাদা করে এবং আমাদের অনন্য করে তোলে। গীতসংহিতা ৮:৫ পদে লেখক আনন্দ করেছেন যে আমরা স্বর্গীয় সত্তাদের চেয়ে একটু নীচের স্তরে আসীন হয়েছি এবং গৌরব ও সম্মানের মুকুটে ভূষিত হয়েছি।

পৃথিবী এবং তাতে বসবাসকারী প্রাণীদের পরিচালনা করার জন্য ঈশ্বর মানুষকে বিশেষ দায়িত্ব দি দিয়েছেন (গীতসংহিতা ৮:৬)। জীবিত প্রজাতির ক্ষতি এড়াতে, বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পদকে ব্যবহার করতে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পৃথিবীকে ভালো অবস্থায় রেখে যাওয়ার জন্য মানুষকে সাবধানে পৃথিবী পরিচালনা করার কথা।

আমাদের আত্মসম্মানের জন্য মানবজাতির এই উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই বিবর্তনের মতবাদের চেয়ে ভাল! বিবর্তনে মানুষের জীবনে কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই, কোনো উদ্দেশ্য নেই, কোনো অর্থ নেই, মানুষ হওয়ার বিশেষ কিছুই নেই।

কিছু প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে মানুষ আকস্মিকভাবে তৈরি হয়েছিল, যার কোন উদ্দেশ্য ছিল না এবং কোন স্রষ্টা তাকে ভালোবাসেন নি। কিন্তু বাইবেল শিক্ষা দেয় যে আমরা এক বিশেষ সৃষ্টি, ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতে সৃষ্ট। এর মানে কী?

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলতে শারীরিক সাদৃশ্য বোঝায় না।

► আমরা কীভাবে জানি যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বলতে শারীরিক সাদৃশ্যকে বোঝায় না?

(১) ঈশ্বর হলেন আত্মা (যোহন ৪:২৪)। শলোমন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমস্ত স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে ঈশ্বরকে ধারণ করতে পারে না (১ রাজাবলি ৮:২৭)। ঈশ্বর যে কোন রূপই বেছে নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করুন না কেন ঈশ্বরের মতো দেখতে এমন কোনো রূপ বা চেহারা নেই। এটা একটা কারণ যে উপাসনার জন্য ঈশ্বরের মূর্তি তৈরি করা আমাদের উচিত নয়।

(২) কোনও ব্যক্তির মতো দেখতে ঈশ্বরের মূর্তি তৈরি করা প্রতিমাপূজা। (পড়ুন রোমীয় ১:২৩)

(৩) মানুষকে শারীরিকভাবে পৃথিবীতে জীবনযাপনের জন্য তৈরি করা হয়েছে - হাঁটার জন্য পা, জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করানোর জন্য হাত এবং উপলব্ধির জন্য দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি রয়েছে। ঈশ্বর আমাদের পৃথিবীতে জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বাস করেন। তিনি তাঁর বাক্যের মাধ্যমে জিনিসপত্র সৃষ্টি করতে ও তা স্থানান্তর করতে পারেন। আমাদের কোনো সীমাবদ্ধতা তার নেই। তাঁর কোনও মানবিক শারীরিক রূপ আছে তা ভাবার কোনও কারণ নেই।

মানবপ্রকৃতিতে প্রদত্ত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির উপাদান সকল

► মানুষের কাছে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য কী আছে যা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে প্রতিফলিত করে?

মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে আছে তার অর্থ নিয়ে ঈশ্বরতত্ত্ববিদরা অনেক ভাবনা চিন্তা করেছেন, এবং নিম্নোক্ত গুণাবলী সম্পর্কে অধিকাংশই একমত:

সৃজনশীল প্রবৃত্তি

আমাদের মধ্যে এক সৃষ্টিশীল প্রবৃত্তি রয়েছে যা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি থেকে বিকশিত হয়। আমাদের স্রষ্টা আমাদেরকে সৃজনশীল করে সৃষ্টি করেছেন! কখনও কখনও জীবজন্তুদের এমন কিছু কাজকরার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাকে মানুষ শিল্প বলে। কিন্তু কোন ব্যক্তি তার একটি ধারণা প্রকাশ করে যে শিল্প উৎপাদন করেন তা থেকে এটি খুবই আলাদা। বিভিন্ন গুহাতে প্রাচীন অঙ্কন পাওয়া যায়। যারা এগুলি এঁকেছেন তাদের সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানি না, কিন্তু কেউ সন্দেহ করে না যে সেগুলি মানুষের দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, জীবজন্তুদের দ্বারা নয়।

সঙ্গীতেও সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়। আমাদের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য সংগীতের এক অবিশ্বাস্য ক্ষমতা রয়েছে। আমাদের ভেতরে যে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি আছে তা থেকে সংগীতের মাধ্যমে আমাদের ধারণাগুলির আদান-প্রদানের ক্ষমতা আসে।

চিন্তা করার ক্ষমতা

চিন্তা করার ক্ষমতা হল ঈশ্বরের মতো আরেকটা ক্ষমতা। জীবজন্তুদেরও মস্তিষ্ক আছে, কিন্তু তাদের মস্তিষ্কের কার্যকলাপ সহজাত প্রবৃত্তি এবং অনুভূতি স্তরে সীমাবদ্ধ। একমাত্র মানুষই বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও প্রতিফলন করতে সক্ষম, এবং তারপরে প্ররোচিতভাবে যোগাযোগ করতে সক্ষম।

আমরা কেবল চিন্তাই করতে পারি না, আমরা চিন্তা করার বিষয়েও ভাবতে পারি। আমরা চিন্তা প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণ করতে পারি। আমরা শুধু যুক্তিযুক্ত ভাবে চিন্তাই করতে পারি না, যুক্তিবিদ্যা নিয়েও চিন্তা করতে পারি।

ভাব আদানপ্রদান করার ক্ষমতা

মানুষের যোগাযোগ বা ভাব আদানপ্রদান করার ক্ষমতা আছে। এটি ভাষার ব্যবহার দ্বারা প্রদর্শিত হয়, যেখানে চিন্তাধারাগুলি শব্দ বা প্রতীকে প্রয়োগ করা হয় যা অন্য মানুষেরা বুঝতে পারে। কুকুর এবং পাখির মতো প্রাণী শব্দের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে, কিন্তু মানুষের ভাষার জটিলতার কাছাকাছি কোন কিছুই প্রাণীদের মাঝে জানা নেই। অন্যদের ভয় দেখানো, এলাকা দখল করা বা খাবার ভাগাভাগি করার উপায় প্রাণীদের জানা রয়েছে, কিন্তু জীবনের অর্থ সম্বন্ধে তারা কোন আলোচনা করে না।

চিন্তা করার ক্ষমতা ও যুক্তির ওপর নির্ভর করে যোগাযোগের ক্ষমতা। পশুপাখিরা কথা বলতে পারে না, কিন্তু পারলেও তাদের বলার তেমন কিছুই থাকবে না।

সামাজিক প্রকৃতি

মানুষের একটা সামাজিক প্রকৃতি বা স্বভাব আছে। অন্য মানুষদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য, অন্যদের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য এবং অন্যদের উপর নির্ভর করার জন্য আমাদের জীবন পরিকল্পিত হয়েছে। আমরা অন্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে জীবন শুরু করি এবং একটি শিশুর প্রাপ্তবয়স্ক হতে অনেক বছর সময় লাগে। এর কারণ হল ঈশ্বরের কাছে সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ।

> "মানুষ আজ মানুষের মর্যাদার উপর নির্ভর করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা জানে না কিভাবে [তা করতে হবে], কারণ তারা সেই সত্যকে হারিয়ে ফেলেছে যে মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি হয়েছে ...। আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে এই বিষয়টিকে বাস্তবায়িত করতে দেখছি যে যখন আপনি পুরুষদেরকে যথেষ্ট দীর্ঘ সময় ধরে বলেন যে তারা মেশিন, এটি শীঘ্রই তাদের কর্মে তা দেখাতে শুরু করে।"
>
> - ফ্রান্সিস এ. শেফার
>
> (Francis A. Schaeffer)

ঈশ্বর মানুষের জীবনকে এমনভাবে ডিজাইন করেছেন যাতে মানুষকে তাদের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করার জন্য একসঙ্গে কাজ করতে হয় এবং সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। এমনকি যদি একজন ব্যক্তি কারো সাহায্য ছাড়াই খাদ্য এবং আশ্রয়ের মতো জিনিস সংগ্রহ করে নিতে পারে, তবে তার এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা থাকবে যা কেবল অন্যদের সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব। মানবতার সামাজিক প্রকৃতি ঈশ্বরের প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করে। ঈশ্বর হলেন ত্রিত্ব এবং তিনি চিরকালের জন্য এক সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন।

মানুষের সম্পর্কের অনেক সমস্যা রয়েছে। সমস্যার কারণে কেউ কেউ মনে করেন তাদের আরও স্বাধীন হওয়া দরকার। কারও ওপর

নির্ভর না করে তারা জীবনযাপন করতে চায়। কিন্তু কেবলমাত্র বেঁচে থাকাই জীবনের সমাধান নয় এবং ঈশ্বর আমাদের জন্য যে জীবনের পরিকল্পনা করেছেন সেটি তা নয়। এর পরিবর্তে, তিনি আমাদের জীবনযাপন সম্পর্কে ক্ষেত্রে নীতিনির্দেশ দিয়েছেন। সমস্যা তখনই আসে যখন আমরা ঈশ্বরের নকশা অনুসরণ করি না।

নৈতিক বোধ

আমাদের মধ্যে একটি নৈতিক বোধ আছে, যা আমাদের স্বভাবেরই অংশ। আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাদের বলে দেয় কোন কাজটি সঠিক এবং কোনটি ভুল। (পড়ুন রোমীয় ১:২০, রোমীয় ২:১৫ পড়ুন)। এটা আমাদের বলে যে কখন কোন আকাঙ্ক্ষাকে অনুসরণ করা সঠিক এবং কখন আমাদের তা করা উচিত নয়। আদম ও হবাকে পবিত্র ও নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল যাতে তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে পারে।

যেহেতু মানবজাতি পাপে পতিত হয়েছে এবং সেই মৌলিক নৈতিক উপলব্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, এটি সম্পূর্ণরূপে নয়, তবে এখনও আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে সঠিক এবং ভুল ধারণা বোঝার ক্ষমতা রয়েছে।

যেহেতু আমাদের মধ্যে নৈতিক বোধ আছে, তাই আমাদের মধ্যে সঠিক কাজ করার কর্তব্যবোধ আছে এবং আমরা যদি পাপ করি তাহলে আমরা অপরাধী। আমরা পশুদের মতো নই যারা কোনো অপরাধবোধ ছাড়াই তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে।

বেছে নেবার ক্ষমতা

স্বাধীন ইচ্ছা বা বেছে নেওয়ার ক্ষমতা হল মানুষের বৈশিষ্ট্য। এর বিপরীতে, পশুদের পছন্দগুলি ক্ষণস্থায়ী আবেগ এবং প্রবৃত্তির স্তরে রয়েছে। পশুরা তাদের ক্রিয়াকলাপের নৈতিকতা বা বাস্তব ফলাফল বিবেচনা করে এমন সতর্কতার সঙ্গে, চিন্তাভাবনামূলক সিদ্ধান্ত নেয় না। মানুষের মধ্যে অর্থপূর্ণ, জীবন-পরিবর্তনকারী সিদ্ধান্ত বেছে নেবার ক্ষমতা রয়েছে। (পড়ুন যিহোশূয়ের পুস্তক ২৪:১৫)

► কেন স্বাধীন ইচ্ছা মনুষ্যত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক?

যেহেতু আমরা প্রকৃত পছন্দগুলি করি, তাই আমরা ঈশ্বরের কাছে নিকাশ দিতে বাধ্য। তিনি পাপের বিচার করবেন এবং ধার্মিকতার পুরস্কার দেবেন (প্রকাশিত বাক্য ২০:১২-১৩)।

যেহেতু আমরা পাপপূর্ণ স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, তাই আমরা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে এমনভাবে ব্যবহার করি না যা ঈশ্বরকে সম্মানিত করে। একজন ব্যক্তি স্বভাবগতভাবেই পাপের দাস (পড়ুন রোমীয় ৬:১৬-১৭, ইফিষীয় ২:১-৩) এবং সঠিক কাজ করতে অক্ষম। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে সুসমাচারের প্রতি সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা প্রদান করে। এই কারণেই একজন ব্যক্তি অনুতপ্ত হতে এবং সুসমাচারে বিশ্বাস করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। (পড়ুন মার্ক ১:১৫)

অমরত্ব

অমরত্ব হল ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির একটি অপরিহার্য গুণ। একটা সময় ছিল যখন আমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু প্রতিটি মানুষের অস্তিত্ব তার গর্ভধারণের সময় থেকে চিরকাল থাকবে। আমরা কেবল শারীরিক সত্তাই নই, আমরা আত্মাও যা চিরকাল বেঁচে থাকবে, এমনকি আমাদের শরীরও চিরন্তনরূপে পুনরুত্থিত

হবে। (পড়ুন ১ করিন্থীয় ১৫:১৬-২২, ৫২-৫৪)। ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে এক অনন্ত উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অমরত্ব আমাদের বেছে নেবার সিদ্ধান্তগুলিকে চিরকালের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে কারণ আমরা স্বর্গ বা নরকে চিরকাল বেঁচে থাকব।

ভালবাসার ক্ষমতা

প্রেম করার ক্ষমতা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির অংশ। পশুপাখিদের মধ্যে সম্পর্কগুলি খুব সীমিত, এবং বেশিরভাগই সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

মানবপ্রকৃতির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি এইটির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মধ্যে যদি ভাববিনিময় করার ক্ষমতা না থাকে, আমরা যাদের ভালোবাসি তাদের বেছে নেওয়ার ও প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে এবং আমরা যখন অন্যদের কাছ থেকে ভালবাসা পাই তখন তা বোঝার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে প্রেম করা খুব একটা অর্থবহ হবে না।

মানুষের ভালবাসা একটি সম্পর্ক থেকে আনন্দে প্রকাশ পায় - প্রতিশ্রুতি দেওয়া ও তা পালন করা, আত্মত্যাগের দান ও সেবা করা এবং ক্ষমা করা। এই সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের প্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

আরাধনা করার সামর্থ্য

আমাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল আরাধনার ক্ষমতা। আপনার প্রিয় স্তুতিগানগুলির কথা চিন্তা করুন। আমরা গাই, "তুমি মহান কত মহান" (How Great Thou Art) বা "আনন্দ রবে মানব সব, গাও সৃষ্টিকর্তার স্তুতিস্তব" (All People That On Earth Do Dwell) হল গভীর আসক্তিপূর্ণ উপাসনার এক কালজয়ী স্তোত্র। গীতরচক উচ্চস্বরে বলেছিলেন, "হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর প্রশংসা করো; হে আমার অন্তিম সত্তা, তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসা করো" (গীতসংহিতা ১০৩:১)। এই অভিব্যক্তিগুলি সম্ভব হয়েছে কারণ আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি সেই ঈশ্বরকে শনাক্ত করে এবং তাঁর প্রতি সাড়া দেয় যাঁর প্রতিমূর্তিতে আমরা তৈরি হয়েছি!

মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির উদ্দেশ্য

ঈশ্বর কেন আমাদের তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন, তা নিয়ে চিন্তা করা ভাল। কেন আমরা বাকি সৃষ্টির চেয়ে এত আলাদা? এর উত্তর হল, আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁকে উপাসনা করার জন্য বিশেষভাবে সৃষ্ট।

বাইবেল আমাদের বলে যে সাধারণত সৃষ্টি ঈশ্বরের গৌরব নিয়ে আসে। তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাতে আমরা ঈশ্বরের মহত্ত্ব দেখতে পাই। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীরা না বুঝেই ঈশ্বরের প্রশংসা করে। ঈশ্বর কেমন, তা তারা বুঝতে পারে না কারণ তাদের এমন কোনো চারিত্রিক গুণ নেই, যা ঈশ্বরের সঙ্গে তাদেরকে সম্পর্কযুক্ত করতে পারে।

আমরা ঈশ্বরের অসীম সৃজনশীলতার সমাদর করতে পারি কারণ আমাদের মধ্যে কিছু সৃজনশীলতা রয়েছে। আমরা তাঁর পবিত্রতা ও ধার্মিকতার উপাসনা করতে পারি কারণ আমাদের মধ্যে সঠিক ও ভুল

সম্বন্ধে বোধশক্তি রয়েছে। আমরা তাঁর অসীম প্রেম দেখে বিস্মিত হতে পারি কারণ আমাদের প্রেম করার ক্ষমতা রয়েছে।

আমরা ঈশ্বরকে যত ভালোভাবে জানি, শুধু বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানে নয় বরং সম্পর্কের ক্ষেত্রেও, তত বেশি আমরা তাঁকে ভালোবাসি এবং তাঁর উপাসনা করি। আমরা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের মধ্যে আনন্দ এবং পরিপূর্ণতা খুঁজে পাই কারণ তিনি আমাদের এই সম্পর্কের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার বিষয়

(১) সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি রয়েছে (আদিপুস্তক ১:২৭)। এমন কিছু মানুষ আছে যারা মানসিক সীমাবদ্ধতার কারণে বিচার বিবেচনা করতে পারে না, সৃজনশীলভাবে নিজেদের প্রকাশ করতে পারে না অথবা স্বাধীন ইচ্ছার প্রয়োগ করতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তাদের মধ্যে রয়েছে, কিন্তু তাদের পার্থিব জীবনে তা পরিপূর্ণ নাও হতে পারে।

(২) প্রতিটি মানুষের জীবনেরই অনন্ত ও অসীম মূল্য রয়েছে। কখনও কখনও আমরা একজন ব্যক্তির ব্যবহারিক মূল্য, তার বুদ্ধিমত্তা, শিক্ষা, প্রতিভা বা শক্তির মতো বিষয়গুলি লক্ষ্য করি। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটি মূল্য আছে যা তার ব্যবহারিক মূল্যের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট। এই কারণেই প্রত্যেক ব্যক্তিই একজন মানুষ হিসেবে সম্মান পাওয়ার যোগ্য, যদিও তার জীবনে ব্যবহারিক মূল্য প্রদানকারী বিষয়ের অভাব থাকে, এবং এমনকি সে একজন দুষ্ট ব্যক্তিও হয়। ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির কারণে প্রতিটি শিশু ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান, এবং গর্ভপাত একটি ভয়ঙ্কর পাপ (আদিপুস্তক ৯:৬; গীতসংহিতা ১৩৯:১৩-১৪; যিশাইয় ৪৪:২৪)।

(৩) সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বর্গদূতেরাও অনন্য। তাদের বুদ্ধিমত্তা, যুক্তির ক্ষমতা, যোগাযোগ ক্ষমতা এবং উপাসনা করার ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই তাদেরও ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির কিছু দিক রয়েছে এবং শাস্ত্রে তাদেরকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হয়েছে (ইয়োব ১:৬)। আমরা বর্তমানে ক্ষমতায় স্বর্গদূতদের চেয়ে নিকৃষ্ট (গীতসংহিতা ৮:৫), তবুও তারা আমাদের সেবা করে (ইব্রীয় ১:১৪)। অনন্তকালে, আমরা স্বর্গদূতদের চেয়ে উচ্চপদে থাকব (পড়ুন ১ করিন্থীয় ৬:৩ পদ), এবং খ্রিস্টের সঙ্গে শাসন করব। এর থেকে বোঝা যায় যে, স্বর্গদূতদের তুলনায় মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে আরও পূর্ণরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(৪) পৃথিবী তার আসল রূপে নেই। একজন প্রতিভাধর শিল্পী দ্বারা তৈরি একটি সুন্দর চিত্রকলার কথা কল্পনা করুন। ভাবুন তো, পেইন্টিংটি মেঝেতে ফেলে দেওয়া হয়েছে, আর তাতে কাদামাখা জুতো পরে লোকজন হেঁটেছে। আপনি যদি পেইন্টিংটি দেখেন, আপনি এখনও দেখতে পাবেন যে এক মহান প্রতিভা এটি তৈরি করেছিল, যদিও পেইন্টিংটি এখন আর সেই অবস্থায় নেই যা সেই শিল্পী প্রথম তার আঁকা শেষ করেছিলেন। সৃষ্টিও তাই। ঈশ্বর যা চেয়েছিলেন ঠিক সেরকম না হলেও সৃষ্টিতে এখনও তাঁর মহিমা এখনও দেখা যায়।

(৫) পাপ মানুষের মধ্যে "ঈশ্বর-সদৃশ" ক্ষমতাকে বিকৃত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, শৈল্পিক অভিব্যক্তি এক মন্দ চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে পারে এবং শয়তানের এক হাতিয়ার হতে পারে, যদিও সেই প্রতিভাটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। কিন্তু, অনুগ্রহের হস্তক্ষেপের কারণে পাপ আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে

সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলতে পারে নি। অনুগ্রহের দ্বারা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিকে আমাদের সৃষ্টিকর্তার গৌরবের জন্য নবায়ন, বিকাশ এবং প্রকাশ করা যেতে পারে! (পড়ুন কলসীয় ৩:১০; ইফিষীয় ৪:২২-২৪; ২ করিন্থীয় ৩:১৮)

(৬) আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি আমাদের সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি আমাদেরকে সুসমাচারের প্রতি সাড়া দেওয়া সম্ভব করে তোলে। আমাদের নৈতিক বোধ আমাদের বিবেককে জাগিয়ে তুলতে এবং আমাদের পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে অনুগ্রহকে সম্ভব করে তোলে। আমাদের মধ্যে অনুগ্রহের দ্বারা স্বাধীন ইচ্ছা পুনর্স্থাপিত হওয়ার ফলে আমরা কাকে সেবা করব, তা বেছে নেওয়া সম্ভব করে তোলে। আমাদের সৃষ্টিশীল প্রবৃত্তির মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের গৌরব ও সম্মান আনতে পারি। যুক্তি ব্যবহার করে আমরা গুপ্ত সত্যগুলি অনুসন্ধান করতে এবং ঈশ্বর ও তাঁর পথ সম্পর্কে কিছু বুঝতে পারি। ঈশ্বরকে বোঝার জন্য অনুসন্ধান করা উপাসনায় পরিণত হয়, যখন আমরা আমাদের সৃষ্টিকর্তার চরম বিস্ময়করতা সম্বন্ধে ক্রমাগত সচেতন হই, যিনি অত্যন্ত সদয়ভাবে আমাদের গৌরব ও সম্মানের মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন!

ত্রুটি এড়ান

অনেক সময় মানুষ মনে করে যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক কেবল মৃত্যুর পরবর্তীকালীন জীবনের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। তারা মনে করেন, একজন মানুষ যদি পৃথিবীতে সুন্দর জীবন যাপন করে, তাহলে সে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হোক বা না হোক, তাতে খুব বেশি যাই আসে না। কিন্তু আমরা যদি বুঝতে পারি যে মানবপ্রকৃতি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যদি ঈশ্বরকে না জানি তবে আমাদের জীবন বেশিরভাগ অংশই অপচয় হয়ে যায়। আমাদেরকে পথ দেখানো, আমাদের সম্ভাব্যতা পূরণ করা এবং আমরা যা কিছু করি তার প্রতি অনন্ত দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের আত্মা থাকা প্রয়োজন।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসাথে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

ঈশ্বরকে ভালবাসা ও উপাসনার উদ্দেশ্যে মানুষকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঈশ্বর মানুষকে চিন্তা করার, ভাববিনিময় করার এবং ভালবাসার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। একজন ব্যক্তির নৈতিক বোধ, ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং অমর আত্মা রয়েছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ একজন ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করে। প্রতিটি মানুষের জীবনেরই অনন্ত ও অসীম মূল্য রয়েছে।

৪ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- আদিপুস্তক ৩:১-৬
- যিহোশূয়ের পুস্তক ২৪:১৪-১৮
- রোমীয় ৬:১২-২৩
- রোমীয় ৮:২২-২৬
- ইফিষীয় ২:১-৯
- ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩
- যাকোব ১:১২-১৫

(২) পরীক্ষা: আপনি ৪ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

৪ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) আদিপুস্তক ১:২৬-২৭ পদ অনুসারে, মানুষ কিভাবে সৃষ্টির বাকি অংশ থেকে অনন্য?

(২) কোন তিনটে কারণে আমরা জানি যে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিটি শারীরিক সাদৃশ্য নয়।

(৩) মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তির সাতটি উপাদান তালিকাভুক্ত করুন।

(৪) কোন দুটি কারণে আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট হয়েছি?

(৫) নৈতিক বোধ থেকে কোন ক্ষমতা আসে?

(৬) মানুষের প্রকৃত পছন্দ করার ক্ষমতা থাকার তাৎপর্য কী?

পাঠ ৫

পাপ

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- পাপের উৎপত্তি।
- পাপের জন্য ব্যবহৃত বাইবেলের পরিভাষা।
- উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তির (depravity) সংজ্ঞা ও বর্ণনা।
- ইচ্ছাকৃত পাপের বিষয়ে বাইবেলীয় ধারণা।
- পাপ সম্পর্কে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) ইচ্ছাকৃত পাপের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা জানা থাকলে শিক্ষার্থী মনপরিবর্তনের বিষয়টি আরও ভালভাবে বুঝতে পারবে।

ভূমিকা

► আদিপুস্তক 3 অধ্যায় একসঙ্গে পড়ুন। এই শাস্ত্রাংশটি পাপ সম্বন্ধে আমাদের কী জানায়?

► কেন আমাদেরকে পাপ সম্বন্ধে বুঝতে হবে?

পাপ সম্বন্ধে অবশ্যই আমাদের বুঝতে হবে:

১। **পৃথিবীর পরিস্থিতি বোঝার জন্য।** বাইবেল আমাদের বলে যে, পাপ হল মানুষের দুঃখকষ্টের কারণ। পাপের দ্বারাই মৃত্যু পৃথিবীতে এসেছিল। (পড়ুন রোমীয় ৫:১২ পড়ুন)। পাপের অভিশাপের কারণে অসুস্থতা, বার্ধক্য এবং ব্যথা রয়েছে। মিথ্যা বলা, চুরি করা, হত্যা করা, ব্যভিচার করা, মাতাল হওয়া এবং অত্যাচারের মতো পাপপূর্ণ কাজ জগৎকে দুঃখকষ্টে পূর্ণ করেছে। পাপের কাজগুলি হৃদয়ে পাপ থেকে আসে, যেমন ঘৃণা, লালসা, লোভ, অহংকার এবং স্বার্থপরতা।

২। **অনুগ্রহ ও পরিত্রাণ বোঝার জন্য।** ঈশ্বর আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য অনুগ্রহ দান করেন (মথি ১:২১; রোমীয় ৫:২০-২১)।

৩। **পবিত্রতা বোঝার জন্য।** পাপাচার হল পবিত্রতার বিপরীত। এটি ঈশ্বর ভক্তির বিরোধী। ঈশ্বরের প্রত্যাশা অনুযায়ী একজন ব্যক্তির পবিত্র হওয়ার জন্য (১ পিতর ১:১৫-১৬), তাকে অবশ্যই পাপ থেকে পৃথক হতে হবে।

পাপের উৎপত্তি

ঈশ্বরের সৃষ্টি নিখুঁত ছিল এবং তিনি যা কিছু তৈরি করেছিলেন, সেগুলিতে কোনো ত্রুটি ছিল না। ঈশ্বর যখন সৃষ্টি শেষ করলেন, তখন তিনি দেখলেন যে সেটি খুবই ভালো (আদিপুস্তক ১:৩১)। তাই আমরা জানি যে পাপ আসার পিছনে ঈশ্বরের দোষ ছিল না।

আদম ও হবা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন। তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছিল এবং যা কিছু সঠিক তা করার ক্ষমতা তাদের ছিল। শয়তান হবাকে ঈশ্বরের অবাধ্য হতে প্ররোচিত করেছিল। এর দ্বারা আমরা জানি যে পৃথিবীতে পাপ আগে থেকেই ছিল। শয়তান আগেই পাপে পড়েছিল। কিন্তু পাপ তখনও মানবসমাজে বা সৃষ্টির সেই অংশে প্রবেশ করেনি যা মানুষের কর্তৃত্বের অধীনে ছিল।

আদম ও হবার স্বাধীন ইচ্ছা ছিল। পাপ করা সম্ভব হয়েছিল কারণ তারা নিজেদের জন্যে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছিল। তারা ঈশ্বরের আইন লঙঘন করা বেছে নিয়েছিল এবং সেটিই ছিল মানব জাতির পাপের শুরু।

পাপের প্রথম কাজটি মানবজাতিকে ঈশ্বর থেকে পৃথক করেছিল। পাপ মানবপ্রকৃতিকে কলুষিত করেছিল। (পড়ুন গীতসংহিতা ৫১:৫)। এরপর জন্ম নেওয়া সমস্ত সন্তানই এক কলুষিত স্বভাবের হবে এবং তারা পাপ করবে। (পড়ুন রোমীয় ৫:১২, ১৪, ১৮-১৯)

পাপ সমস্ত সৃষ্টির উপর অভিশাপ নিয়ে আসে (আদিপুস্তক ৩:১৬-১৯)। পাপের কারণে মানুষের জীবন বদলে যায়। যন্ত্রণা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু শুরু হয়। (পড়ুন ১ করিন্থীয় ১৫:২২)। কাজ করা এবং বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষের একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল দ্বন্দ্বে ভরা। বছর অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়, এবং সেই সঙ্গে পাপের ফলাফলগুলিও বহুগুণ বাড়ে যা ছিল আদম এবং হবা কল্পনার অতীত।

ইব্রীয় ও গ্রিক ভাষায় পাপ শব্দের প্রতিশব্দ

অধিকাংশ ভাষায় পাপের জন্য বিভিন্ন প্রতিশব্দ রয়েছে। বাইবেলের মূল ভাষা ইব্রীয় ও গ্রিকেও বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার হয়েছে যেগুলি পাপকে বর্ণনা বা সংজ্ঞায়িত করে, যা নিচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যখন একত্রে নেওয়া হয়, তখন এই শব্দগুলি পাপের একটি সর্বাঙ্গীণ চিত্র তুলে ধরে।

- **পাপ হল কর্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করা - বিদ্রোহ ও বিরুদ্ধাচরণ** (গীতসংহিতা ৫১:১)। যাকোব এই ইব্রীয় শব্দ ব্যবহার করেছিলেন যখন তিনি ক্রুদ্ধভাবে লাবনকে তার বিরুদ্ধে কী অপরাধ করেছেন তা বলার জন্য তিনি দাবি করেছিলেন (আদিপুস্তক ৩১:৩৬)। এ ছাড়া, এই শব্দটি রাজা যিহোরামের বিরুদ্ধে মোয়াবের রাজার পদক্ষেপকেও বর্ণনা করে (২ রাজাবলি ৩:৭)।
- **পাপ হল বিপথগমন বা বিকৃতি - যা বাঁকানো বা মোচড়ান হয়েছে** (গীতসংহিতা ৫১:২ক)। শয়তান কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, তাই সকল পাপই হল ঈশ্বরের সৃষ্ট কোন ভালো জিনিসের বিকৃত রূপ।

> "পাপ এবং ঈশ্বরের সন্তান বেমানান। তারা মাঝে মাঝে দেখা করতে পারে [কিন্তু] তারা একসঙ্গে থাকতে পারে না "
> - জন স্টট (John Stott)

- **পাপ হল কোন প্রত্যাশিত চিহ্নতে অনুপস্থিত থাকা বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া।** গীতসংহিতা ৫১:২খ পদে এই অর্থ পাপের জন্য ইব্রীয় শব্দ ব্যবহৃত রয়েছে। এই একই শব্দটি বিচারকতৃর্ত্গণের বিবরণ ২০:১৬ পদে অ-নৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেখানে ৭০০ জন বাঁ-হাতি যোদ্ধার কথা বলা হয়েছে যারা চুলের মতো সূক্ষ্ম নিশানায় গুলতি দিয়ে পাথর ছুঁড়তে পারত ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হত না। পাপ হল ঈশ্বরের সত্য, পবিত্রতা বা ধার্মিকতার লক্ষ্যে ভ্রষ্ট হওয়া।

  নতুন নিয়মে একটি গ্রিক শব্দের একই অর্থ রয়েছে। সেই শব্দটি সমগ্র জগতের পাপের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে (মথি ১:২১) অথবা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির পাপের জন্য যেমন সেই মহিলার পাপ যিনি যিশুর পা ধুয়েছিলেন (লূক ৭:৪৮-৫০) অথবা কোন ব্যক্তিগত পাপ যেমন স্তিফানকে হত্যা করার পাপ (প্রেরিত ৭:৬০)। পাপ ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে বিপথগামী হয়।

- **পাপ হল মন্দ, যা ভালোর বিপরীত** (গীতসংহিতা ৫১:৪)। ফরৌণের স্বপ্নে যে সাতটি রুগ্ন গরু এবং যিরমিয় ২৪:২-এ অভোজ্য ডুমুরের বর্ণনা করার জন্য একই ইব্রীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
- **পাপ হল ব্যর্থতা বা শুনতে অনিচ্ছুক, যার ফলে আসে সক্রিয় অবাধ্যতা (রোমীয় ৫:১৯)।** এই আচরণের একটা উদাহরণ প্রেরিত ৭:৫৭ পদে দেওয়া হয়েছে, যেখানে যারা স্তিফানকে পাথর মারছিল তারা তাদের কান ঢেকে রেখেছিল। এই গ্রিক শব্দের সবচেয়ে ভাল সারাংশ হল অবাধ্যতা।
- **কিছু নির্দিষ্ট আইন লঙ্ঘন হল পাপ - ঈশ্বর যা দাবি করেন তার বিপরীত কাজ করা** (১ যোহন ৩:৪)। এটি দুটি গ্রীক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত যার অর্থ "আইন নেই" বা "অনাচার।"
- **পাপ হল ইচ্ছাকৃতভাবে দূরে সরে যাওয়া বা যা ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন ও তিনি যা চান তার বাইরে যাওয়া** (যাত্রাপুস্তক ৩২:৭-৮)। এই পদে দেখা যায় যে যখন মোশি সীনয় পর্বতে উঠেছিলেন তখন লোকেরা ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করেছিল।
- **অনিচ্ছাকৃত পাপ** (লেবীয় পুস্তক ৪:২)। এই ধরনের পাপ সম্পর্কে পুরাতন ও নূতন উভয় নিয়মেই আলোচনা করা হয়েছে। ইব্রীয় ৯:৭-এ ব্যবহৃত গ্রীক শব্দটি একটি ক্রিয়াপদ থেকে এসেছে যার অর্থ হল "অজ্ঞ হওয়া" বা "বুঝতে না পারা," এবং তাই এর অর্থ "অজ্ঞতার মাধ্যমে পাপ করা।" এই পদটিতে মানুষের অনিচ্ছাকৃত পাপের জন্য মহাযাজক যে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন তা বর্ণনা করে।

এই শব্দগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পাপ হল একটি সমস্যা। কিছু শব্দ পাপকে এর সবচেয়ে সাধারণ অর্থে বর্ণনা করে। অন্য শব্দগুলি পাপকে চিত্রিত করে ঈশ্বরের বাক্য শুনতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে সৃষ্ট পাপ, কোনো মান অনুযায়ী জীবনযাপন করতে ব্যর্থ হওয়ার পাপ, ইচ্ছাকৃতভাবে পূর্বনির্ধারিত পাপ অথবা অজ্ঞতার পাপ বা এমনকি দুর্ঘটনাজনিত পাপ হিসাবে। যাই হোক না কেন, এটা মনে রাখা এক আশীর্বাদজনক চিন্তা যে লোকেদের তাদের পাপ থেকে বাঁচানোর করার জন্য যিশু ক্রুশে মারা গিয়েছিলেন (মথি ১:২১)।

ইচ্ছাকৃত পাপ

► ইচ্ছাকৃত পাপ কি?

ইচ্ছাকৃত পাপ হল ঈশ্বরের জ্ঞাত ইচ্ছার উদ্দেশ্যমূলক লঙ্ঘন। (পড়ুন ১ যোহন ৩:৪; যাকোব ৪:১৭)। এটা তখনই হয় যখন কোন ব্যক্তি যা ভুল তা করে অথবা যা সঠিক তা না করা বেছে নেয় বা চালিয়ে যায়। এটা ইচ্ছাকৃত অন্যায় আচরণ।

১ যোহন ৩:৫-৬ পদে প্রেরিত যোহন লিখেছেন,

> কিন্তু তোমরা জানো যে, আমাদের পাপ হরণের জন্য তিনি [যিশু] প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মধ্যে পাপের লেশমাত্র নেই। যে তাঁর মধ্যে বাস করে, সে পাপে লিপ্ত থাকে না। যে অবিরত পাপ করতেই থাকে, সে তাঁকে দেখেনি বা তাঁকে জানেও না।

এখানে যে পাপের কথা বলা হয়েছে, তা হল ইচ্ছাকৃত পাপের এক ক্রমাগত অভ্যাস। এর একটি পরিবর্ধিত অনুবাদ এই রকম হবে: যে কেউ **অবিচ্ছিন্নভাবে যিশুতে অবস্থান** করে, সে **নিয়ত বা অভ্যাসবশতঃ** পাপ করে না, এবং যে কেউ **নিয়ত বা অভ্যাসবশতঃ** পাপ করে, সে তাঁকে দেখেই নি, জানেও না।

যদি কেউ এটিকে তার সাধারণ অর্থে এই পাপকে ব্যাখ্যা করে (অজ্ঞতা এবং অনিচ্ছাকৃত পাপ সহ), তবে এই বিবৃতিটির কোন অর্থ হয় না। খ্রিষ্টবিস্বাসীদের জীবনে এখনও এমন ব্যর্থতা রয়েছে যেগুলো ইচ্ছাকৃত নয়। যাইহোক, কেউ যদি (এই অনুচ্ছেদে) "ঈশ্বরের আইনের ইচ্ছাকৃত প্রত্যাখ্যান" এর অর্থে ***পাপ*** বোঝে, তাহলে অনুচ্ছেদটি পুরোপুরি ভাল অর্থ বহন করে।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি (Inherited Depravity)

► মানুষ যে-পাপপূর্ণ স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তা আপনি কীভাবে বর্ণনা করবেন?

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি হল মানুষের নৈতিক স্বভাবের কলুষতা, যা তাকে জন্ম থেকেই পাপের প্রতি আকৃষ্ট করে। এটিকে অনেক সময় "আদি পাপ" বলা হয়। আদমের পাপের কারণে আমরা যে-পাপপূর্ণ স্বভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, সেটা হল সেই পাপপূর্ণ স্বভাব।

সমস্ত মানুষ জন্ম থেকেই মন্দতার প্রতি এই প্রবণতা রয়েছে। (পড়ুন গীতসংহিতা ৫৮:৩)। একজন ব্যক্তি যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার স্বভাব ইতিমধ্যেই পাপপূর্ণ প্রবণতা দ্বারা বিকৃত হয়ে যায়। সে বাছাই করা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই পাপ করতে শুরু করে। পাপপূর্ণ প্রবণতা এমন কিছু নয় যা সে তার পরিবেশ থেকে শেখে।

দায়ূদ বলেছিলেন যে তিনি পাপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পাপে গর্ভধারিত হয়েছিলেন। (পড়ুন গীতসংহিতা ৫১:৫)। তার অর্থ এই নয় যে, তার মা কোনো ভুল কাজ করেছিলেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যখন গর্ভে একটি শিশু গঠিত হচ্ছে, তখন তার প্রকৃতি ইতিমধ্যেই পাপ দ্বারা কলুষিত হয়েছে।

কলুষিত প্রকৃতির কারণে মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তিই এমন একটি ইচ্ছাশক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যা আত্মকেন্দ্রিক এবং পাপের দিকে ঝুঁকে থাকে (রোমীয় ৩:১০-১২)। ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছা এবং শক্তি না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের ইচ্ছাশক্তি সঠিক বিষয় বেছে নেবার জন্য স্বাধীন নয়। (পড়ুন রোমীয় ৬:১৬-১৭)

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি অহংকার, হিংসা, ঘৃণা এবং ক্ষমাহীনতার মতো অভ্যন্তরীণ পাপকে অনুপ্রাণিত করে। এছাড়া, এটি পাপের ক্রিয়াকলাপগুলিকেও প্রেরণা জুগায়।

মানুষের স্বাভাবিকভাবেই ঈশ্বরের কর্তৃত্বের প্রতি বিদ্রোহের মনোভাব থাকে এবং তাঁর নিয়মকানুনে ক্ষুব্ধ হয়। পাপীদের কেবল তাদের পাপের কাজের জন্যই বিচার করা হবে না কিন্তু সেইসঙ্গে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মনোভাবের জন্যও বিচার করা হবে। (পড়ুন যিহূদা ১:১৫)

পাপী স্বভাবের ব্যক্তি স্বভাবতই আত্মকেন্দ্রিক হন। তিনি ঈশ্বর ও অন্যদের কর্তৃত্বের বশীভূত না হয়ে বরং নিজের ইচ্ছাকে জাহির করতে চান। তিনি ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার চেয়ে বরং নিজের আকাঙক্ষাগুলি চরিতার্থ করতে চান। সে তার নিজের ওপর আস্থা রাখে এবং সে ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করতে চায় না। ঈশ্বরের গৌরবের চেয়ে তাঁর নিজের সাফল্যই তাঁর কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

লোকেরা ঠিক ও ভুলের মধ্যে পার্থক্য সঠিকভাবে বুঝতে পারে না কারণ তাদের মন অন্ধকারাচ্ছন্ন। (পড়ুন ইফিষীয় ৪:১৭-১৮)। স্বভাবতই, তারা বিদ্রোহী জগতের নির্দেশনা, শয়তানের নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের নিজেদের পাপপূর্ণ আকাঙক্ষার অনুসরণ করে; এবং তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের ক্রোধের অধীনে নিয়ে আসে। (পড়ুন ইফিষীয় ২:২-৩ পড়ুন)। তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা প্রতি মুহূর্তে পাপের দিকে থাকে (আদিপুস্তক ৬:৫)।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে পার্থক্য নিয়ে আসে তা ছাড়া মানুষ ভাল কিছু করতে সক্ষম নয়, এমনকি তারা ভাল কিছু করতেও চায় না। তারা অনুতপ্ত হতে বা ঈশ্বরের অন্বেষণ করতে অক্ষম (পড়ুন যোহন ৬:৪৪)। তারা অপরাধ ও পাপে মৃত (ইফিষীয় ২:১)। ঈশতত্ত্ববিদরা এই অবস্থাকে “সম্পূর্ণ পাপ-প্রবৃত্তি” (Total Depravity) হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া পাপ-প্রবৃত্তির প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ কীভাবে সাড়া দেয়। প্রথমত, ঈশ্বরের শক্তি সুসমাচারের বার্তা নিয়ে আসে এবং সেই ব্যক্তি যিনি হারিয়ে গেছেন তাকে সুসমাচারের প্রতি সাড়া দেওয়ার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা দেন। (পড়ুন রোমীয় ১:১৬)। তারপর, যখন একজন ব্যক্তি পরিত্রাণ পায়, তখন তাকে পাপের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পায় (রোমীয় ৬:১১-১৪)। তবে, একজন নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর মধ্যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তির প্রভাব অব্যাহত থাকে।

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তির প্রভাব বিভিন্ন উপায়ে দেখা যায়।

১। প্রলোভনের সময় এই নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসী কখনো কখনো তার নিজের ইচ্ছার সঙ্গে সংগ্রাম করবেন।

২। নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসী ভুল উদ্দেশ্যগুলি উপলব্ধি করবেন, যা তাকে অবশ্যই প্রতিরোধ করতে হবে।

৩। নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর ভুল প্রতিক্রিয়া ও মনোভাব থাকবে, যা তিনি তা উপলব্ধি করার আগেই ঘটবে।

নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে অবশ্যই উৎসাহিত করতে হবে যাতে সে তার বিশ্বাস পরিত্যাগ না করে, কারণ সে অনুভব করে যে তার মধ্যে এখনও পাপপূর্ণ প্রবণতা রয়েছে। তাকে ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা সম্পাদিত শক্তি ও রূপান্তরের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

একজন পালককে অবশ্যই নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের প্রতি ধৈর্য ধরতে হবে। তাকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে তারা যা বলে ও যা করে তাতে তারা অবিচলিত খ্রিষ্টবিশ্বাসী নয়। তারা হয়তো সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্যা দেখতেও পায় না।

অনিচ্ছাকৃত লঙ্ঘন (Unintentional Violations)

কখনও কখনও একজন ব্যক্তি **অনিচ্ছাকৃতভাবে** বা অজ্ঞতাবশত ঈশ্বরের বাক্য **লঙ্ঘন** করে থাকেন। লেবীয় পুস্তক ৪:২-৩ পদে আমরা দেখতে পাই যে এই পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির যখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি কোনো ভুল করেছেন, তখনই তাকে একটা বলি উৎসর্গ করার প্রয়োজন ছিল। যেহেতু খ্রীষ্টের মৃত্যু পুরাতন নিয়মের সমস্ত বলিদানের স্থান নিয়েছে, আমরা জানি যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা অনিচ্ছাকৃত লঙ্ঘন থেকে মুক্তি পায়।

> "ঈশ্বরের রাজ্যে মহত্ত্ব পরিমাপ করা হয় আনুগত্যের পরিপ্রেক্ষিতে।"
> - জন স্টট (John Stott)

আমাদের বোধশক্তির সীমাবদ্ধতার কারণে অনিচ্ছাকৃত লঙ্ঘন অনিবার্য। কিন্তু সেগুলি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভঙ্গ করে না কারণ তারা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেমের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি করে না। ঈশ্বর বলেন যে তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ ভালবাসা আমাদের কাছ থেকে তিনি যা চান তা পূরণ করে। (পড়ুন মথি ২২:৩৭-৪০; রোমীয় ১৩:৮-১০) । যা আমরা জানি না, তার জন্য আমরা দায়বদ্ধ নই। (পড়ুন যাকোব ৪:১৭)

আমরা যখন আলোতে চলি (অর্থাৎ, আমরা যে সত্য জেনেছি সেই অনুসারে জীবনযাপন করি) তখন আমরা সমস্ত পাপ থেকে শুদ্ধ হই। (পড়ুন ১ যোহন ১:৭)। অজানা লঙ্ঘনগুলি ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ককে ভেঙে দেবে বলে আমাদের ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের উপর ভরসা করি।

লেবীয় পুস্তক দেখায় যে আমরা যখন বুঝতে পারি যে আমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো ভুল করেছি, তখন আমাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত, ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এবং যা ঈশ্বর চান সেই অনুসারে আমাদের জীবনকে সংশোধন করা উচিত।

আমরা যখন ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করি, পবিত্র আত্মাকে অনুসরণ করি, অন্যান্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে মেলামেশা করি এবং পরিপক্বতায় বৃদ্ধি পাই, তখন আমাদের সেই আচরণগুলি পরিবর্তন করা উচিত যেগুলি অনিচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে লঙ্ঘন করে।

► কেন আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরও ভালভাবে জানতে ও তা পালন করতে চাওয়া উচিত?

যে কারণে আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরও ভালভাবে বুঝতে এবং সম্পূর্ণরূপে তা অনুসরণ করতে চাওয়া উচিত:

১। আমরা এমন কোনো কাজ করতে চাই না, যা ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে।

২। অনিচ্ছাকৃত হলেও ভ্রষ্টাচরণের ফল ভোগ করতে হয়।

৩। খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসেবে আমাদের উত্তম উদাহরণ স্থাপন করতে হবে।

৪। আমরা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা ইচ্ছাকৃত পাপের জন্য দোষী।

আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্বন্ধে আমাদের বোধগম্যতা বৃদ্ধি করি, তখন আমরা মাঝে মাঝে আমাদের জীবনে অন্যায় কাজকে চিনে নিতে পারি। আমরা যদি বুঝতে পারি যে আমরা যা করছি তা ভুল, কিন্তু তবুও তা করা বেছে নিই, তাহলে সেটি আর নিছক অজ্ঞতার ত্রুটি নয়। আমরা যদি সেটি পরিবর্তন করতে প্রত্যাখ্যান করি, তাহলে সেই অন্যায় কাজটি ইচ্ছাকৃত পাপে পরিণত হয়।

উপসংহার

কখনও কখনও ঈশ্বরতত্ত্ববিদরা পাপের কোন শ্রেণীভেদ করেন না। তারা হয়তো বলতে পারেন যে সিদ্ধতার চেয়ে যা কিছু কম সবই পাপ, অথবা তারা হয়তো বলতে পারেন যে কেবলমাত্র ইচ্ছাকৃত কাজই পাপ। যদি আমরা পাপের বিভাগগুলি বুঝতে পারি, তাহলে আমরা আরও ভালভাবে বুঝতে পারব যে ঈশ্বর তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা আমাদের জন্য কী করতে চান।

- একজন ব্যক্তির নতুন জন্মের পর তাকে **ইচ্ছাকৃত পাপ** কাটিয়ে উঠতে হবে। যোহন ঘোষণা করেছেন যে যে ব্যক্তি নতুনজন্ম প্রার্প্ত হয়েছে, সে অভ্যাসগতভাবে পাপ করে না (১ যোহন ৩:৪-৯)। ইচ্ছাকৃত পাপ খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ইচ্ছাকৃত বিরুদ্ধাচরণ একজন সাধারণ বিশ্বাসীর অভ্যাসের মধ্যে পড়ে না।

- পবিত্রীকরণ হল **মানব প্রকৃতিতে পাপের** মোকাবিলায় ঈশ্বরের কাজ, যাতে বিশ্বাসীরা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয় (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)। তাদের সমস্ত আত্মা, মন ও দেহ নিষ্কলঙ্ক হয়ে যায়। পবিত্রীকরণ মানুষের প্রকৃতিগত পাপকে জয় করে।

- **অজ্ঞতার পাপ** উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অবাধ্যতা নয় এবং তা পাপী প্রকৃতি থেকে আসে না, বরং পতিত দেহ ও মন থেকে আসে। পার্থিব জীবনে এই ধরনের পাপ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। পুনরুত্থানের সময় গৌরবান্বিত সেই সাধু সমস্ত ধরনের পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে ও স্থায়ীভাবে মুক্ত হবেন।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসাথে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

প্রথম-সৃষ্ট মানুষের ঈশ্বরের প্রতি অবাধ্য হওয়ার স্বাধীন সিদ্ধান্ত থেকে মানব পাপের উৎপত্তি হয়। যিশু ব্যতীত সকল মানুষই উত্তরাধিকারসূত্রে আদমের অধঃপতনের অধিকারী এবং পাপকর্মের জন্যও দোষী। মানুষের ভুল হয়তো ঈশ্বরের আইন লঙঘন করতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে ভাঙতে পারে না। চূড়ান্ত বিচারের আগে ঈশ্বরের ক্ষমা না পেলে প্রত্যেক পাপী চিরকালের জন্য দোষী সাব্যস্ত হবে।

৫ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- রোমীয় ১:২১-৩২
- রোমীয় ৩:১০-২০
- গালাতীয় ৫:১৬-২১
- ইফিষীয় ৫:১-৮
- তীত ১:১০-১৬
- যাকোব ৪:১-৪
- ২ পিতর ২:৯-১৭

(২) পরীক্ষা: আপনি ৫ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

৫ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) তিনটি কারণ তালিকাভুক্ত করুন যেগুলির জন্য আমাদেরকে পাপ সম্পর্কে বুঝতে হবে।

(২) আমরা কিভাবে জানি যে পাপের জন্য ঈশ্বরের দায়ী নন?

(৩) প্রতিটির একটি বাক্যে সংজ্ঞা দিন: ইচ্ছাকৃত পাপ, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে লঙঘন।

(৪) কেন আমাদের ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আরও ভালভাবে বুঝতে ও তা করতে চাওয়া উচিত?

পাঠ ৬
আত্মার জগৎ

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- স্বর্গদূতদের প্রকৃতি বা স্বভাব সম্পর্কে সম্বন্ধে কিছু বিবরণ।
- বিশ্বাসীদের জীবনে স্বর্গদূতদের ভূমিকা।
- শয়তান এবং অন্যান্য মন্দ আত্মাদের পতন।
- আত্মিক জগতের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে।
- মন্দ শক্তির উপর ঈশ্বর এবং বিশ্বাসীদের চূড়ান্ত বিজয়।
- আত্মা সম্পর্কে খ্রিস্টবিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থী আত্মার জগতের প্রতি ভুল ধরণের আগ্রহ এড়াতে পারবে।

স্বর্গদূতেরা কেমন হয়

► মথি ৪:১-১১ পদ একসঙ্গে পড়ুন। এই অংশটি মন্দ আত্মাদের সম্বন্ধে আমাদের কী জানায়?

লোকেরা যখন স্বর্গদূতদের সম্পর্কে কথা বলে, প্রায়শই প্রথম প্রশ্নটি হয়, "স্বর্গদূতদের দেখতে কেমন? অনেক শিল্পী তাদের বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন।

► স্বর্গদূতদের দেখতে কেমন?

স্বর্গদূতদের কি ডানা আছে? যিশাইয় যে সরাফদের দেখেছিলেন, তার ছয়টি ডানা ছিল (যিশাইয় ৬:২)। করূবদের যে মূর্তিটি ঈশ্বর মোশিকে নিয়ম-সিন্দুকের উপরে রাখতে বলেছিলেন তার ডানা ছিল (যাত্রাপুস্তক ২৫:২০)। যিহিষ্কেল যে করূবকে দেখেছিলেন তার চারটি ডানা ছিল (যিহিষ্কেল ১:৬, যিহিষ্কেল ১০:১৫)।

স্বর্গদূতদের ডানা থাকে কিনা তা আমরা জানি না। সাধারণত তাদের ভ্রমণের জন্য ডানার প্রয়োজন হয় না, কারণ তারা আত্মা এবং ডানা দিয়ে উড়ে যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি গতিতে তারা ভ্রমণ করে। আত্মা হিসাবে, তাদের শারীরিক দেহও থাকবে না। স্বর্গদূতদের জন্য ডানা সাধারণত অপ্রয়োজনীয়।

আমরা শিল্প-কলায় স্বর্গদূতদের নারী অথবা শিশুদের মতো দেখতে পাই, কিন্তু বাইবেল কখনো সেভাবে তাদেরকে বর্ণনা করে না। তারা পুরুষ রূপে আবির্ভূত হয়েছে, কিন্তু মানবিক অর্থে তাদের লিঙ্গ নেই। তাদের মধ্যে বিবাহ বা পারিবারিক সম্পর্ক থাকে না। (পড়ুন মথি ২২:৩০)। প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্বর্গদূতেরা সাধারণত লোকেদের কাছে অদৃশ্য থাকে, কিন্তু যখন এর জন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে, তখন তারা আবির্ভূত হতে পারে। কখনও কখনও যখন কোন দূতের আবির্ভাব হয়েছেন, তখন লোকেরা প্রথমে

ভেবেছিল যে সে একজন সাধারণ মানুষ (আদিপুস্তক ১৯:১-২)। অন্যান্য সময়ে স্বর্গদূতেরা এমন আলোকসজ্জায় আবির্ভূত হয়েছিলেন যে লোকেরা ভয়ে মাটিতে পড়ে যায় (মথি ২৮:২-৪)। যখন একজন স্বর্গদূত কারো কাছে আবির্ভূত হতেন, তখন তিনি সাধারণত "ভয় পেও না" এই কথাটি বলে সেই ব্যক্তিকে সম্ভাষণ জানাতেন। (পড়ুন লূক ১:১৩, ৩০; লূক ২:১০)

স্বর্গদূতেরা হল আত্মা (ইব্রীয় ১:১৪),[7] কিন্তু এই কারণে আমাদের তাদের কম বাস্তব বলে মনে করা উচিত নয়। বাইবেল ইঙ্গিত দেয় যে, শারীরিক সমস্ত কিছুর চেয়ে আত্মাগুলো আরও বেশি শক্তিশালী। (পড়ুন যিশাইয় ৩১:১,৩)

দূতদের ঈশ্বরের পুত্র বলা হয় (ইয়োব ১:৬) এবং তাদের ঈশ্বরের প্রকৃতির কিছু অংশ আছে, কিন্তু মানুষের মতো নয়। স্বর্গদূতেরা এখন ক্ষমতা ও বুদ্ধিতে মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত, কিন্তু মানুষ একদিন স্বর্গদূতদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে। (পড়ুন ১ করিন্থীয় ৬:৩)

আদিপুস্তকে স্বর্গদূতদের সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা হয়নি। তাদেরকে পৃথিবীর পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং যখন তারা ঈশ্বরকে এটি সৃষ্টি করতে দেখেছিল তখন তারা উৎসব উদযাপন করেছিল (ইয়োব ৩৮:৪-৭)।

স্বর্গদূতেরা কখনো মারা যায় না (লূক ২০:৩৬)। পৃথিবী সৃষ্টির আগেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এর অর্থ হল যে সমস্ত স্বর্গদূত হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে আছে এবং তারা মানব ইতিহাসের সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করে চলেছে।

স্বর্গদূতদের ব্যক্তিত্ব আছে। তারা কথা বলতে ও কথোপকথন করতে পারে (লূক ১:১৮-২০)। তারা ঈশ্বরের আরাধনা করে, যার অর্থ হল তারা তাঁর প্রকৃতির কিছুটা বুঝতে পারে এবং তাঁর প্রতি সম্ভ্রম সহকারে সাড়া দিতে পারে (ইব্রীয় ১:৬)। একজন পাপী যখন অনুতপ্ত হয় তখন তারা আনন্দ করে, যা দেখায় যে তাদের মধ্যে আবেগ রয়েছে। (পড়ুন লূক ১৫:১০)। তারা পরিত্রাণের পরিকল্পনাটি বোঝার জন্য গভীরভাবে আগ্রহী, যা দেখায় যে তাদের বুদ্ধিগত ক্ষমতা রয়েছে। (পড়ুন ১ পিতর ১:১২)। তারা যিশুর জন্মের ঘোষণার সময় উদযাপন করেছিল (লূক ২:১৩-১৪)।

দূতেরা সকলেই সমান নয়, কারণ সেখানে কেউ কেউ করূব (গীতসংহিতা ৮০:১) এবং সরাফ (যিশাইয় ৬:২) নামে পরিচিত। তাদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরও রয়েছে, কারণ বাইবেল স্বর্গদূতগণ ও অন্তত একজন প্রধান স্বর্গদূতের কথা বলে, এবং “শয়তান ও তার দূতদের” উল্লেখ করে (মথি ২৫:৪১)। তাদের মধ্যে একটি কর্তৃত্বের কাঠামো রয়েছে, যা সিংহাসন, আধিপত্য এবং রাজত্ব হিসাবে উল্লেখ করা হয়। (পড়ুন ইফিষীয় ৬:১২; কলসীয় ১:১৬)

ইহুদি ও খ্রিষ্টীয় উভয় পরম্পরাগত মতবাদে স্বর্গদূতদের সম্বন্ধে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, যা আমরা শাস্ত্র থেকে যা জানি তার চেয়েও অনেক বেশি।

স্বর্গদূতদের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে খুব বেশি কিছু প্রকাশ করা হয়নি। বাইবেলে মাত্র দুবার *প্রধান দূত* শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। মীখায়েলকে একজন প্রধান স্বর্গদূত বলা হয় এবং যিশুর প্রত্যাবর্তনের সময়

[7] মথি ৮:১৬, মথি ১২:৪৫; প্রেরিত ১৯:১২; এবং অন্যান্য অংশে ভূতদেরও “আত্মা” বলা হয়েছে।

একজন প্রধান দূতের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে (১ থিষলনীকীয় ৪:১৬; যিহূদা ১:৯)। প্রধান দূত শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল “মুখ্য দূত”। আমরা জানি না ঠিক কতজন প্রধান স্বর্গদূত আছে।

সরাফদের কথা বাইবেলে কেবলমাত্র যিশাইয় ৬ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের ছয়টি ডানা ছিল। ডানা ছাড়া অন্য কিছু দেখে হয়তো তাদের কিছুটা মানুষ বলে মনে হয়েছিল, কারণ তাদের হাত, পা ও মুখ ছিল।

আদম ও হবাকে অপসারিত করার পর এদন উদ্যানে করূব ও একটি জ্বলন্ত তরবারি স্থাপন করা হয়েছিল (আদিপুস্তক ৩:২৪)। এটি ছিল বাগানটিকে নাগালবহির্ভূত করে তোলা। যিহিষ্কেলে যে করূবকে দেখেছিলেন তার বর্ণনা আমাদের জানা অন্য যেকোন প্রাণীর থেকে একেবারেই আলাদা। তাদের চারটি পাখা ছিল, চারটি মুখ ছিল যা সবই আলাদা, সেই সঙ্গে ছিল বেশ কয়েকটি হাত, আগুনের মতো দীপ্তি, বিদ্যুতের ঝলকানি এবং বিদ্যুতের গতি (যিহিষ্কেল ১:৫-১৪, যিহিষ্কেল ১০:১৫)।

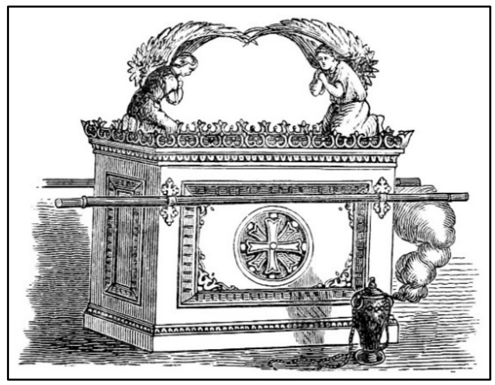

নিয়ম-সিন্দুকের শেষ প্রান্তে দুটি করূবের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছিল, যার মাঝখানে ছিল পাপাবরণ বা করুণার স্থান।[8] ঈশ্বরকে বার বার সেই ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হয় যিনি করূবের উপরে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত।[9] এটি তাঁকে ইস্রায়েলের ঈশ্বর হিসাবে চিহ্নিত করেছিল যাকে মন্দিরে উপাসনা করা হতো, এবং এটিও দেখায় যে তিনি যেভাবে নির্দেশ করেছিলেন তা পালন করা ছাড়া তাঁর কাছে পৌঁছানো অসম্ভব ছিল।

তাঁর যে ধরণের সেবকেরা রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের শক্তি এবং মহিমা দেখা যায়। করূবরা এমন প্রাণী যাদের দেখে কোন মানুষের মনে করতে পারেন যে সে ঈশ্বরকে দেখছে, এবং তাদেরকে উপাসনা করতে প্রবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু তারা কেবল ঈশ্বরের সেবক মাত্র।

ঈশ্বরের সাক্ষাতে এত স্বর্গদূতদের উপস্থিত তাঁর রাজকীয়তাকে প্রকাশ করে। প্রেরিত যোহন ঈশ্বরের সিংহাসনের চারপাশে স্বর্গদূতদের এক ভিড় দেখেছিলেন যা তিনি "হাজার হাজার ও অযুত অযুত" বলে প্রকাশ করেছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ৫:১১)।

একজন স্বর্গদূতের ক্ষমতা অসীম নয় কারণ আমরা পড়ি যে, দানিয়েলের জন্য বার্তা বহন করার সময় সংঘর্ষের কারণে একজন স্বর্গদূতের দেরি হয়েছিল। (পড়ুন দানিয়েল ১০:১২-১৩)। তা সত্ত্বেও ঈশ্বর আরোপিত কাজের জন্য তাদের যতটা প্রয়োজন তা দিতে পারেন, তিনি তাদের যে-কাজই দেন না কেন, যেমন এক সময় একজন ১,৮৫,০০০ সৈন্যকে হত্যা করেছিল (২ রাজাবলি ১৯:৩৫)।

---

[8] ছবি: "Ark of the Covenant engraving", *Illustrated Bible Dictionary* (1893), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ark_of_the_Covenant_engraving.jpg, পাবলিক ডোমেন থেকে সংগৃহীত।

[9] উদাহরণস্বরূপ, ২ রাজাবলি ১৯:১৫, ১ বংশাবলি ১৩:৬; যিশাইয় ৩৭:১৬

স্পষ্টতই, স্বর্গদূতদের উপর নির্দিষ্ঠ দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাইবেল আমাদের বলে যে যারা পরিত্রাণ লাভ করেছে তাদেরকে সেবা করার জন্য স্বর্গদূতদের পাঠানো হয়েছে। (পড়ুন ইব্রীয় ১:১৪)। স্বর্গদূতেরা সেই লোকেদের ঘিরে রাখে এবং তাদের রক্ষা করে, যারা ঈশ্বরের সেবা করে (গীতসংহিতা ৩৪:৭)। আমরা অনুমান করতে পারি যে, অনেক স্বর্গদূত সব সময় আমাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকেন।

যিশু বলেছিলেন যে শিশুদের জন্য স্বর্গদূতদের নিযুক্ত করা হয়েছে। (পড়ুন মথি ১৮:১০)। প্রধান দূত মীখায়েলকে অধিপতি বলা হয়, যিনি ইস্রায়েল জাতিকে রক্ষা করেন (দানিয়েল ১২:১)।

বাইবেল কখনও বলে না যে আমাদের দূতেদের কাছে প্রার্থনা করতে হবে। এটিও কখন বলা হয় না যে আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। তারা আমাদের এবং ঈশ্বরের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী নয়। যারা স্বর্গদূতদের উপাসনা করে এবং আত্মার জগতের বিভিন্ন বিষয়ের সাথে জড়িত হয় যা তারা সত্যিই বোঝে না, তাদের সম্পর্কে একটি সতর্কবাণী রয়েছে। (পড়ুন কলসীয় ২:১৮)। আমরা যদি এমনভাবে স্বর্গদূতদের সাথে জড়িত হওয়ার চেষ্টা করি যা ঈশ্বর চান না, তাহলে ঈশ্বরের স্বর্গদূতদের পরিবর্তে মন্দ আত্মারা আমাদের প্রতি সাড়া দেবে।

শয়তান ও পতিত দূতেরা

► মন্দ আত্মাদের উৎপত্তি কোথায়?

মন্দ আত্মারা হল সেই দূতেরা যারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এটি মানুষ সৃষ্টির আগে ঘটেছিল এবং বাইবেল এ বিষয়ে বেশি কিছু প্রকাশ করে না। শয়তান ছিল বিদ্রোহের নেতা, এবং দূতেদের এক তৃতীয়াংশ তাকে অনুসরণ করেছিল (প্রকাশিত বাক্য ১২:৪)। যিহূদা সেই দূতেদের সম্বন্ধে বলেন যারা তাদের প্রথম অবস্থান ত্যাগ করেছিল (যিহূদা ১:৬)। তারা ইতিমধ্যে ঈশ্বরের রায় দ্বারা দোষীসাব্যস্ত হয়েছে। (পড়ুন যোহন ১৬:১১, ২ পিতর ২:৪)

ভাববাদীদের লেখার মধ্যে দুটি অনুচ্ছেদ রয়েছে, যেগুলি সম্ভবত শয়তানের পতনকে নির্দেশ করে (যিশাইয় ১৪:১২-১৭ এবং যিহিষ্কেল ২৮:১২-১৯)। প্রতিটা অনুচ্ছেদ একজন মানুষ, পার্থিব রাজা সম্বন্ধে বলে, কিন্তু তারা হয়তো রাজাদের পতনকে শয়তানের পতনের সঙ্গে তুলনা করছে।

মনে হয় যে শয়তান গর্ব করেছিল এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে স্বাধীন হতে চেয়েছিল। প্রেরিত পৌল সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, একজন ব্যক্তি গর্বিত হতে এবং দিয়াবলের মতো একই তবে দোষে পড়তে পারে। (পড়ুন ১ তীমথিয় ৩:৬)। এই একই প্রলোভন দিয়াবল আদম ও হবাকে দিয়েছিল, যখন সে বলেছিল, "তোমরা ... ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে।" এটি ছিল ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা এবং নিজেকে ঈশ্বরের সমান করার প্রলোভন।

> "শয়তান নিজেকে পাপীর হৃদয়, চক্ষু ও পাপীর জিহ্বার মালিক করে তোলে। তার হৃদয় সে পাপের প্রেমে পূর্ণ করে, তার চোখ সে অন্ধ করে দেয় যাতে সে তার জন্য অপেক্ষা করা অপরাধ এবং সর্বনাশ দেখতে পায় না, এবং তাঁর জিহ্বাকে প্রার্থনা থেকে বিরত রাখে।"
> - অ্যাডাম ক্লার্ক –এর
> Christian Theology,
> "Good and Bad Angels"

► শয়তান সম্বন্ধে আমরা কি কি জানি?

শয়তান এখনও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয়। তাকে "আকাশের রাজ্যশাসক" বলা হয় (ইফিষীয় ২:২)। শয়তানকে এই জগতের শাসক বলা হয় কারণ এই জগতের লোকেরা মূলত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে (যোহন ১২:৩১)। সে বিশ্ব সাম্রাজ্যের মালিকানা দাবি করে, যা সে যাকে চায় তাকে সাময়িকভাবে দেয় (লূক ৪:৪-৬)। সুসমাচার গ্রহণ থেকে বিরত রাখার জন্য সে পাপীদের মন অন্ধ করে রাখে। (পড়ুন ২ করিন্থীয় ৪:৪)। পাপীরা যারা অনুতাপ করেনি তারা সত্যই তাঁর বন্দী (২ তীমথিয় ২:২৬)। সে মানুষের মন থেকে ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করা থেকে দূরে রাখে যাতে তার কোন প্রভাব না পড়ে। (পড়ুন মার্ক ৪:১৫ পড়ুন)। সে অননিয় ও সাফিরার হৃদয়ে মণ্ডলী ও পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলার পরিকল্পনা ঢুকিয়েছিল (প্রেরিত ৫:৩), এবং সে যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যিহূদার মধ্যে প্রবেশ করেছিল (লূক ২২:৩)। তিনি ভুল ধর্মীয় মতবাদগুলি উদ্ভাবন করে এবং মানুষকে তা শেখাতে উৎসাহিত করে। (পড়ুন ১ তীমথিয় ৪:১) পড়ুন)

শয়তান ঈশ্বরকে ঘৃণা করে এবং তাই মানুষকেও ঘৃণা করে, কারণ তারা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট এবং তারা ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুগ্রহ লাভ করে। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার জন্য সে তাদের প্রভাবিত করে যেন সে যে দণ্ডাজ্ঞা পেয়েছে সেই একই দণ্ডাজ্ঞার আওতায় যেন সে যত বেশি সম্ভব মানুষকে নিয়ে আসতে পারে।

যারা সচেতনভাবে শয়তানের সেবা করে তারা জগতের সবচেয়ে প্রতারিত মানুষ, কারণ তারা এমন এক বিদ্রোহের মধ্যে রয়েছে যা সফল হতে পারে না, এবং তারা এমন এক প্রভুর সেবা করছে যে তাদের ঘৃণা করে এবং শুধুমাত্র তাদের ধ্বংস করতে আগ্রহী (১ পিতর ৫:৮)। সে এমন প্রতিশ্রুতি দেয় যা সে জানে যে সে তা পূরণ করতে পারবে না (যোহন ৮:৪৪)।

অন্যেরা অবচেতনভাবে শয়তানেকে অনুসরণ করে যখন তারা পাপে বাস করা বেছে নেয় (ইফিষীয় ২:২-৩)। এই কারণেই সে প্রলোভন ও প্রতারণার জন্য অনেক সময় ও শক্তি ব্যয় করে (২ করিন্থীয় ৪:৪, ২ করিন্থীয় ১১:৩, ১৪)। সে চায় মানুষ যেন ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করে, ঈশ্বরকে উপাসনা করার পরিবর্তে সৃষ্ট বস্তুর মূর্তি তৈরি করে (রোমীয় ১:২৫)। তার প্রলোভনগুলি হল প্রতারণা, কারণ ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন,তার বিকৃতি ছাড়া তার কাছে সত্যিই কিছু দেওয়ার নেই। দিয়াবল কোন আনন্দ বা খুশি সৃষ্টি করেনি; ঈশ্বর সেগুলি সৃষ্টি করেছেন। দিয়াবল শুধুমাত্র অপকর্মের আনন্দ দিতে পারে, যা ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে। আসলে শয়তান কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না, বরং সে কেবল ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন সেগুলিকে বিকৃত করতে পারে।

কিছু মন্দ আত্মারা স্পষ্টতই নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকা বা মানুষের গোষ্ঠীতে মনোযোগ দেয়। ঠিক যেমন স্বর্গদূত মীখায়েলকে প্রধান অধিপতি বলা হয়েছিল যিনি ইস্রায়েলকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনই মন্দ আত্মারা ছিল যাদেরকে পারস্য ও গ্রিসের অধিপতি বলা হয়েছে (দানিয়েল ১০:১৩, ২০)। কিছু আত্মা জাতিগণের দেবতা হয়ে উঠেছিল।

শয়তান উপাসনা চায়। (পড়ুন মথি ৪:৯)। মন্দ আত্মারা ভ্রান্ত ধর্মের মাধ্যমে কাজ করে। বাইবেল আমাদের বলে যে মানুষ যখন প্রতিমা পূজা করে তখন তারা মন্দদূতদের উপাসনা করে। (পড়ুন দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১৭, ১ করিন্থীয় ১০:২০-২১)। মন্দ দূতেরা সেই মানুষদের উপাসনায় সাড়া দেয়, যারা জানে না তারা কার উপাসনা

করছে। ঈশ্বরের উপাসক যেমন ঈশ্বরের মতো হয়ে ওঠে এবং পবিত্রতায় আনন্দিত হয়, তেমনি মন্দ আত্মার উপাসক আরও মন্দ হয়ে ওঠে এবং মন্দে আনন্দিত হয়। সম্ভবত সবচেয়ে মন্দ ধরনের উপাসনা ঘটেছিল যখন লোকেরা মন্দ দূতেদের কাছে তাদের নিজেদের সন্তানদের উৎসর্গ করেছিল। (পড়ুন গীতসংহিতা ১০৬:৩৭-৩৮)

শয়তান ও অন্যান্য মন্দ দূতেরা মানুষের মন ও আচরণের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে। একে 'মন্দ শক্তির দখল' বলা হয়। কিছু মানুষ সচেতনভাবে এই ধরনের দখলের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন; আবার সম্ভবত অন্যরা তারা কি করছেন তা না বুঝেই অনুমতি দিয়েছেন। কিছু মানুষ এই অবস্থায় ধাপে ধাপে চলে এই অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করেছেন, এই ভেবে যে তারা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার ক্ষমতা অর্জন করছেন। এমন একজন ব্যক্তি মন্দ আত্মার দাস হয়ে ওঠে, আত্মবিনাশের দিকে চালিত হয় এবং মন ও আবেগের ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করে। (পড়ুন মার্ক ৫:২-৫)। একমাত্র যিশুই মানুষকে এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে পারেন।

ঈশ্বরের বিজয়

যে দেশগুলিতে সুসমাচার ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে সেখানে মন্দ আত্মাদের কার্যকলাপ সাধারণত ছদ্মবেশী। পরিহাসের বিষয় হল, এই 'সভ্য' দেশগুলির মধ্যে মানুষ সবচেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ, অতিপ্রাকৃত বিষয়গুলিকে উপহাস করে এবং আত্মার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। এই ধরণের পরিবেশে মন্দ আত্মারা প্রকাশ্যে কাজ করে না, কারণ তারা যদি সুসমাচার শুনেছে এমন লোকেদের আতঙ্কিত করে, তবে তাদের মধ্যে অনেকেই মুক্তি এবং সুরক্ষার জন্য ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাবে।

> "আপনি প্রতিরোধ চালিয়ে গেলে দিয়াবল আপনাদের পরাজিত করতে পারবে না। সে যতই শক্তিশালী হিক না কেন, ঈশ্বর কখনই তাকে সেই ব্যক্তিকে জয় করার অনুমতি দেন না, যিনি ক্রমাগত তার প্রতিরোধ করে চলে। কিন্তু তিনি মানুষের ইচ্ছাকে জোর করতে পারেন না।"
> - অ্যাডাম ক্লার্ক –এর
> Christian Theology,
> "Good and Bad Angels"

যেসব দেশে সুসমাচার খুব কম পরিচিত, সেখানে মন্দ আত্মারা প্রকাশ্যে কাজ করে। সেখানকার লোকেরা জানে না যে তারা মুক্তির জন্য খ্রিষ্টের দিকে ফিরতে পারে, তাই মন্দ দূতেরা তাদের ভয় দেখায় এবং তাদের বশীভূত করে। মানুষ স্বেচ্ছায় ও আনন্দের সঙ্গে নয়, বরং ভয়ে আত্মাদের সেবা করে। সুসমাচার নিয়ে আসে মুক্তি ও স্বাধীনতার এক চমৎকার বার্তা।

শয়তানের ক্রমাগত আক্রমণের কারণে আমরা এক আধ্যাত্মিক যুদ্ধে রয়েছি। আমাদের মনে রাখার জন্য সতর্ক করে বলা হয়েছে যে আমাদের যুদ্ধ আত্মিক জগতে, শারীরিক শত্রুর বিরুদ্ধে নয়। (পড়ুন ইফিষীয় ৬:১২ পড়ুন)। আমাদের আধ্যাত্মিক যুদ্ধসজ্জা পরিধান করতে বলা হয়েছে, যাতে আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি (ইফিষীয় ৬:১৩)। আমরা বিজয়ের ব্যাপারে আস্থা রাখতে পারি, কারণ দিয়াবল আমাদের মধ্যে থাকা ঈশ্বরের শক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে না, এবং আমরা যখন দিয়াবলকে প্রতিরোধ করি তখন সে আমাদের কাছ থেকে পলায়ন করবে (যাকোব ৪:৭)।

► শয়তান কি ঈশ্বরের বিপরীত?

মানুষের বর্তমান, নশ্বর অবস্থার তুলনায় দিয়াবলের ক্ষমতা অনেক বেশি। কিন্তু ঈশ্বরের শক্তির সঙ্গে তার শক্তির তুলনা হয় না। তাকে ঈশ্বরের সমকক্ষ মনে করা উচিত নয়, এমন যেন সে ক্ষমতায় সমান। কিছু দার্শনিক মনে করেন যে পৃথিবীতে ভাল ও মন্দের শক্তি সমান সমান। তা সত্য থেকে বহু দূরে। শয়তান সর্বত্র উপস্থিত নেই, সে সমস্ত বিষয় জানে না এবং ভুল করে। ঈশ্বর হলেন আত্মাদের সৃষ্টিকর্তা এবং তারা তাঁকে পরাজিত করতে পারে না। মানুষের পরীক্ষাকাল শেষ হলে সমস্ত মন্দ আত্মাদের বিচার করা হবে, বন্দী করা হবে, এবং পাপী মানুষদের সঙ্গে শাস্তি দেওয়া হবে।

শয়তানের পরাজয়ের প্রতিশ্রুতি অনেক আগেই দেওয়া হয়েছিল। ঈশ্বর সাপের মাথা চূর্ণ করার জন্য একজন ত্রাণকর্তাকে পাঠানোর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (আদিপুস্তক ৩:১৫)। যিশু শয়তানের কাজগুলিকে ধ্বংস করতে এবং পাপের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় দিতে এসেছিলেন। (পড়ুন ১ যোহন ৩:৮ পড়ুন)। যিশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে শয়তানকে মৃত্যুর উপর ক্ষমতা লাভ করতে দেন নি (ইব্রীয় ২:১৪. প্রকাশিত বাক্য ১:১৮)। শয়তান ও অন্যান্য মন্দ আত্মাদের চূড়ান্ত ও চিরন্তন নিয়তি হল অগ্নি হ্রদ।(পড়ুন মথি ২৫:৪১ পড়ুন)

শয়তান কী করতে পারে, তার উপর ঈশ্বর ইতিমধ্যেই সীমা আরোপ করেছেন (ইয়োব ১:১২, ইয়োব ২:৬)। এর অর্থ হল, শয়তান আমাদের সাথে কি করতে পারে সেই ভয়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে না। ঈশ্বর অনুমতি না দিলে কিছুই ঘটতে পারে না, এবং তিনি জানেন আমরা কতটা সামলাতে পারি (১ করিন্থীয় ১০:১৩)।

আমরা শুধুমাত্র শয়তানের আক্রমণ থেকেই সুরক্ষিত নই, শয়তানের রাজ্যের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও আমাদের রয়েছে। যিশু তাঁর শিষ্যদের, কেবল প্রেরিতদের নয়, মন্দ আত্মাদের তাড়ানোর ক্ষমতা দিয়েছিলেন। (পড়ুন লূক ১০:১৭)। আমরা যখন সুসমাচার প্রচার করি, তখন ঈশ্বর তাঁর সত্যকে শক্তি দেন এবং যারা সুসমাচারে সাড়া দেয় তাদের শয়তানের হাত থেকে উদ্ধার করেন।

ত্রুটি এড়ান: আত্মার জগতের বিষয়ে ভুল ধরনের আগ্রহ

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: ক্লাসের একজন সদস্য এই বিভাগটি ব্যাখ্যা করতে পারে।

কিছু মানুষ আত্মার জগতের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তারা হয়তো দূতদের বিষয়ে অধ্যয়ন করতে শুরু করে এবং এমনকি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করারও চেষ্টা করে। বাইবেল আমাদের কখনই দূতেদের কাছে প্রার্থনা করতে বা তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতে বলে না। বরং বাইবেল আমাদের সতর্ক করে যেন আমরা তাদের উপাসনা না করি বা আমরা যতটা বুঝতে পারি তার চেয়ে বেশি জানার চেষ্টা না করি (কলসীয় ২:১৮)।

যদি কোনও ব্যক্তি মন্দ আত্মাদের প্রতি বেশি আগ্রহী হন, তা হলে তা আরও বিপজ্জনক। কিছু লোক তাদের ক্ষমতা ও তারা যা করে তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। এমন কিছু খেলা আছে যা আত্মার সাথে যোগাযোগ করে। আত্মার কাছে থেকে তথ্য পেতে মানুষ কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করে। ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা তাদের প্রতিরোধ করা ছাড়া আমরা কখনই মন্দ আত্মার সাথে জড়িত হতে পারি না (যাকোব ৪:৭, ১ পিতর ৫:৮-৯)।

কিছু মানুষ আত্মার জগত এবং কীভাবে তা কাজ করে তার এক জটিল ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা তৈরি করেছেন। কিন্তু, আত্মার জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যা কিছু জানা প্রয়োজন ঈশ্বর বাইবেলে তা প্রকাশ করেছেন।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসঙ্গে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

ঈশ্বর সমস্ত আত্মা সৃষ্টি করেছেন। পবিত্র দূতেরা ঈশ্বরের উপাসনা করে এবং বিশ্বাসীদের রক্ষা করে। স্বর্গদূতেরা অমর, ব্যক্তিসত্ত্বা যারা কথা বলতে, উপাসনা এবং যুক্তি দিতে পারে। তারা নৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শয়তান ও অন্যান্য দূতেরা পাপ করেছিল এবং তারা ঈশ্বর ও মানবজাতির শত্রু। ঈশ্বর শয়তানের ক্ষমতাকে সীমিত করেছেন এবং তাকে অনন্ত শাস্তির জন্য দোষীসাবস্ত করেছেন।

৬ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- মথি ১২:৪৩-৪৫
- লূক ৮:২৭-৩৫
- প্রেরিত ১২:৭-১১
- ২ করিন্থীয় ১১:১৩-১৫
- ১ পিতর ৫:৮-৯

(২) পরীক্ষা: আপনি ৬ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

৬ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) কীভাবে আমরা জানি যে স্বর্গদূতদের সাধারণত শারীরিক দেহ থাকে না?

(২) স্বর্গদূতদের কখন সৃষ্টি করা হয়েছিল?

(৩) স্বর্গদূতেরা কি মারা যায়?

(৪) চারটি উপায়ের নাম বলুন যাতে আমরা জানি স্বর্গদূতদের ব্যক্তিত্ব আছে।

(৫) স্বর্গদূতদের বোঝাতে বাইবেলে ব্যবহৃত চারটে শব্দের নাম লিখুন।

(৬) যারা ঈশ্বরের সেবা করে তাদের জন্য স্বর্গদূতেরা কী করে?

(৭) মন্দ আত্মাদের উৎপত্তি কোথায়?

(৮) একজন প্রতিমাপূজক প্রকৃতপক্ষে কিসের উপাসনা করেন?

(৯) শয়তান ও অন্যান্য মন্দ আত্মাদের চূড়ান্ত পরিণতি কী?

(১০) আধ্যাত্মিক আক্রমণ থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য বিশ্বাসীদের অবশ্যই কী করতে হবে?

পাঠ ৭
খ্রিষ্ট

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- যিশু হলেন মশীহ, এর অর্থ কী?
- বিশ্বাসের বিবৃতিতে "প্রভু যীশু খ্রীষ্ট" বাক্যটির অর্থ।
- যিশুর মানবতার প্রমাণ এবং গুরুত্ব।
- যিশুর ঈশ্বরত্বের প্রমাণ এবং গুরুত্ব।
- পাপের ক্ষমার জন্য খ্রিষ্টের মৃত্যুর পর্যাপ্ততা।
- খ্রিষ্টবিশ্বাসে পুনরুত্থানের গুরুত্ব।
- খ্রিস্ট সম্পর্কে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থী শিখবে অন্য কিছু ধর্মের লোকেরা খ্রীষ্ট সম্বন্ধে কী বলে।

ভূমিকা

► প্রকাশিত বাক্য ৫:১১-১৪ একসঙ্গে পড়ুন। এই অংশটি যিশু সম্বন্ধে আমাদের কী জানায়?

নকল খ্রিষ্ট

বাইবেল ভবিষ্যদ্বাণী করে যে, শেষকালে নকল খ্রিস্টরা ও ভ্রান্ত ভাববাদীরা অনেককে প্রতারিত করবে। অনেকে মিথ্যা বা কাল্পনিক খ্রিস্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছে যারা তাদের রক্ষা করতে পারে না। আপনি মর্মোন এবং যিহোবার সাক্ষিদের (যিহোবা'স উইটনেস) দ্বারা প্রবর্তিত এই দুটি নকল খ্রিষ্টের সাথে পরিচিত হতে পারেন।

মর্মোনদের যিশু

যদি কোন মর্মোন কখনো আপনার দরজায় কড়া নাড়ে, তাহলে সে একজন যিশুকে নিয়ে আসবে যিনি লুসিফারের আত্মা-ভাই। মর্মোনরা শিক্ষা দেয় যে এই যিশু হলেন সেই কোটি কোটি আত্মা-শিশুদের মধ্যে একজন যা আমাদের "স্বর্গীয় পিতা" এবং আমাদের "স্বর্গীয় মাতা" এই মহাবিশ্বে জন্ম দিয়েছেন। মরমনদের মতে, যিশু যখন পৃথিবীতে বাস করতেন তখন তাঁর বেশ কয়েকজন স্ত্রী ছিল, যাদের একজন ছিলেন মগ্দলিনী মরিয়ম। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পর আদিবাসী আমেরিকানদের কাছে প্রচার করার জন্য তিনি আমেরিকা যান।

যিহোবার সাক্ষিদের (Jehovah’s Witnesses) যিশু

যিহোবার সাক্ষীরা (যিহোবা'স উইটনেসরা) আপনাকে বলবে যে যিশু হলেন প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল, প্রথম সৃষ্ট সত্তা, যিনি একজন মানুষ হয়েছিলেন এবং ক্রুশের পরিবর্তে একটি খুঁটিতে মারা গিয়েছিলেন। তিনি আত্মিক-প্রাণী হিসাবে বেড়ে ওঠেন এবং তার শরীর গ্যাসে দ্রবীভূত হয়ে পুনরায় তিনি প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল হয়ে উঠেছিলেন।

প্রকৃত যিশু

আমি নিশ্চিত যে আপনি বুঝতে পারছেন যে বাইবেলের যিশুর বদলে এই কাল্ট-অনুসারীদের কাছে আলাদা এক যিশু আছে। কিন্তু আপনি কি বাইবেলের প্রকৃত যিশুকে বর্ণনা করতে পারেন? লক্ষ লক্ষ লোকেদের একটি মিথ্যা খ্রিষ্টের মানসিক ধারণা রয়েছে, যিনি তাদের বাঁচাতে পারবেন না।

যিশুর বিষয়ে আপনার বিশ্বাস সুনিশ্চিত হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে আপনি প্রতারিত না হন এবং যাতে আপনি তাকে অন্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারেন।

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: অন্যান্য ধর্মগুলি যিশু সম্পর্কে কী শিক্ষা দেয় সে বিষয়ে আরও তথ্যের জন্য “অন্যান্য ধর্মগুলি কী বলে” শিরোনামের পাঠের শেষে বিভাগটি দেখুন।

মশীহ যিশু

► মশীহ সম্বন্ধে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীগুলি কী বলে?

চারটি সুসমাচার যিশুকে ইস্রায়েলের প্রত্যাশিত মশীহ হিসাবে উপস্থাপন করে। মশীহ সম্বন্ধে বেশ কিছু বিষয় ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। তিনি রাজা দায়ূদের বংশধর হবেন এবং তাই তি নিরাজা হওয়ার যোগ্য হবেন। তিনি তাঁর লোকদেরকে নিপীড়ন ও দাসত্ব থেকে রক্ষা করবেন। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পাদন করার জন্য ঈশ্বর তাঁকে বিশেষভাবে অভিষিক্ত করবেন। মশীহ শব্দটির অর্থ "অভিষিক্ত ব্যক্তি" যা ইস্রায়েলে রাজাদের একটি উপাধি ছিল।

পুরাতন নিয়মে মশীহ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবরণগুলি নতুন নিয়ম লেখা না হওয়া পর্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। তাঁর কাজের অগ্রাধিকার ছিল ছিল তাঁর লোকেদের পাপ থেকে উদ্ধার করা। (পড়ুন মথি ১:২১; লূক ১:৭৪-৭৫)। তাঁর রাজ্য পৃথিবী-ভিত্তিক ছিল না, কিন্তু আধ্যাত্মিক ও স্বর্গীয় ছিল (যোহন ১৮:৩৬ পড়ুন), যদিও অবশেষে তাঁর রাজ্য সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছাদিত করবে (ফিলিপীয় ২:১০-১১; প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১-১৬; প্রকাশিত বাক্য ২০:৬)।

মেসাইয়া (মশীহ) হল একটি ইব্রীয় শব্দ। গ্রিক ভাষায় এর সমতুল্য হল *খ্রিস্টস,* যেখান থেকে আমরা খ্রিষ্ট শব্দটি পাই। তাই “যিশু খ্রিষ্ট” বাক্যাংশটি ব্যবহার করার অর্থ হল, যিশু হলেন মশীহ।

> আমি বিশ্বাস করি ...
> এক প্রভু, যিশু খ্রিষ্টে,
> যিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র,
> সর্বযুগের পূর্বে পিতা থেকে জাত,
> ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর,
> আলোক থেকে আলোক,
> সত্য ঈশ্বর থেকে সত্য ঈশ্বর,
> যিনি সৃষ্ট নন, কিন্তু জাত;
> যাঁর ও পিতার সত্ত্বা অভিন্ন।
> যাঁর দ্বারা সকল বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে।
> - নিসিয় বিশ্বাসসূত্র
> (Nicene Creed)

যিশুই প্রভু

প্রাচীন মণ্ডলীতে "প্রভু" শব্দটি ব্যবহার করে জানাতে চেয়েছিল যে যিশু হলেন সর্বোচ্চ কর্তৃত্বধারী এবং সবাইকে তাঁর অধীনস্ত হতে হবে। তাই যখন তারা বলেছিল যে "যিশু হলেন প্রভু" তারা একথা বুঝিয়েছিল যে তিনি সকলের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর। বিশ্বাসের এই বিবৃতিটি খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অন্যদের থেকে আলাদা করেছে, কারণ কেবল খ্রিস্টানরাই বিশ্বাস করতো যে যিশু যিনি পৃথিবীতে হেঁটেছিলেন, তিনি সকলের উপরে একমাত্র ঈশ্বর।

"প্রভু যিশু খ্রীষ্ট" হল একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি। এটি বলে যে যীশু হলেন মশীহ এবং তিনি ঈশ্বরও বটে। এই তিনটে শব্দই ফিলিপীয় ২:১০-১১ পদে রয়েছে। সেই পদগুলি আমাদের বলে যে, এমন সময় আসবে, যখন বিশ্বের প্রত্যেককে স্বীকার করতে হবে যে যিশু খ্রিষ্ট হলেন প্রভু।

তিনটি বিশেষ দিন

যিশু সম্বন্ধে আমাদের মৌলিক বিশ্বাসগুলিকে তিনটে বিভাগে ভাগ করা যেতে পারে এবং সেগুলি তিনটে বিশেষ দিনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

যিশুর আগমনের (মানব দেহধরণের) কারণে আমরা ক্রিসমাস বা বড়দিন উদযাপন করি

ক্রিসমাস বা বড়দিনে কুমারী মায়ের গর্ভে যিশুর আগমন উদযাপন করা হয়, কারণ পবিত্র আত্মার দ্বারা যিশুর জন্ম হয়। (পড়ুন লূক ১:৩৪-৩৫)। যদিও যিশু একজন নারী থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে মানুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে ঈশ্বরও ছিলেন, তিনি যে পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলেন তার সৃষ্টিকর্তা। এটি বিস্ময়কর হলেও সত্য: যিশু যখন শিশু ছিলেন, তখন তাঁর মা মরিয়ম তাকে ধরেছিলেন যিনি তাকে (মরিয়মকে) সৃষ্টি করেছিলেন।

"ঈশ্বরের পুত্র" শব্দটি বিশ্বাসীদের এবং স্বর্গদূতদের জন্য ব্যবহৃত হয় (যোহন ১:১২; ইয়োব ১:৬), কিন্তু যিশু এক অনন্য উপায়ে ঈশ্বরের পুত্র (যোহন ৩:১৬)। তিনিই একমাত্র সত্তা যিনি সম্পূর্ণরূপে পিতার প্রকৃতির অংশীদার। তিনি এতটাই সম্পূর্ণভাবে পিতার প্রতিমূর্তি যে, তিনি যেমন পিতা তেমনি ঈশ্বর। (পড়ুন ইব্রীয় ১:২-৩)

ঈশ্বরের প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি যিশুর ব্যক্তিত্বে একত্রে ছিল। একে বলা হয় মানব *মূর্তমান হওয়া*, যার অর্থ ঈশ্বর *মানব দেহ গ্রহণ* (incarnation) করে একজন মানুষ হওয়া। যিশুই একমাত্র ব্যক্তি যিনি আমাদের ত্রাণকর্তা হতে পারেন কারণ তিনি মহাবিশ্বের একমাত্র ব্যক্তি যিনি মানুষ এবং ঈশ্বর উভয়ই।

যিশু একজন মানুষ

নতুন নিয়মের যিশুকে একজন সত্যিকারের মানুষ হিসেবে চিনতে কষ্ট হয় না। তিনি মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন, বড় হয়েছিলেন, শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, এবং একজন ব্যক্তি হিসেবে বিকশিত হয়েছিলেন। (পড়ুন লূক ২:৫২)। তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, ঘুমিয়েছিলেন, প্রলুব্ধ হয়েছিলেন এবং পাপ ছাড়া মানুষের প্রায় সব কাজই করেছিলেন (ইব্রীয় ৪:১৪-১৫)। এমনকি তিনি মারাও যান। আমাদের মধ্যে একজন হওয়ার মাধ্যমে তিনি সত্যিই মানবজাতির সঙ্গে নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন। (পড়ুন যোহন ১:১৪)

► কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ যে যিশু একজন মানুষ?

যেহেতু যিশু একজন মানুষ:

১। **তিনি বলিদান হিসেবে কষ্টভোগ করতে এবং মৃত্যুবরণ করতে পারেন** (ইফিষীয় ৫:২, ইব্রীয় ৭:২৬-২৭)। তিনি যদি ঈশ্বর হতেন কিন্তু মানুষ হতেন না, তাহলে তিনি শারীরিকভাবে কষ্টভোগ করতে এবং মৃত্যুবরণ করতে পারতেন না।

২। **তাঁর ধার্মিকতা আমাদের ধার্মিক করতে এবং আমাদের জীবন দিতে পারে।** প্রথম আদম যখন পাপ করেছিল এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তখন সে সমগ্র মানব জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এটা সমস্ত মানুষের উপর মৃত্যু নিয়ে এসেছিল। যিশু পাপহীন জীবনযাপন করেছিলেন এবং ঈশ্বরের সমস্ত দাবি পূর্ণ করেছিলেন। যারা তাঁর সঙ্গে নিজেদেরকে চিহ্নিত করে তাদের সকলকে তিনি অনন্ত জীবন দান করেন। তাকে শাস্ত্রে শেষ আদম বলা হয়েছে (১ করিন্থীয় ১৫:২২, ৪৫-৪৯; রোমীয় ৫:১৭-১৯)।

৩। **তিনি আমাদের যাজক হয়ে ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।** আমাদের মধ্যস্থতা হিসেবে তিনি কেবল আমাদের জন্য যোগাযোগ করেন না, বরং তিনি প্রকৃতই আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেন। আমাদের ও ঈশ্বরের মধ্যে পুনর্মিলন করার জন্য তাকে একজন মানুষ হওয়া জরুরি ছিল। (পড়ুন ইব্রীয় ২:১৭)। যাজক হিসেবে তার ভূমিকা অনন্ত পরিত্রাণ প্রদান করে (ইব্রীয় ৫:৯, ইব্রীয় ১০:৫-৭)। যিশুর মানবতা সুসমাচারের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। (পড়ুন ১ যোহন ৫:১)

> "পিতা যেমন **আমি** অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করেন, তেমনি খ্রীষ্টও ব্যবহার করেন, কারণ এটি অবিচ্ছিন্ন সত্তাকে বোঝায় যা সময়ের দ্বারা প্রভাবিত নয়।"
> - জন ক্রিসোসটম

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: যিশু যে একজন মানুষ ছিলেন তার আরও বাইবেলীয় প্রমাণের জন্য এই পাঠের শেষে "যিশুর মানবতার শাস্ত্রীয় প্রমাণ" বিভাগটি দেখুন।

যিশু হলেন ঈশ্বর

যিশু নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছিলেন।

বাইবেলের যিশু একজন মানুষ কিন্তু কেবলমাত্র একজন মানুষই নন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এক অসীম (সীমাহীন) ঈশ্বরও। যিশু নিজে এই দাবি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমি ও পিতা, আমরা এক" (যোহন ১০:৩০)। তিনি যখন এই কথা বলেছিলেন, তখন ইহুদীরা তাকে পাথর মারতে শুরু করেছিল কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে যিশু নিজেকে ঈশ্বরের সমান বলে দাবি করছেন। যিশু কি তাদের বলেছিলেন, "না, তোমরা আমাকে ভুল বুঝেছ। আমি সত্যিই ঈশ্বর নই!" না, যিশু তাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তিনি পিতা ঈশ্বরের সমান।

যখন যীশু বলেছিলেন, "অব্রাহামের জন্মের পূর্ব থেকেই আমি আছি" (যোহন ৮:৫৮) তিনি নিজেকে মহাবিশ্বের স্ব-অস্তিত্ববান ঈশ্বর, যাত্রাপুস্তক ৩:১৪ পদের 'আমি,' বলে দাবি করছিলেন। ইহুদিরা এই দাবির জন্যও তাঁকে পাথর মারার চেষ্টা করেছিল (যোহন ৮:৫৯)।

যিশু পৃথিবীতে থাকাকালীন ঐশ্বরিক কাজগুলো করেছিলেন।

পৃথিবীতে থাকাকালীন যিশু ঐশ্বরিক কাজগুলো সম্পাদন করেছিলেন। তিনি অনন্ত জীবন দিয়েছেন। (পড়ুন যোহন ১০:২৮)। তিনি পাপ ক্ষমা করেছিলেন (মার্ক ২:১০)। এসব কাজ একমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন।

যিশু যখন পক্ষাঘাতগ্রস্তের পাপ ক্ষমা করলেন, তখন তিনি সেই ব্যক্তিকে সুস্থ করে প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবীতে তাঁর পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে (মার্ক ২:৫, ১০-১২)। একটা কাজ ছিল আরেকটির প্রমাণ, যা এটা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, যিশু কেবল ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত একজন ভাববাদী হিসেবে আরোগ্যসাধনের অলৌকিক কাজ সম্পাদন করেননি। পাপ ক্ষমা করার ও আরোগ্য করার ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা উভয়ই যিশুর ছিল।

"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন" (যোহন ১১:২৫) বলার পর যীশু লাসারকেও পুনরুত্থিত করেছিলেন। এটা ছিল ঐশ্বরিক কাজের সঙ্গে ঐশ্বরিক দাবি। একমাত্র ঈশ্বরই যথার্থভাবে পুনরুত্থান বলে দাবি করতে পারেন কারণ একমাত্র ঈশ্বরের ক্ষমতাই কাউকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করতে পারে। যিশু নিজেকে জীবনদাতা বলে দাবি করেছিলেন এবং এরপর লাসারকে জীবন দিয়েছিলেন। এটি দেখায় যে, তিনি নিজেকে যে-ব্যক্তি বলে দাবি করেছিলেন, তিনিই সেই ব্যক্তি। এই ঘটনায়, যিশু স্পষ্টভাবে অন্যান্য ভাববাদী ও প্রেরিতদের থেকে নিজেকে পৃথক করেছিলেন, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে লোকেদের মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করেছিল। এদের কেউই নিজেদের মধ্যে অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা আছে বলে দাবি করেনি। তারা কেবল ঈশ্বরের যন্ত্র ছিল। যোহন ৫:২১ পদে যিশু বলেছিলেন যে, ঠিক যেমন পিতা মৃতদের উত্থিত করেন, তেমনই তিনি মৃতদের উত্থিত করেন।

যিশু যখন তাঁর অলৌকিক কাজগুলি করেছিলেন, তখন তিনি তাঁর মহিমা প্রকাশ করেছিলেন, (যোহন ২:১১), পিতার একমাত্র পুত্রের গৌরব, অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ (যোহন ১:১৪)। এই অলৌকিক কাজগুলো ছিল ঈশ্বরের গৌরবান্বিত শক্তির প্রদর্শন, যা প্রমাণ করে যে তিনি ঐশ্বরিক ছিলেন।

যিশু হলেন সৃষ্টিকর্তা ও ধারক বা ভরণপোষণকারী।

প্রেরিত যোহন এবং পৌলের মতে, যিশু সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং সবকিছুকে একত্রে ধারণ করছেন, এবং সবকিছু তাঁর জন্য বিদ্যমান। (পড়ুন যোহন ১:৩; কলসীয় ১:১৭)। নিশ্চয়ই এ কথা ঈশ্বর ছাড়া অন্য কারো সম্বন্ধে বলা যায় না।

► কেন আমাদের জন্য এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে যিশু ঈশ্বর?

যেহেতু যিশু হলেন ঈশ্বর,

১। তাঁর বলিদানের মৃত্যুর মূল্য অসীম - জগতের পাপের ক্ষমার জন্য যথেষ্ট (১ যোহন ২:২)।

২। আমাদের উদ্ধার করার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে; তিনিই পথ, সত্য এবং জীবন (যোহন ১৪:৬)।

৩। পিতাকে উপাসনা করার সাথে সাথে আমাদের অবশ্যই তাঁকে উপাসনা করতে হবে। (পড়ুন যোহন ৫:২৩)।

আমরা যদি যিশুকে ঈশ্বর হিসাবে দেখতে ব্যর্থ হই, তবে আমরা তাঁকে ঈশ্বর হিসাবে সম্মান করব না। আমরা যদি পিতা এবং পুত্র উভয়কেই ঈশ্বর হিসাবে সম্মান না করি তবে আমরা পরিত্রাণ পাব না।

খ্রিষ্টধর্ম কেবল যিশুর শিক্ষা ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, বরং যিশুর অনন্য ব্যক্তিত্বের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। তিনি কেবলমাত্র পরিত্রাণের বার্তার শিক্ষক নন। তিনি নিজেই পরিত্রাতা, এবং একমাত্র তিনিই - ঈশ্বর- মানব - পরিত্রাতা হতে পারতেন।

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: যিশু যে ঈশ্বর, এই বিষয়ে আরও বাইবেলের প্রমাণের জন্য এই পাঠের শেষে "যিশুর ঈশ্বরত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ" বিভাগটি দেখুন।

যিশু হলেন একজন ব্যক্তিসত্ত্বা

যদিও যিশুর মধ্যে ঈশ্বরের সমস্ত প্রকৃতি এবং মানুষের সমস্ত প্রকৃতি ছিল, তবুও তিনি একত্রে দুজন ব্যক্তি ছিলেন না। দুটি প্রকৃতি নিখুঁত সম্প্রীতিতে তাঁর মধ্যে এক ব্যক্তি গঠন করেছিল। যীশু এক ঈশ্বর-মানুব, এবং যীশুর প্রতিটি কাজ তাঁর পূর্ণ মানবসত্তা এবং পূর্ণ ঐশ্বরিক সত্তার আলোকে বুঝতে হবে। মন্ডলী সর্বদা শিক্ষা দিয়েছে যে যিশুর মধ্যে দুটি প্রকৃতি বিরাজমান যাএকে অপরের থেকে পৃথক করা যায় না, তবুও তারা এমনভাবে মিশ্রিত নয় যার ফলে কোন একটি প্রকৃতি তার বৈশিষ্ট্যগুলি হারায়।[10]

যিশুর প্রকৃতিকে পবিত্র শাস্ত্রের প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা সহায়ক হতে পারে। যিশুর মতো বাইবেলও পুরোপুরি ঐশ্বরিক এবং পুরোপুরি মানবীয়। একটি মানব পুস্তক হওয়ার কারণে অন্য যে কোন মানুষের বইয়ের বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে রয়েছে, শুধু এটুকু ছাড়া যে এটি কোনো ভুল ছাড়াই লেখা হয়েছে। ঐশ্বরিক হওয়ার কারণে এটিতে এমন বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোন পুস্তকে নেই। একইভাবে, যিশু মানব ও ঐশ্বরিক উভয় গুণই প্রদর্শন করেন। বাইবেল যে ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে, তা বাইবেলকে কোন মানব পুস্তকের চেয়ে কিছু কম করে তোলে না। একইভাবে, যিশু যখন তাঁর ঐশ্বরিকসত্তায় কাজ করেন তখন তা তাকে কম মানুষ করে তোলে না। আর যীশু যে তাঁর মানবসত্তায় কাজ করতেন তা তাঁকে কম ঐশ্বরিক করে তোলে না।

ধর্মতত্ত্বের কিছু প্রচলিত ত্রুটি

খ্রিষ্ট সম্বন্ধে কথা বলার সময় লোকেরা ধর্মতত্ত্বের সবচেয়ে সাধারণ ভুলগুলো করে থাকে, যেমন:

- যিশুকে ঈশ্বর বলে অস্বীকার করা
- যিশুকে মানুষ বলে অস্বীকার করা
- তার ঈশ্বরত্ব বা মানবত্বকে গুরুত্বহীন বলে মনে করা
- খ্রিষ্টের ব্যক্তিত্বের ঐক্যকে অস্বীকার করা

---

[10] চ্যালেসডোনিয় বিশ্বাসসূত্র (Chalcedonian Creed, ৪৫১খ্রিষ্টাব্দ), যা ১৫ নং পাঠে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, বলে যে খ্রিষ্টের দুটি প্রকৃতি অপরিবর্তনীয়, অবিভাজ্য, অবিচ্ছেদ্য এবং অবিভ্রান্ত।

এগুলির মধ্যে যে কোনও একটি ত্রুটিই হল মানব দেহধারণকে (incarnation) অস্বীকার করা। আমাদের পরিত্রাণের জন্য মানবদেহ-ধারনের প্রয়োজন ছিল, সুতরাং যদি কেউ মানবদেহ-ধারণকে অস্বীকার করে তবে সে একটি ভ্রান্ত সুসমাচার এবং পরিত্রাণের একটি মিথ্যা পথে বিশ্বাস করবে।

অন্যান্য ধর্মগুলি কী বলে

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: ক্লাসের একজন সদস্য এই বিভাগটি ব্যাখ্যা করতে পারে।

যিহোবার সাক্ষিরা (যিহোবা'স উইটনেসরা) বলে যে যিশু একজন মানুষ ছিলেন। তারা বিশ্বাস করেযে তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ, কিন্তু শুধু একজন মানুষ মাত্র। তাই তারা বিশ্বাস করে না যে তার মৃত্যু আমাদের পরিত্রাণের জন্য একটি পর্যাপ্ত বলিদান। তারা কর্মের দ্বারা পরিত্রাণের সুসমাচারে বিশ্বাসী। তারা নিজেদেরকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে দাবি করলেও তারা আসলে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী।

মর্মোনরা বিশ্বাস করে যে যিশু আসলে ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট একটি আত্মা, যেমন লুসিফারের ভাই। তাঁকে পৃথিবীতে মানুষ-যিশু হিসাবে জন্ম নিতে পাঠানো হয়েছিল। মরমনরা বিশ্বাস করে না যে যীশু ঈশ্বর।

মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে যিশু ছিলেন ঈশ্বরের প্রেরিত একজন নবী (ভাববাদী)। তারা বিশ্বাস করে না যে তিনি ঈশ্বর বা ত্রিত্ব রয়েছে। তারা বিশ্বাস করে না যে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল বা তিনি মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত হয়েছিলেন।

হিন্দু এবং বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন যে যিশু একজন পবিত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি অলৌকিক কাজ করেছিলেন। তিনি তাদের ধর্মের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নন। তারা এমন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু, তাই তারা বিশ্বাস করে না যে যিশু হলেন ঈশ্বর মানব দেহধারণ করেছিলেন।

প্রায়শ্চিত্ত সাধনের (Atonement) কারণে আমরা গুড ফ্রাইডে উদ্যাপন করি

পুন্য শুক্রবার (গুড ফ্রাইডে) হল সেই দিন যেদিন যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এই ভয়ানক ও বিস্ময়কর দিনে যিশু আমাদের পাপ ক্রুশে নিয়ে গেলেন। তিনি আমাদের পাপের জন্য বলিদান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, যাতে আমরা পাপের ক্ষমা লাভ করতে পারি।

একটি বলিদান আবশ্যক ছিল

ঈশ্বর যেন আমাদের ক্ষমা করেন এবং তবুও ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র থাকেন, সেইজন্য একটা বলি উৎসর্গ প্রয়োজন ছিল। এই নীতিটি পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের অবশ্যক বলিগুলির দ্বারা শেখানো হয়েছিল (ইব্রীয় ৯:২২)। ঈশ্বর যদি কোনো ভিত্তি ছাড়াই পাপ ক্ষমা করে দেন, তা হলে সেটা ইঙ্গিত দেবে যে তিনি ন্যায়পরায়ণ নন এবং পাপ খুব গুরুতর বিষয় নয়। কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যিশুর মৃত্যুর দিকে তাকিয়ে কেউ বলতে পারে না যে পাপ একটি গুরুতর বিষয় নয়। তাঁর বলিদান আমাদের ক্ষমার ভিত্তি প্রদান করেছিল।

একমাত্র যিশুই যথেষ্ট বলিদান হতে পারেন

► একমাত্র যিশুই কেন পাপের জন্য বলিদান হতে পারেন?

ঈশ্বরের ন্যায়বিচার এবং পাপের গুরুতরতার জন্য যেকোন সৃষ্ট বস্তুর তুলনায় আরও বড় বলিদানের প্রয়োজন ছিল। (পড়ুন ইব্রীয় ১০:৪)। আমরা অনন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, যা আমাদের উপর অসীম অপরাধবোধ নিয়ে আসে। এই কারণেই একমাত্র যিশুই বলিদান হতে পারতেন। তিনি যোগ্য ছিলেন কারণ তিনি ঈশ্বর এবং তিনি মানুষ। তাঁর ঐশ্বরিক সত্তার কারণে তিনি ছিলেন নিষ্পাপ, এবং তাঁর বলিদানের মূল্য ছিল অসীম। তার মানবসত্তার কারণে তিনি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এবং আমাদের পরিবর্তে মৃত্যুবরণ করতে পারেন।

যিশুর রক্ত তাঁর বলিদানমূলক মৃত্যুর প্রতিনিধিত্ব করে

বলি উৎসর্গ করার মাধ্যমে ঈশ্বর মানুষকে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন। যাজকরা পশু বলি দিত এবং মৃত্যুর প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাদের রক্ত উৎসর্গ করত। ইব্রীয় পুস্তক বলে যে, রক্তপাত ছাড়া পাপের ক্ষমা হয় না (ইব্রীয় ৯:১৮-২২)।

ঈশ্বর মানুষকে আদেশ দিয়েছিলেন রক্তকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে করতে কারণ এটি প্রাণীর জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে (লেবীয় পুস্তক ১৭:১১, ১৪)। রক্তপাত করা মানে হত্যা করা (আদিপুস্তক ৯:৫-৬)। মন্দিরে রক্ত ব্যবহার করার অর্থ ছিল যে একটি প্রাণীকে হত্যা করা হয়েছে।

খ্রিষ্টের মৃত্যু ছিল চূড়ান্ত বলিদান, যা প্রত্যেকের জন্য সমস্ত সময়ে পরিত্রাণের ব্যবস্থা করেছিল। (পড়ুন ইব্রীয় ১০:৪, ১২)। তিনি স্বর্গে তাঁর রক্ত উৎসগ করেছিলেন, যা তাঁর বলিদানমূলক মৃত্যুকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। (পড়ুন ইব্রীয় ৯:১২, ২৪)। যিশুর রক্ত, তাঁর মৃত্যুর প্রতিনিধিত্ব করে, আমাদের পরিত্রাণ প্রদান করে কারণ তিনি বলিদান হিসেবে মারা গিয়েছিলেন, যাতে আমরা রক্ষা পেতে পারি।

কেন যিশু অন্য কোন উপায়ে মারা যাওয়ার পরিবর্তে ক্রুশে মারা গিয়েছিলেন? পুরাতন নিয়মের সময়ে কোন ব্যক্তিকে গাছে ঝুলিয়ে মারা ছিল ঈশ্বরের অভিশাপের চিহ্ন (দ্বিতীয় বিবরণ ২১:২৩)। প্রেরিত পৌল আমাদের বলেন যে যিশু একটি গাছে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের অভিশাপ নিজের উপর নিয়েছিলেন (গালাতীয় ৩:১৩)।

যিশু ঈশ্বর ও মানুষকে একসাথে নিয়ে এসেছিলেন

যিশু দুটি বিচ্ছিন্ন দলের - ঈশ্বর ও মানুষ - মধ্যে পুনর্মিলন সাধন করতে এসেছিলেন। মধ্যস্থতাকারী হিসেবে, যিশুকে একই সময়ে উভয় পক্ষের প্রতিনিধিত্ব করতে হয়েছিল। ঈশ্বর হিসেবে তিনি মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। মানুষ হিসেবে, তিনি ঈশ্বরের কাছে মানুষকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। উভয় পক্ষের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে যিশু মানুষ ও ঈশ্বরকে একত্রে এনেছিলেন। পুনর্মিলনের জন্য প্রতিটি পক্ষের যা করণীয় ছিল, তিনি তা-ই করেছিলেন।

পুনরুত্থানের কারণে আমরা ইস্টার উদযাপন করি

ইস্টার বা পুনরুত্থান উদযাপনের অনেক পরম্পরাগত প্রথা রয়েছে। কিন্তু অনেক মানুষ তারা যা করছে তার অর্থ বুঝতে পারে না। এমনকি তারা হয়তো জানেন না যে যিশুর পুনরুত্থান কেন গুরুত্বপূর্ণ। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার তৃতীয় দিন, অর্থাৎ ইস্টারের সকালে, যিশু কবর থেকে উঠেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, পাপ,

মৃত্যু এবং শয়তানের ওপর তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। তিনি কেবল আমাদের মৃত্যুকে গ্রহণ করেন নি, নিজ জীবন দিয়ে তা জয়ও করেছেন। যেহেতু তিনি বিজয়ী হয়েছেন, তাই আমরাও জয়ী হতে পারি!

যিশু শারীরিকভাবে উত্থাপিত হয়েছিলেন

যিশু একবার ইহুদীদের বলেছিলেন, "তোমরা এই মন্দির ধ্বংস করে ফেলো, আমি তিনদিনে আবার এটি গড়ে তুলব।". যদিও ইহূদীরা ভেবেছিল যে তিনি হেরোদ যে মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তার কথা উল্লেখ করছেন, কিন্তু যোহনের সুসমাচার ব্যাখ্যা করে যে যীশু আসলে তাঁর দেহকে নির্দেশ করছিলেন (যোহন ২:১৯-২১)। সমস্ত সুসমাচারে এই তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে, যিশুরকে সমাধিস্থ করার তিন দিন পর তাঁর সমাধিস্থল খালি ছিল। যীশু তাঁর পুনরুত্থানের পরে শিষ্যদের কাছে নিজেকে দেখিয়েছিলেন ও বলেছিলেন, "আমার হাত ও পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখো! এ স্বয়ং আমি! আমাকে স্পর্শ করো, দেখো! ভূতের এরকম হাড় মাংস নেই; তোমরা দেখতে পাচ্ছ, আমার তা আছে।" (লূক ২৪:৩৯)। তিনি প্রমাণ করছিলেন যে তিনি শারীরিকভাবে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন।

► যিশু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত না হলে কী পার্থক্য হোত?

১। **যিশুর দৈহিক পুনরুত্থান পাপ এবং মৃত্যুর উপর তাঁর সম্পূর্ণ বিজয় প্রদর্শন করেছিল।** (পড়ুন কলসীয় ২:১২-১৫; প্রকাশিত বাক্য ১:১৭-১৮)

২। **যিশুর দৈহিক পুনরুত্থান প্রমাণ করেছিল যে তিনি নিজেকে যা দাবি করেছিলেন তিনি তাই-ই ছিলেন** (মথি ১৭:২২-২৩, যোহন ২:১৬-২২)। এইভাবে, এটি সুসমাচারকেও প্রমাণিত করে। যারা অস্বীকার করে যে যিশু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন তারা সুসমাচারকেও অস্বীকার করে। (পড়ুন ১ করিন্থীয় ১৫:১৭)

৩। **যিশুর পুনরুত্থান আমাদের আশ্বস্ত করে যে আমরাও মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হব।** যিশু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি মৃতদের জীবিত করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি অবিশ্বাস্য হবে যদি না তিনি নিজেই উত্থিত হন (যোহন ৫:২৮-২৯)। আমরা যিশুর মহিমান্বিত দেহের মতো দেহে উত্থিত হব। (পড়ুন ১ যোহন ৩:২)

যিশু এখনও মানব

পুনরুত্থান আমাদের দেখায় যে মানব দেহধারণ হল একটি স্থায়ী বিষয়। যিশু সর্বদা তাঁর মানব প্রকতির পাশাপাশি ঐশ্বরিকও থাকবেন। যিশু এখনও ঈশ্বর-মানুষ এবং বর্তমানে পিতার কাছে আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করছেন (রোমীয় ৮:৩৪), এবং একদিন আমাদেরকে স্বর্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য ফিরে আসবেন (১ থিষলনীকীয় ৪:১৬-১৭)।

আমরা যিশুর কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করি কারণ তিনি কে এবং তিনি কী করেছিলেন

বিশ্বাসী হিসাবে, আমরা খ্রিষ্টের সাথে প্রতিদিন একটি সম্পর্কের মধ্যে থাকি। তিনি কেবল ইতিহাসের একজন ব্যক্তিই নন এবং কেবল স্বর্গে থাকা ঈশ্বর নন, তিনি আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন। তিনি সর্বদা তাঁর শিষ্যদের সাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন (মথি ২৮:২০)।

তিনি মন্ডলীতে বিশেষ ভাবে উপস্থিত থাকেন। তিনি মন্ডলীর প্রধান, এবং মন্ডলীকে তার দেহ বলা হয় (ইফিষীয় ১:২২-২৩)। তিনি মন্ডলীকে পরিচালনা করেন, কসাথে ধরে রাখেন এবং এর প্রয়োজন সরবরাহ করেন। (পড়ুন কলসীয় ২:১৯)

একজন ব্যক্তি যিশুর সত্য গ্রহণ করে তার উচিত বিশ্বাস ও আনুগত্যের সাথে সাড়া দেওয়া। নীচে দেওয়া প্রার্থনার দ্বারা আপনি অন্যদের বিশ্বাসী হতে সাহায্য করতে পারেন।

> পিতা, আমাকে ভালোবেসে আমার জন্য আপনার পুত্র যিশুকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আমি বিশ্বাস করি যে যিশু হলেন সেই পাপহীন ঈশ্বর-মানব যিনি মারা গিয়েছিলেন এবং আবার পুনরুত্থিত হয়েছিলেন যাতে আমি আমার পাপের ক্ষমা পেতে পারি এবং আপনার সাথে সম্পর্ক ফিরে পেতে পারি। আমি যে সমস্ত পাপ করেছি তার জন্য আমি খুব দুঃখিত। আমি জানি আমার পাপ যিশুকে ক্রুশে দিয়েছিল। এই মুহুর্তে, আমার জানা সব ভুল পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছি এবং আমি যিশুকে আমার প্রভু ও পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করছি। এখন থেকে আমাকে পরিচালনা করুন। আমি চিরকাল তোমার জন্য বাঁচব! আমাকে ক্ষমা করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আপনাকে ভালোবাসি। আমেন।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসাথে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

যিশু হলেন মশীহ এবং সকলের প্রভু, একজন কুমারী থেকে জন্মপ্রাপ্ত ঈশ্বরের পুত্র, সমস্ত মানব প্রকৃতি এবং সমস্ত ঐশ্বরিক প্রকৃতি এক সত্বায় একত্রিত। তিনি পাপহীন জীবন যাপন করেছিলেন এবং বলিদেন হিসাবে মারা গিয়েছিলেন যাতে আমরা আমাদের পাপ ক্ষমা পেতে পারি। তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং যখন তিনি ফিরে আসবেন তখন সমস্ত বিশ্বাসীকে পুনরুত্থিত করবেন। তাঁর রাজত্ব সর্বজনীন এবং অন্তহীন।

যিশুর মানবতার শাস্ত্রীয় প্রমাণ

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: এই বিভাগ এবং পরবর্তী বিভাগ উভয়ই ঐচ্ছিক। যদি তারা এই পয়েন্টগুলির বিষয়ে আরও বাইবেলের প্রমাণ চায় তবে ক্লাস তা অধ্যয়ন করতে পারে।

যিশু ছিলেন হবার বংশধর (আদিপুস্তক ৩:১৫), অব্রাহামের বংশ (আদিপুস্তক ২২:১৮ – প্রেরিত ৩: ২৫ এর সাথে তুলনা করুন), একজন নারী থেকে জন্মপ্রাপ্ত (গালাতীয় ৪:৪), মরিয়মের গর্ভে জন্ম (মথি ১:২১-২৫), যাকে মানবপুত্র (মথি ১৩:৩৭) বলা হয় এবং যিনি একটি সাধারণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়ার বেড়ে উঠেছিলেন (লুক ২:৪০,৫২)।

তিনি যখন তাঁর নিজের শহরে ফিরে এসেছিলেন, তখন জনগণের প্রতিক্রিয়া দেখায় যে তার শৈশব ছিল স্বাভাবিক (মথি ১৩: ৫৪-৫৬)।

একজন মানুষের যেমন আনুগত্য পালন করা উচিত তেমন তাঁর একটি শরীর ছিল (ইব্রীয় ১০:৫-৯); তিনি মাংস ও রক্তে পরিণত হন (ইব্রীয় ২:১৪); তিনি আমাদের মতোই হলেন যাতে তিনি আমাদের মতো কষ্ট

পেতে পারেন (ইব্রীয় ২:১০-১৮); তিনি দুঃখভোগের মধ্য দিয়ে সিদ্ধ হয়েছিলেন (ইব্রীয় ২:৯-১০); এবং তিনি মানব প্রলোভনের শিকার হয়েছিলেন (ইব্রীয় ৪:১৫)।

তিনি মানুষের রূপ নিয়েছিলেন (ফিলিপীয় ২:৬-৮)।

তিনি ঈশ্বরের চিরন্তন বাক্য ছিলেন এবং মাংসে মূর্তিমান হয়েছিলেন এবং পৃথিবীতে বাস করেছিলেন (যোহন ১:১৪)।

যিশুর মানবতা খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের একটি অপরিহার্য বিবৃতি (যোহন ১:১৪; ১ যোহন ৪: ২-৩)।

যিশুর ঈশ্বরত্বের শাস্ত্রীয় প্রমাণ

যিশুকে ঈশ্বর হিসাবে প্রমাণিত করার তিনটি উপায় রয়েছে:

১। তাঁকে ঈশ্বর বলা হয়েছে।

২। তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে।

৩। তাঁকে ঈশ্বরের ভূমিকায় দেখানো হয়েছে।

যিশুকে ঈশ্বর বলা হয়েছে

- যোহন ১:১,১৪ বলে যে অনন্ত বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।
- যোহন ১২:৪১ জানায় যে যিশাইয় যিশুকে দেখেছিলেন
- প্রেরিত ২০:২৮ বলে যে ঈশ্বরের মন্ডলী তাঁর নিজের রক্ত দিয়ে কেনা হয়েছিল।
- রোমীয় ৯:৫ বলে যে খ্রীষ্ট এসেছিলেন, যিনি ঈশ্বরে দ্বারা চিরকালের জন্য আশীর্বাদপ্রাপ্ত।
- তীত ২:১৩ পদ তাকে আমাদের ঈশ্বর এবং ত্রাণকর্তা যিশু খ্রিষ্ট হিসাবে উল্লেখ করেছে।
- মথি ১:২৩ (যিশাইয় ৭:১৪ উদ্‌ধৃতি করে) বলে যে তার নামের অর্থ "ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন।"
- যিশাইয় ৯:৬ বলে যে তাঁর নামকে "পরাক্রমী ঈশ্বর" বলা হবে।
- ১ তীমথিয় ৩:১৬ বলে যে ঈশ্বর দেহে প্রকাশ পেয়েছিলেন, সর্বজাতির মাঝে ঘোষণা করেছিলেন এবং গৌরব অর্জন করেছিলেন৷
- যোহন ১০:৩০,৩৩ পদে যিশু বলেছিলেন যে তিনি পিতার সমান।
- যোহন ৫:১৭-১৮ পদে, ইহুদিরা জানত যে তিনি বলেছিলেন যে তিনি ঈশ্বরের সমান।
- যোহন ১৪:৯ পদে তিনি বলেছেন, "যে আমাকে দেখেছে, সে পিতাকেও দেখেছে।"
- যোহন ২০: ২৮-২৯ পদে, থোমা তাঁর ক্ষতগুলি দেখে বলেছিলেন, “প্রভু আমার, ঈশ্বর আমার!” এবং যারা তা বিশ্বাস করে যিশু তাদের আশীর্বাদ করেছিলেন৷

- যোহন ৮:৫৮ পদে তিনি নিজেকে "আমি" (I AM) বলেছেন, এবং ইহুদিরা জানত যে এটি ছিল নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করা।
- প্রকাশিত বাক্য ১:১৭, প্রকাশিত বাক্য ২: ৮, এবং প্রকাশিত বাক্য ২২:১৩ পদে, তিনি প্রথম এবং শেষ বলে দাবি করেছেন এবং যিশাইয় ৪৪:৬ পদ দেখায় যে এটি ঈশ্বরের জন্য ব্যবহৃত একটি বাক্য।
- ইব্রীয় ১:২-৩ আমাদের জানায় যে তিনি পিতার সম্পূর্ণ প্রতিমূর্তি।
- ইব্রীয় ১:৮ পদে তাকে ঈশ্বর হিসাবে সম্বোধন করা হয়েছে।

যিশুর মধ্যে ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে

সর্বত্র বিরাজমান। মথি ১৮:২০ পদে যিশু বলেছিলেন যে, যেখানেই দুই বা তিনজন বিশ্বাসী একত্রিত ছিল সেখানেই তিনি উপস্থিত ছিলেন। মথি ২৮:২০ পদে তিনি এটাও প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি সবসময় বিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকবেন।।

সর্বশক্তিমান। ইব্রীয় ১:৩ পদ বলে যে তিনি তাঁর শক্তি দ্বারা সবকিছু ধরে রাখেন। ফিলিপীয় ৩:২১ পদ বলে যে তিনি সবকিছু নিজের অধীন করেন।

অনন্ত। ইব্রীয় ১৩:৮ পদ আমাদের বলে যে তিনি অনন্তকাল ধরে একই রকম আছেন। ইব্রীয় ১:১২ পদ এও বলে যে তিনি চিরকাল একই। এই পদটি ঈশ্বরের বিষয়ে গীতসংহিতা ১০২:২৫-২৭ পদের উদ্‌ধৃতি।

সর্বজ্ঞ। যোহন ২:২৪-২৫ আমাদের বলে যে তিনি সমস্ত মানুষকে জানতেন এবং তাদের হৃদয়ে কী ছিল তা জানতেন। যোহন ১০:১৫ পদ তিনি দাবি করেছিলেন যে পিতা তাকে যেভাবে জানতেন ঠিক তেমনই তিনি পিতাকে চেনেন।

যিশুকে ঈশ্বরের ভূমিকায় দেখানো হয়েছে

- যিশু হলেন সৃষ্টিকর্তা (কলসীয় ১:১৬; ইব্রীয় ১:১০)।
- যিশু পাপ ক্ষমা করেছিলেন (লুক ৫:২০-২৪, লুক ৭:৪৮)।
- চূড়ান্ত বিচারে যিশু বিচার করবেন (মথি ২৫:৩১-৪৬; ২ করিন্থীয় ৫:১০)।
- যিশুকে পিতার মতো উপাসনা করা হয় (যোহন ৫:২২-২৩; ইব্রীয় ১:৬; প্রকাশিত বাক্য ৫:১২-১৩)।

৭ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- মার্ক ১:১-১২
- যোহন ৫:১৯-২৬
- যোহন ৬:৪৪-৫১
- যোহন ৮:৫১-৫৯
- প্রেরিত ২:২২-৩৬
- প্রকাশিত বাক্য ১:১২-১৮

(২) পরীক্ষা: আপনি ৭ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

৭ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) মসীহের কাজের অগ্রাধিকার কি ছিল?

(২) প্রাচীন মণ্ডলী "যিশু হলেন প্রভু" কথাটি ব্যবহার করে কি বোঝাতে চেয়েছিল?

(৩) যিশু এক অনন্য উপায়ে কিভাবে "ঈশ্বরের পুত্র"?

(৪) মানব দেহধারণ (incarnation) কি?

(৫) তিনটি কারণ তালিকাভুক্ত করে দেখান কেন এটা গুরুত্বপূর্ণ যে যিশু একজন মানুষ।

(৬) কেন আমাদের জন্য এটা জানা গুরুত্বপূর্ণ যে যিশু ঈশ্বর? এর তিনটি কারণ তালিকাভুক্ত করুন।

(৭) কোন দুটি কারণে বলিদান করা আবশ্যক ছিল?

(৮) যিশু কেন অন্য কোন উপায়ের পরিবর্তে ক্রুশে মারা গেলেন?

(৯) যিশুর শারীরিক পুনরুত্থান তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এমন তিনটি কারণ তালিকাভুক্ত করুন।

পাঠ ৮
পরিত্রাণ

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- ক্রুশ কেন অনেকের কাছে অমর্যাদার বিষয়।
- পাপীর অবস্থা।
- ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজনীয়তা।
- অনুতাপের অর্থ।
- পরিত্রাণকারী বিশ্বাসের উপাদান।
- সমস্ত মানুষ এবং সমস্ত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত কেন যথেষ্ট।
- পরিত্রাণের ব্যক্তিগত আশ্বাসের ভিত্তি।
- সাধারণভাবে সৃষ্টির মুক্তি।
- পরিত্রাণ সম্পর্কে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থী অনুতপ্ত হওয়া ছাড়া যে ধর্মগুলি রয়েছে তাদের ত্রুটি বুঝতে পারবে।

ভূমিকা

► একসাথে গীতসংহিতা ৮৫ পড়ুন। এই অনুচ্ছেদটি পরিত্রাণ সম্পর্কে আমাদের কী বলে?

ক্রুশ

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খ্রিষ্টীয় প্রতীক হল ক্রুশ। ক্রুশ সেই ঘটনাকে প্রতিনিধিত্ব করে যা সমস্ত ইতিহাসের কেন্দ্র। এটি খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস এবং অন্যান্য সকলের মধ্যে পার্থক্য উপস্থাপন করে।

অনেক মানুষের কাছে ক্রুশ একটি রহস্য। যিশু কেন মারা গেলেন তা তারা বুঝতে পারে না। এমনকি যখন তারা শোনে যে তিনি মারা গেছেন কারণ তিনি আমাদের ভালবাসেন এবং আমাদের বাঁচাতে চান, তখন তারা বুঝতে পারে না কেন এটি হওয়া দরকার ছিল। তারা জিজ্ঞাসা করে, "ঈশ্বর যদি আমাদের ক্ষমা করতে চান তবে কেন তিনি তা এমনিতেই করতে পারলেন না?"

ক্রুশ নিয়ে বিভ্রান্তি শুরু হয়েছিল সেই প্রথম থেকেই, যখন প্রথম খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সুসমাচার প্রচার করতে শুরু করেছিল। (পড়ুন ১ করিন্থীয় ১:২২-২৩)। ইহুদিরা ভেবেছিল যে ঈশ্বর নিজেকে ক্ষমতায় প্রদর্শন করবেন। তারা ভেবেছিল যে তাদের যে উদ্ধার প্রয়োজন তা নির্যাতন থেকে মুক্তি। তাই ক্রুশ ছিল তাদের কাছে দুর্বলতা এবং ব্যর্থতার প্রতীক।

গ্রীকরা মনে করেছিল যে ঈশ্বর নিজেকে জ্ঞানের মধ্যে দেখাবেন। তারা ভেবেছিল যে তাদের যে উদ্ধার প্রয়োজন তা হ'ল কীভাবে জীবনের সেরাটি কীভাবে পেতে হয় সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা। তাই ক্রুশটি তাদের কাছে একটি বোকামি এবং ব্যর্থতা বলে মনে হয়েছিল।

► কেন কিছু মানুষ ক্রুশে দ্বারা অসন্তুষ্ট হয়?

ক্রুশ অনেক মানুষের কাছে অসন্তোষের কারণ। অনেকে ধার্মিক হতে ইচ্ছুক। তারা নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস করতে, ধর্মীয় রীতিনীতি অনুশীলন করতে এবং পরামর্শ নিতে ইচ্ছুক। তবে তারা এই ধারণাটি নিয়ে ক্ষুব্ধ যে তারা এমন পাপী যে তাদের ক্ষমার জন্য ক্রুশের প্রয়োজন ছিল। তারা মনে করে তাদের কাজকর্ম বা চরিত্র নিয়ে ঈশ্বরের আপত্তি করা উচিত নয়। ক্রুশ তাদের আপত্তির কারণ ক্রুশের অর্থ হল তারা পাপী এবং তাদের ক্ষমার প্রয়োজন।

ক্রুশ যিশুর বলিদানকৃত মৃত্যু বোঝার জন্য আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে পাপী মানুষের অবস্থা এবং ঈশ্বরের পবিত্র প্রকৃতি একটি মহাসঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে ঈশ্বরের পক্ষে ক্ষমা করা সম্ভব করে তুলেছিল।

মানব পরিস্থিতি

আদমের পাপের কারণে, ইতিমধ্যেই প্রতিটি মানুষ জন্মের সময় থেকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে (রোমীয় ৫:১২)। এর অর্থ হল প্রতিটি ব্যক্তি আত্মকেন্দ্রিক এবং তার নিজস্ব পথে চলে।

যখন থেকে কোনও ব্যক্তি নিজ পছন্দ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে তখন থেকেই সে পাপ করাও শুরু করেন। **প্রত্যেক পাপী অনেক পাপ কাজের জন্য দোষী।** (পড়ুন রোমীয় ৩:২৩)

পাপ হল ঈশ্বরের আইনের লঙঘন (১ যোহন ৩:৪; যাকোব ২:১০-১১)। যেহেতু ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে ন্যায়পরায়ণ, তিনি পাপকে ক্ষমা করেন না, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সে যা করেছে তার জন্য বিচার করা হবে (২ করিন্থীয় ৫:১০; প্রকাশিত বাক্য ২০:১২-১৩)। কোন ব্যক্তির অপরাধ বা তার প্রাপ্য বিচার সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নেই। প্রত্যেক অবিশ্বাসী ইতিমধ্যেই দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত। (পড়ুন যোহন ৩:১৮-১৯)

যে পাপী অনুশোচনা করেনি সে ঈশ্বরের শত্রু (রোমীয় ৫:১০)। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তাঁর অপরাধ অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত একজন পাপী ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না।

পাপী ব্যক্তিও এমন অবস্থায় থাকে যা তাকে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের জন্য অযোগ্য করে তোলে। **পাপী তার আকাঙ্ক্ষায় কলুষিত** (ইফিষীয় ২:৩)। যেহেতু সে পাপের দাস, **পাপী তার অবস্থা পরিবর্তন করতে শক্তিহীন**। (পড়ুন রোমীয় ৬:২০, রোমীয় ৭:২৩)

তাহলে পাপীর পরিত্রাণের জন্য কি প্রয়োজন? যেহেতু পাপী দোষী, পরিত্রাণ মানে হল ক্ষমা। যেহেতু সে ঈশ্বরের শত্রু, পরিত্রাণের অর্থ হল পুনর্মিলন। যেহেতু সে কলুষিত, পরিত্রাণ মানে হল শুচিকরণ। যেহেতু সে শক্তিহীন, পরিত্রাণ মানে হল মুক্তি। এগুলি পরিত্রাণের কয়েকটি দিক যা পাপীর প্রয়োজন আছে।

দ্বিধা

> ঈশ্বরের সামনে একজন পাপী কীভাবে ন্যায়সঙ্গত হতে পারে তা প্রতিটি মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, কারণ আমরা ঈশ্বরের শত্রু থাকাকালীন সত্যিকারের শান্তি বা সুরক্ষিত আনন্দ থাকতে পারে না, তা এখন হোক কি অনন্তকালে। ”
> - জন ওয়েসলি -র "Justification by Faith" শিরোনামের একটি প্রচারে

মানুষ নিজের পাপের মূল্য প্রদান করতে পারেনি। তার একটি কারণ হল আমাদের যা কিছু আছে ইতিমধ্যে তা সবকিছুই ঈশ্বরের। আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে পাপ করা হয়েছে এক অসীম ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, এবং মানুষের কাছে সেই মূল্য প্রদানের জন্য অসীম মূল্যের কিছুই নেই।

মানুষ তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে কিছুই করতে পারে না, তাই তাদের জন্য এমন কোন প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা যায় না যা পরিত্রাণ সম্পন্ন করতে পারে। (পড়ুন গালাতীয় ৩:২১)। যদি মানুষের পক্ষে তাদের নিজেদের পরিত্রাণ সম্পন্ন করা সম্ভব হতো, তাহলে যিশুর ক্রুশে মারা যাওয়ার প্রয়োজন হতো না। (পড়ুন গালাতীয় ২:২১)।

► ঈশ্বর যদি ক্ষমা করতে চান তাহলে তিনি ক্রুশ ছাড়াই কেন ক্ষমা করলেন না?

যেহেতু ঈশ্বর পবিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ, তাই তাঁকে অবশ্যই সত্য ও ন্যায়বিচার অনুসারে বিচার করতে হবে (রোমীয় ২:৫-৬)। *প্রায়শ্চিত্ত* শব্দটি এই সত্যটিকে নির্দেশ করে যে যিশুর বলিদান হল ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার পথ।

কল্পনা করুন, খ্রিস্ট যদি নিজেকে বলিদান না দিতেন এবং ঈশ্বর যদি কোন প্রায়শ্চিত্ত ছাড়াই পাপ ক্ষমা করে দিতেন তাহলে কি হোত?

ঈশ্বর যদি প্রায়শ্চিত্ত ছাড়াই পাপ ক্ষমা করে দেন, তা হলে এটা মনে হবে যে পাপ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এটা মনে হবে যে, ঈশ্বর অন্যায্য এবং এমনকি তিনি অপবিত্র। এটা মনে হবে যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি সঠিক কাজ করে এবং আর একজন অন্যায় করে, তাদের মধ্যে সামান্যই ফারাক রয়েছে।

ক্ষমা যদি প্রায়শ্চিত্ত ছাড়াই হতো, তাহলে ঈশ্বরকে ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র ঈশ্বর হিসেবে উপাসনা করা যেত না। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া ক্ষমা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরকে সম্মান করার পরিবর্তে তাঁর অসম্মান নিয়ে আসবে। এই কারণে তা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু ঈশ্বর প্রেমময় এবং তিনি ক্ষমা করতে চান। তিনি সমস্ত মানবজাতিকে এক পাপপূর্ণ অবস্থায় ছেড়ে দিতে এবং চিরকালের জন্য হারিয়ে যেতে দিতে চান নি, যদিও তা তাদের প্রাপ্য ছিল।

ক্রুশে যিশুর বলিদান অসীম মূল্য প্রদান করেছিল, যা মানুষের পরিত্রানের জন্য প্রয়োজন ছিল। **যিশু এর যোগ্য ছিলেন কারণ (১) যিশু পাপহীন ছিলেন** (পরিপূর্ণ এবং নিজের পরিত্রাণের প্রয়োজন ছিল না, ২ করিন্থীয় ৫:২১) এবং **(২) তিনি ছিলেন ঈশ্বর ও মানুষ উভয়ই।**

ক্ষমার ভিত্তি হিসাবে যা কিছু প্রয়োজন তা প্রায়শ্চিত্ত প্রদান করে। এখন ঈশ্বর সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করতে পারেন, যিনি অনুতপ্ত হন এবং তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করেন। যে কেউ ক্রুশের বলিদানকে বুঝতে পারে সে কখনই ভাবতে পারে না যে পাপ ঈশ্বরের কাছে গুরুতর বিষয় নয়।

প্রায়শ্চিত্ত এমন এক উপায় জোগায় যার ফলে একজন ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর একজন পাপীকে ধার্মিক হিসাবে গণনা করতে পারেন, যে তাঁর প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করে। (পড়ুন রোমীয় ৩:২৬)। প্রায়শ্চিত্ত কীভাবে কাজ করে তার একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যা রোমীয় ৩:২০-২৬ পদে পাওয়া যায়।

বাইবেল আমাদের বলে যে, ঈশ্বর যে পরিত্রাণ জুগিয়েছেন তাই হল একমাত্র উপায়। যদি কোন ব্যক্তি খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস দেখিয়ে অনুগ্রহের মাধ্যমে প্রদত্ত পরিত্রাণ প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে সে উদ্ধার পাবে না। (পড়ুন মার্ক ১৬:১৫-১৬, প্রেরিত ৪:১২, ইব্রীয় ২:৩)

এই কারণেই কেবলমাত্র অনুগ্রহের দ্বারা প্রাপ্ত পরিত্রাণ, যা কেবলমাত্র বিশ্বাসের দ্বারা প্রাপ্ত, মতবাদটি জানা গুরুত্বপূর্ণ। পরিত্রাণ একমাত্র অনুগ্রহেই সম্ভব হয় কারণ এটি অর্জন করতে বা প্রাপ্য হওয়ার জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না। এটি কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই হয়ে থাকে কারণ এটা অর্জন করার জন্য আমরা কিছুই করতে পারি না। আমরা শুধুমাত্র যা করতে পারি তা হল ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞাতে বিশ্বাস করা।

প্রথমে অনুগ্রহ

► একজন ব্যক্তির পরিত্রাণের অভিমুখে কে প্রথম পদক্ষেপ নেয়, ঈশ্বর বা ব্যক্তি নিজেই?

পাপীদের পরিত্রাণের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বর প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি ক্রুশে যিশুর বলিদানের মাধ্যমে মানুষকে ক্ষমা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এর ফলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ সেই পাপীর হৃদয়ে পৌঁছায়, তাকে তার পাপের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে এবং সে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চায়। (পড়ুন তীত ২:১১, যোহন ১:৯, রোমীয় ১:২০)। সেই পাপী ঈশ্বরের সাহায্য ছাড়া তার পাপ ত্যাগ করতে সমর্থ নয় (যোহন ৬:৪৪)। ঈশ্বর পাপীকে সুসমাচারের প্রতি সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা দেন। একজন ব্যক্তি যদি পরিত্রাণ না পান, তার অর্থ এই নয় যে সে অনুগ্রহ পাই নি, বরং ঈশ্বর তাকে যে অনুগ্রহ দিয়েছিলেন সে তাতে সাড়া দেয় নি।

যিশু সমগ্র জগতের পাপের জন্য মারা গিয়েছিলেন, এবং ঈশ্বর চান যেন প্রত্যেকে পরিত্রাণ পায়। (পড়ুন ২ পিতর ৩:৯, ১ যোহন ২:২, ১ তীমথিয় ৪:১০ পড়ুন)। ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা দেয়, কিন্তু তিনি কাউকে জোর করেন না। এই কারণেই ঈশ্বর পাপীকে অনুতপ্ত হতে এবং বিশ্বাস করার জন্য আহ্বান করেন (মার্ক ১:১৫)।

অনুতাপ

► অনুতাপ বা মন-পরিবর্তন কি?

অনুতপ্ত হওয়া বা মন-পরিবর্তনের অর্থ হল, ঘুরে দাঁড়ানো এবং বিপরীত দিকে যাওয়া। এর অর্থ হল, একজন পাপী নিজেকে দোষী ও শাস্তির যোগ্য হিসেবে দেখে কিন্তু সে তার পাপ থেকে দূরে সরে যেতে ইচ্ছুক।

> দুষ্টলোক তার পথ, মন্দ ব্যক্তি তার চিন্তাধারা পরিত্যাগ করুক। সে সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তাহলে তিনি তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন, সে আমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসুক, তাহলে তিনি অবাধে ক্ষমা করবেন। (যিশাইয় ৫৫:৭)

অনুতাপের অর্থ এই নয় যে, একজন পাপীকে অবশ্যই তার জীবন সংশোধন করতে হবে এবং ঈশ্বরের সামনে নিজেকে ধার্মিক করে তুলতে হবে। সেটা অসম্ভব। কিন্তু, পাপীকে অবশ্যই ইচ্ছুক থাকতে হবে যাতে ঈশ্বর তাকে তার পাপ থেকে উদ্ধার করেন।

► অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহলে পরিত্রাণের জন্য কেন অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন?

ক্ষমা করার একমাত্র প্রয়োজন হল বিশ্বাস, কিন্তু অনুতাপ ছাড়া পরিত্রাণের জন্য বিশ্বাসের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। একজন ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হতে না চান, তাহলে তিনি পাপ থেকে উদ্ধার পেতেও চান না।

ঈশ্বর যদি সেই লোকেদের ক্ষমা করেন, যারা পাপ করেতে থাকে এবং অনুতপ্ত হতে অস্বীকার করে, তাহলে তা তাঁকে পৃথিবীর ন্যায়পরায়ণ বিচারক হিসেবে অসম্মানিত করবে। অনুতপ্ত হওয়া প্রয়োজন, কারণ একজন ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত না হন, তাহলে তিনি পাপের মন্দতাকে স্বীকার করছেন না। যদি সে বুঝতে না পারে যে কেন তাকে পাপ থেকে ফিরে যেতে হবে, তাহলে কেন তার ক্ষমা প্রয়োজন তাও সে দেখতে পাবে না।

যদি একজন ব্যক্তি নিজেকে সত্যিকার অর্থে দোষী, অজুহাতহীন এবং শাস্তির যোগ্য বলে না দেখে থাকেন তবে সে পুরোপুরি অনুতপ্ত হয়নি। আবার যদি সে স্বীকার করে যে সে একজন পাপী কিন্তু পাপকাজ করা চালিয়ে যেতে থাকে তাহলে তার অনুতাপ অসম্পূর্ণ, কারণ সে যা প্রত্যাখ্যান করেছে বলে বলেছে সে তাই করতে চায়।

ত্রাণকারী বিশ্বাস

► যদি একজন ব্যক্তির ত্রাণকারী বিশ্বাস থাকে, তাহলে তিনি কী বিশ্বাস করেন?

যখন একজন ব্যক্তির মধ্যে ত্রাণকারী-বিশ্বাস থাকে, তখন সে বিশ্বাস করে যে:

(১) নিজেকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করার জন্য সে কিছুই করতে পারে না।

> কারণ বিশ্বাসের মাধ্যমে অনুগ্রহের দ্বারাই তোমরা পরিত্রাণ লাভ করেছ। তা তোমাদের থেকে হয়নি, কিন্তু ঈশ্বরেরই দান। তা কোনো কাজের ফল নয় যে তা নিয়ে কেউ গর্ববোধ করবে। (ইফিষীয় ২:৮-৯)

> "ত্রাণকারী বিশ্বাস হল নির্ভরতার বিশ্বাস যা সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাতার ওপর নির্ভর করে।"
> - জন স্টট

তিনি বুঝতে পারেন যে তিনি কিছুই করতে পারেন না (কাজ) যা তাকে পরিত্রাণ পাওয়ার যোগ্য করে তুলবে, এমনকি আংশিকভাবেও নয়।

(২) খ্রিস্টের বলিদান তার ক্ষমার জন্য যথেষ্ট।

> তিনি আমাদের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত, শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। (১ যোহন ২:২)

পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত (Propitiation) বলতে সেই বলিদানকে বোঝায়, যা আমাদের পক্ষে ক্ষমালাভ করা সম্ভবপর করে তোলে। আমাদের ক্ষমা করার জন্য খ্রিস্টের বলিদান ছাড়া আর কিছুরই প্রয়োজন নেই।

(৩) যিশু পাপ ও মৃত্যু জয় করে পুনরুত্থিত হয়েছেন।

> ...যদি তুমি "যীশুই প্রভু," বলে মুখে স্বীকার করো ও হৃদয়ে বিশ্বাস করো যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন, তাহলে তুমি পরিত্রাণ পাবে। (রোমীয় ১০:৯)

পাপ এবং মৃত্যুকে পরাজিত করার একমাত্র উপায় ছিল যিশুর পুনরুত্থান। যীশুর পুনরায় জীবিত হয়ে উঠা প্রমাণ করে উভয়ের উপর তাঁর সম্পূর্ণ বিজয়।

(৪) একমাত্র বিশ্বাসের শর্তে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেন।

> আমরা যদি আমাদের পাপস্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, তাই তিনি আমাদের সব পাপ ক্ষমা করে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচিশুদ্ধ করবেন। (১ যোহন ১:৯)

একজন ব্যক্তি যদি মনে করেন যে পরিত্রাণের জন্য অন্যান্য শর্ত রয়েছে, তা হলে তিনি আশা করেন যে তিনি সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহের পরিবর্তে কাজের দ্বারা আংশিক পরিত্রাণ আশা করেন।

আশ্বাস

► কীভাবে মানুষ নিশ্চিত হতে পারে যে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে?

কিছু লোক তাদের অনুভূতির উপর নির্ভর করে কিন্তু অনুভূতি পরিবর্তনযোগ্য এবং বিভ্রান্তিকর হতে পারে।

বাইবেল আমাদের বলে যে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি (১ যোহন ৫:১৩) আমরা এই আস্থা রাখতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের গ্রহণ করেছেন। আমাদের ভয়ের মধ্যে থাকতে হবে না কারণ ঈশ্বরের আত্মা আমাদের আশ্বস্ত করে যে আমরা ঈশ্বরের দত্তক সন্তান। প্রেরিত পৌল বলেছেন যে, পবিত্র আত্মা আমাদের মানব আত্মাদের কাছে সাক্ষ্য দেয় যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান (রোমীয় ৮:১৫-১৬)।

এই নিশ্চয়তা এতটাই সম্পূর্ণ যে আমাদের বিচারের দিনকে ভয় করতে হবে না। (পড়ুন ১ যোহন ৪:১৭)। কিছু লোক বলে যে তারা আশা করে যে, তারা স্বর্গে গৃহীত হবে কিন্তু আমরা এর চেয়ে ভাল নিশ্চয়তা পেতে পারি। এটা বিশ্বাস করা মতো যথেষ্ট নয় যে সাধারণভাবে মানবতার জন্য পরিত্রাণ দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই জানতে হবে যে তিনি নিজেই সেই পরিত্রাণ পেয়েছেন।

পরিবর্তিত জীবন হল একজন ব্যক্তির পরিত্রাণ পাওয়ার প্রমাণ, কিন্তু সেই প্রমাণ প্রথম মুহূর্তে মুহূর্তে বিদ্যমান থাকে না। পরিত্রাণের ফলাফল প্রকাশ করার সময় তখনও আসেনি। অতএব, অনুতাপের সময়ে, পরিবর্তিত জীবন নিশ্চয়তার ভিত্তি নয়।

বিশ্বাসী তার পরিত্রাণের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারে এই বিষয়টি জেনে যে সে পরিত্রাণের জন্য শাস্ত্রীয় পথ অনুসরণ করেছে। যদি কেউ সত্যই অনুতপ্ত হয় এবং বাইবেলের নির্দেশ অনুসারে বিশ্বাস করে তবে তার বিশ্বাস করার অধিকার রয়েছে যে ঈশ্বর তাকে ক্ষমা করেছেন এবং তিনি ঈশ্বরের সন্তান হয়েছেন।

একজন ব্যক্তি যদি এইরকম মনে করেন যে তিনি সত্যিকারে অনুতাপ না করেই পরিত্রাণ পেয়েছেন, তা হলে তিনি বিভ্রান্ত এবং প্রতারিত করছেন।

একজন ব্যক্তি যদি (১) সত্যিই অনুতপ্ত হন, (২) শাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার ওপর নির্ভর করেন এবং (৩) আত্মার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, তা হলে তিনি প্রতারিত হবেন না। এই নিশ্চয়তা ঈশ্বরের বাক্যের ওপর ভিত্তি করে, যা পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য। ঈশ্বর সবসময় তাঁর প্রতিজ্ঞাগুলি রাখেন।

পরিত্রাণের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ১০টি পরিভাষা

পুনর্মিলন (Reconciliation): এই শব্দটির অর্থ হল, যারা পূর্বে শত্রু ছিল, তারা এখন শান্তিতে রয়েছে। পরিত্রাণে ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হন এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের শান্তি হয়। (পড়ুন ২ করিন্থীয় ৫:১৯, ২ করিন্থীয় ৫:১ রোমীয় ৫:১। এই পদগুলি ধার্মিকগণনা এবং পুনর্মিলন উভয় বিষয়ের কথা বলে।)

প্রায়শ্চিত্তকরণ (Expiation): এই শব্দের অর্থ হল, কোনো রেকর্ড মুছে ফেলা হয়েছে। পরিত্রাণে, আমাদের পাপের রেকর্ড মুছে ফেলা হয়। (পড়ুন ইব্রীয় ৮:১২)

তুষ্টিসাধন (Propitiation): এই শব্দটি এমন কিছুকে বোঝায়, যা কারও রাগ দূর করার জন্য দেওয়া হয়েছিল। পরিত্রাণে, যিশুর বলিদান আমাদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ধার্মিক ক্রোধকে অপসারণ করে। (পড়ুন ১ যোহন ২:২)

নিস্তার (Deliverance): এই শব্দের অর্থ হল কাউকে অন্যের শক্তি থেকে উদ্ধার করা। পরিত্রাণে, আমাদেরকে শয়তান ও পাপের ক্ষমতা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। (পড়ুন লূক ১:৭৪, রোমীয় ৬:৬, ১২-১৮)

পুনরুদ্ধার (Redemption): এই শব্দটির অর্থ হল কাউকে মুক্ত করার জন্য মূল্য প্রদান করা। পরিত্রাণের ক্ষেত্রে যিশুর মৃত্যু হল সেই মূল্য যাতে আমরা পাপের দাসত্ব ও শাস্তি থেকে মুক্ত হই। (পড়ুন ইফিষীয় ১:৭, তীত ২:১৪)

ধার্মিকগণনা (Justification): এই শব্দটির অর্থ হল কাউকে ধার্মিক বা নির্দোষ ঘোষণা করা। পরিত্রাণে, একজন পাপী ধার্মিক গণিত হয় কারণ যিশু তাঁর জায়গায় কষ্টভোগ করেছিলেন। (পড়ুন রোমীয় ৫:১, ২ করিন্থীয় ৫:১৯। এই পদগুলি ধার্মিকগণনা এবং পুনর্মিলন উভয় বিষয়ের কথা বলে।)

পবিত্রীকরণ (Sanctification): এই শব্দের অর্থ হল কাউকে পবিত্র করা। পরিত্রাণে, একজন দোষী পাপী ঈশ্বরের পবিত্র সন্তান হয়ে ওঠে। অনেক পত্রে বিশ্বাসীদের ‘পবিত্রগণ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (পড়ুন ইফিষীয় ১:১, ফিলিপীয় ১:১, কলসীয় ১:২)

দত্তকগ্রহন (Adoption): এই শব্দের অর্থ হল, কেউ অন্যের বৈধ সন্তান হয়ে ওঠে। পরিত্রাণে আমরা ঈশ্বরের সন্তান হই। (পড়ুন যোহন ১:১২, রোমীয় ৮:১৫)

পুনর্জন্ম / নতুন জন্ম (Regeneration / New Birth): এই শব্দের অর্থ হল আবার জীবন শুরু করা। পরিত্রাণে, বিশ্বাসীরা খ্রিষ্টের পুনরুত্থানের মাধ্যমে এক নতুন আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করে। (পড়ুন ইফিষীয় ২:১, যোহন ৩:৩, ৫)

মুদ্রাঙ্কিতকরণ (Sealing): এই শব্দটির অর্থ এমন কোন চিহ্ন যা দেখায় যে এর মালিক কে। পরিত্রাণে, আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা আমাদেরকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে শনাক্ত করে যে আমরা ঈশ্বরের অধিকারভুক্ত। (পড়ুন ইফিষীয় ১:১৩-১৪)

ত্রুটি এড়ান: অনুতাপহীন ধর্ম

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: ক্লাসের একজন সদস্য এই বিভাগটি ব্যাখ্যা করতে পারে।

এমন এক ধরনের মানুষ আছেন যিনি সহজেই মনে করেন যে তিনি পরিত্রাণ পেয়েছেন কারণ তিনি শুনেছেন যে পরিত্রাণ বিশ্বাসের দ্বারা অনুগ্রহের মাধ্যমে আসে। তিনি সত্যিই অনুতপ্ত হননি কারণ তিনি বুঝতে পারেননি যে তার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি কখনো নিজেকে ঈশ্বরের বিচারের যোগ্য একজন পাপী হিসেবে দেখেননি। তিনি মনে করেন যে অনুগ্রহের অর্থ হল তিনি নিজের পথে চলতে পারেন। যেহেতু তিনি খ্রিস্টধর্মকে গ্রহণ করেছেন, তাই তিনি মনে করেন যে তিনি একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী, যদিও তার জীবনের কোনো রূপান্তর ঘটেনি। তিনি কখনও নিজের ইচ্ছাকে আত্মসমর্পণ করেননি, বরং তিনি ঈশ্বরকে তাঁর জীবনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং এখনও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাঁর নিজের ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাপন করেন। শাস্ত্রীয় বর্ণনা অনুযায়ী এটি ঈশ্বরের সঙ্গে এক ত্রাণকারী সম্পর্কের সূত্রপাত নয়।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসঙ্গে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

যিশুখ্রিস্টের জীবন, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত প্রদান করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই পাপের দোষে দোষী এবং নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম। প্রত্যেক পাপী যে অনুতপ্ত হয়, সে বিশ্বাস দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করতে পারে। বিশ্বাসীকে ক্ষমা করা হয় এবং পাপের ক্ষমতা এবং শাস্তি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসী ব্যক্তিকে একজন দোষী পাপী থেকে ঈশ্বরের একজন পবিত্র উপাসক করে তোলে। পরিত্রাণের আর কোনো উপায় নেই। সৃষ্টিকে সাধারণভাবে উদ্ধার করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর তা পুনঃস্থাপিত করবেন।

পুরাতন নিয়মে পরিত্রাণ

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: এই বিভাগ এবং পরবর্তী বিভাগ উভয়ই ঐচ্ছিক। সদস্যরা যদি এই বিষয়গুলির প্রতি আগ্রহী হয়, তা হলে সেগুলি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

পুরাতন নিয়মে, ঈশ্বর বলিদানের মাধ্যমে উপাসনার রীতি প্রদান করেছিলেন। যিশুর মৃত্যু যেভাবে পরিত্রাণ প্রদান করে বলিদান কিন্তু তা করেনি। বাইবেল আমাদের বলে যে, "... ষাঁড় ও ছাগলের রক্ত পাপ হরণ করতেই পারে না।" (ইব্রীয় ১০:৪) তাহলে কেন বলি উৎসর্গ করা হোত? এগুলি এমন উপাসনার রূপ ছিল যা ভবিষ্যতে খ্রিস্টের ত্যাগের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। (ইব্রীয় ১০:১)

এর অর্থ এই নয় যে, নতুন নিয়মের সময় পর্যন্ত পরিত্রাণ সম্ভব হয়নি। প্রেরিত পৌল যখন বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিক গণিত হওয়ার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখন তিনি অব্রাহাম ও দায়ূদের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন যে এটা কোনো নতুন ধারণা নয় (রোমীয় ৪:১-৮)। যিশু বলেছিলেন যে, নীকদীমের ইতিমধ্যেই নতুন জন্ম সম্বন্ধে জানা উচিত কারণ তিনি নিয়মের একজন শিক্ষক ছিলেন (যোহন ৩:১০)। পৌল তীমথিয়কে বলেছিলেন যে, পুরাতন নিয়মের শাস্ত্র তাকে পরিত্রাণ সম্বন্ধে বিজ্ঞ করে তুলবে (২ তীমথিয় ৩:১৫) সুতরাং, এই সুসমাচারটি পুরাতন নিয়মে উপলব্ধ ছিল যদিও এটি নতুন নিয়মের মতো স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়নি।

পুরাতন নিয়মের সময়ে কিছু মানুষ ছিল যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ বুঝতে পেরেছিল। তাঁরা প্রায়শ্চিত্তের বিস্তারিত বিবরণ বা এটি কিভাবে তা কাজ করবে তা জানত না , কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করছিল যে ঈশ্বর ক্ষমার একটি ভিত্তি প্রদান করছেন। সেই বিশ্বাস প্রকাশ করার জন্য বলি উৎসর্গ করা হতো, ঠিক যেমন আজকে আমাদের উপাসনার একটি ধরন রয়েছে (উদাহরণস্বরূপ, প্রভুর ভোজ)। এই বলিগুলি মূল্যহীন ছিল, যদি সেগুলি বিশ্বাস ও বাধ্যতার সঙ্গে না এসে থাকত, ঠিক যেমন আমাদের উপাসনার ধরনগুলি মূল্যহীন হবে যদি না সেগুলি হৃদয় ও জীবনের অভিব্যক্তি হয়, যা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য। গীতসংহিতা ৫১ এবং যিশাইয় ১:১১-১৮ পদ দেখায় যে, পুরাতন নিয়মের সময়ে অনুতাপ ও বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

খ্রিষ্টের বলিদানের অনেক বছর আগে লিখিত গীতসংহিতা ৮৫ অধ্যায়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং কীভাবে ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেন, তা সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে তার ক্রোধ অবসান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। গীতসংহিতা ৮৫:১০ পদ বলে, "প্রেম ও বিশ্বস্ততা একত্রে মিলিত হয়, ধার্মিকতা ও শান্তি পরস্পরকে চুম্বন করে।।" প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে পরিত্রাণের এটি একটি চমৎকার চিত্র। প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া ঈশ্বরের করুণা সেই সত্যের দ্বারা সীমিত হবে যে আমরা দোষী। ঈশ্বরের ধার্মিকতা শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে আমাদেরকে তাঁর শত্রু করে তুলবে। প্রায়শ্চিত্তের সময় ন্যায়বিচার পূরণ হয় এবং করুণা দেখানো হয়।

সমগ্র সৃষ্টির পরিত্রাণ

উদ্ধার, নিস্তার বা পরিত্রাণ শব্দগুলি বাইবেলে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি কেবল ব্যক্তিগত পরিত্রাণের চেয়ে আরও বেশি কিছুকে বোঝায়, যা এই পাঠে বর্ণনা করা হয়েছে। এগুলি অতীতে কী করা হয়েছিল (ইফিষীয় ২:৮), যা বর্তমানে ঘটছে (১ করিন্থীয় ১:১৮) আর ভবিষ্যতে কী হবে (মার্ক ১৩:১৩) তা নির্দেশ করে। এই ধারণাটি বিভিন্ন ব্যক্তির জীবনে কী ঘটেছে তা উল্লেখ করতে পারে (যা এই পাঠে জোর দেওয়া হয়েছে), কিন্তু এটি মানুষের গোষ্ঠীকেও বোঝাতে পারে, যেমন ইহূদীরা (রোমীয় ১:১৬) পরজাতিয়রা (রোমীয় ১১:১১), এক পরিজনবর্গ (লূক ১৯:৯), অথবা একটি পরিবার (ইব্রীয় ১১:৭) বা শারীরিক বিপদ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তি (মথি ১৪:৩০)।

প্রথম মানুষেরা যখন পাপ করেছিল, তখন সমস্ত সৃষ্টির উপর অভিশাপ এসেছিল (আদিপুস্তক ৩:১৭)। পরিত্রাণ সম্পন্ন হলে সৃষ্টিও পুনরুদ্ধার করা হবে।

আধ্যাত্মিক পুনর্নবীকরণ দিয়ে পরিত্রাণ শুরু হয়। বিশ্বাসীরা পাপ থেকে মুক্ত এবং তারা ঈশ্বরের আশীর্বাদে বসবাস করে। কিন্তু, তারা এখনও পাপের অভিশাপের বাস্তবিক দিক থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারেনি। এখনও তাদের বয়স বাড়ে ও মৃত্যু হয়।

প্রকৃতি এখনও পাপের অভিশাপের মধ্যে রয়েছে। ঈশ্বর যেভাবে প্রথম পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছিলেন তা আমরা দেখতে পাই না। । আমরা প্রকৃতিতে ক্ষতিকর প্রাণীদের দেখতে পাই যারা একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। আমাদের পৃথিবীতে, অন্যদের বেঁচে থাকার জন্য অনেককে মরতে হবে।

এমন সময় আসতে চলেছে যখন সমস্ত সৃষ্টিকে পুনর্নবীকরণ করা হবে (প্রকাশিত বাক্য ২১:১, ইব্রীয় ১:১০-১২)। রোমীয় ৮:১৮-২৫ পদ পাপের অভিশাপ থেকে মুক্ত এক জগতের খ্রীষ্টীয় আশাকে বর্ণনা করে।

৮ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- গীতসংহিতা ৫১
- যিশাইয় ১:১১-১৮
- রোমীয় ৩:২০-২৬
- রোমীয় ৮:১৯-২৫
- ইফিষীয় ২:১-১০

(২) পরীক্ষা: আপনি ৮ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

৮ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) কেন অনেক মানুষের কাছে ক্রুশ একটি অমর্যাদার বিষয়?

(২) এমন চারটি বিষয় তালিকাভুক্ত করুন যেগুলি প্রত্যেক অনুতাপহীন পাপী সম্বন্ধে সত্য।

(৩) প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া ক্ষমা করলে কেন ঈশ্বরকে অসম্মান হবে?

(৪) কোন দুটি উপায়ে যিশু অনন্যভাবে বলিদান হওয়ার যোগ্য হয়েছিলেন?

(৫) একজন অনুতপ্ত পাপীর দৃষ্টিভঙ্গি কেমন থাকে?

(৬) একজন ব্যক্তির যদি ত্রাণকারী-বিশ্বাস থাকে, তা হলে তিনি কী বিশ্বাস করেন?

(৭) কীভাবে একজন ব্যক্তি নিশ্চিত হতে পারেন যে তিনি পরিত্রাণ পেয়েছেন?

পাঠ ৯
পরিত্রাণের বিষয়সকল

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- পাপের উপর বিশ্বাসীর বিজয়ের বিশেষ সুযোগ ও গুরুত্ব।
- ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের বিজয়ী জীবনযাপন প্রদান করে।
- আধ্যাত্মিক জীবন যা খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক থেকে আসে।
- অনুগ্রহ থেকে পতিত হওয়ার বিষয়ে শাস্ত্রীয় সতর্কবাণী।
- বিশেষ করে পরিত্রাণ সংক্রান্ত খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থীর পাপের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার উচ্চ প্রত্যাশা থাকবে।

ভূমিকা

► রোমীয় ৬ অধ্যায়টি একসঙ্গে পড়ুন। এই অধ্যায়টি পরিত্রাণের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের কী জানায়?

পরিত্রাণের প্রমাণ

পরিত্রাণের ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা হল ১ যোহনের অন্যতম মুখ্য বিষয়বস্তু। যোহন এই পত্রটি লেখার কারণ উল্লেখ করে বলেন, "তোমরা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করো, তাদের কাছে আমি এসব বিষয় লিখছি, যেন তোমরা জানতে পারো যে, তোমরা অনন্ত জীবন লাভ করেছ" (১ যোহন ৫:১৩)।

► কোনও ব্যক্তির যদি সে পরিত্রাণ পেয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশয় থাকে তবে তার কী করা উচিত?

প্রেরিত জানতেন যে এমন সময় আসবে, যখন একজন বিশ্বাসীর এই আশ্বাস প্রয়োজন যে পরিত্রাণ পেয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন যে বিশ্বাসীর পক্ষে তার আশ্বাসের ভিত্তি তৈরি করার প্রমাণ অনুসন্ধান করা উপযুক্ত। পুরো পত্র জুড়ে তিনি প্রমাণের কিছু উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, "আমরা এভাবেই বুঝতে পারি" (১ যোহন ৩:১৬)।[11] তিনি বলেছিলেন যে বিশ্বাসীরা তাদের হৃদয়কে আশ্বস্ত করার জন্য এই প্রমাণগুলি ব্যবহার করতে পারে (১ যোহন ৩:১৯)।

১ম যোহনের পত্র জুড়ে বিশ্বাসীর যে বৈশিষ্টের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে তা হল পাপের উপর বিজয়। প্রেরিত বলেছিলেন, “আমার প্রিয় সন্তানেরা, আমি তোমাদের এসব লিখছি, যেন তোমরা পাপ

[11] ১ যোহন ২:৩, ৫, ২৯; ১ যোহন ৩:১০, ১৪, ১৯, ২৪. ১ যোহন ৫:২, ১৮

না করো।" (১ যোহন ২:১) এই বিবৃতির দ্বারা প্রেরিত দেখান যে বিশ্বাসী ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত পাপ (willful sin) থেকে মুক্ত এক জীবন যাপন করা উচিত।[12] তিনি তাদের বিজয় জীবনের গুরুত্ব দেখানোর জন্য লিখছেন।

> ...কিন্তু কেউ যদি পাপ করে, তাহলে আমাদের একজন পক্ষসমর্থনকারী আছেন; তিনি আমাদের হয়ে পিতার কাছে মিনতি করেন। তিনি যিশু খ্রীষ্ট, সেই ধার্মিক পুরুষ। তিনি আমাদের সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত, শুধুমাত্র আমাদের জন্য নয়, কিন্তু সমস্ত জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। (১ যোহন ২:১-২)

এখানে যোহন স্বীকার করেছেন যে পাপ ঘটতে পারে, যদিও এমন হতেই হবে তা নয়। তিনি আমাদের আশ্বাস দেন যে একজন বিশ্বাসী পাপ করলে খ্রিস্টের বলিদান সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, একজন বিশ্বাসী আবার পাপে ফিরে যেতে এবং অনুতাপ না করেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষমা পেতে পারে। এই পদটি কেবল বলে যে সমগ্র জগৎ এবং সমস্ত পাপের জন্য বলিদান প্রাপ্তিসাধ্য। আমরা জানি যে সমগ্র পৃথিবী স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিত্রাণ পায় না। যদি একজন বিশ্বাসী পাপ করে তবে তাকে অবশ্যই ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য অনুতপ্ত হতে হবে।

১ যোহন থেকে নিম্নলিখিত পদগুলি দেখায় যে একজন বিশ্বাসীর গুরুত্বপূর্ণ স্বাতন্ত্র্যতা হল ইচ্ছাকৃত পাপের উপর বিজয়। বন্ধনীর বাক্যাংশগুলিতে মন্তব্য যোগ করা হয়েছে।

> আমরা যদি তাঁর আদেশ পালন করি, তাহলেই বুঝতে পারব যে আমরা তাঁকে জেনেছি [ঈশ্বরের অবাধ্য একজন ব্যক্তির এই প্রমাণের অভাব রয়েছে]। যে ব্যক্তি বলে, "আমি তাঁকে জানি," কিন্তু তাঁর আদেশ পালন করে না, সে মিথ্যাচারী, তার অন্তরে সত্য নেই। (১ যোহন ২:৩-৪)
>
> যে কেউ পাপ করে, সে বিধান লঙ্ঘন করে; প্রকৃতপক্ষে, বিধান লঙ্ঘন করাই হল পাপ। কিন্তু তোমরা জানো যে, আমাদের পাপ হরণের জন্য তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মধ্যে পাপের লেশমাত্র নেই। যে তাঁর মধ্যে বাস করে, সে পাপে লিপ্ত থাকে না। যে অবিরত পাপ করতেই থাকে, সে তাঁকে দেখেনি বা তাঁকে জানেও না। (১ যোহন ৩:৪-৬)
>
> প্রিয় সন্তানেরা, কাউকে তোমাদের বিপথে চালিত করতে দিয়ো না। যে ন্যায়সংগত আচরণ করে, সে ধার্মিক [পাপ করতে থাকা ব্যক্তি কোনোভাবে ধার্মিক গণ্য হননি], যেমন তিনি ধার্মিক। যে পাপ করে, সে দিয়াবলের, কারণ দিয়াবল প্রথম থেকেই পাপ করে আসছে। ঈশ্বরের পুত্র এই কারণেই প্রকাশিত হয়েছেন, যেন দিয়াবলের সব কাজ ধ্বংস করেন। (১ যোহন ৩:৭-৮)
>
> ঈশ্বর থেকে জাত কোনো ব্যক্তি পাপে লিপ্ত থাকতে পারে না, কারণ ঈশ্বরের স্বভাব তার মধ্যে থাকে; সে ক্রমাগত পাপ করতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বর থেকে জাত। (১ যোহন ৩:৯)
>
> যারা তাঁর আদেশ পালন করে, তারা তাঁর মধ্যেই বাস করে এবং তিনিও তাদের মধ্যে বাস করেন। আবার তিনি যে আত্মা আমাদের দিয়েছেন, তাঁর দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, তিনি আমাদের মধ্যে

---

[12] ৫ নং পাঠে ইচ্ছাকৃত পাপ (Willful Sin) সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

আছেন। (১ যোহন ৩:২৪) [খ্রীষ্টেতে অবস্থান করে অনবরত ঈশ্বরের আদেশগুলি লঙ্ঘন করা অসঙ্গতিপূর্ণ।]

ঈশ্বরকে প্রেম করে এবং তাঁর আদেশ পালনের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, আমরা ঈশ্বরের সন্তানদের প্রেম করি। ঈশ্বরের প্রতি প্রেম করা হল এই: তাঁর আদেশ পালন করা। আর, কারণ তাঁর আদেশ দুর্বহ নয়। (১ যোহন ৫:২-৩) [প্রকৃত প্রেম বাধ্যতাকে অনুপ্রাণিত করে। অবাধ্যতা দেখায় যে, প্রেমের অভাব রয়েছে।]

কারণ ঈশ্বর থেকে জাত প্রত্যেক ব্যক্তি জগৎকে [এর প্রলোভন ও আত্মাকে] জয় করে। আমাদের জয় এই যে, আমাদের বিশ্বাসই জগতকে পরাস্ত করেছে। (১ যোহন ৫:৪)

আমরা জানি, যে ঈশ্বর থেকে জাত, সে পাপকর্মে রত থাকে না; ঈশ্বর থেকে যে জাত, সে নিজেকে সুরক্ষিত [পাহারায়] রাখে এবং সেই পাপাত্মা তার ক্ষতি করতে পারে না। (১ যোহন ৫:১৮)

► বিশ্বাসীর কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই পদগুলিতে সুস্পষ্ট?

এই পদগুলি থেকে এটি সুস্পষ্ট যে বিশ্বাসীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল সে ঈশ্বরের আনুগত্যে থাকে। ইচ্ছাকৃত পাপের উপর বিজয় বিশ্বাসীর একটি বিশেষাধিকার।

১ যোহন ১:৮ পদের টীকা

কখনও কখনও যারা অস্বীকার করে যে একজন বিশ্বাসী ইচ্ছাকৃত পাপের উপর বিজয়ী হতে পারে তারা ১ যোহন ১:৮ পদ উদ্ধৃত করে: “আমরা যদি নিজেদের নিষ্পাপ বলে দাবি করি, তাহলে আমরা নিজেদের প্রতারণা করি এবং সত্য আমাদের মধ্যে বাস করে না।” তবে পাপ করার অর্থ কী? এর অর্থ কি এই যে, এমনকি বিশ্বাসীরাও ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করে চলেছে? উপরে উল্লেখিত ১ যোহন ৩ অধ্যায়ের বিবৃতিগুলির সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না। যদি যোহন আগেই বলতেন, "প্রত্যেক বিশ্বাসীসহ প্রত্যেক জন পাপ করে চলে," তাহলে ৩ অধ্যায়ের বিবৃতিগুলির কোন মানেই হয় না।

প্রসঙ্গ থেকে আমরা জানি যে ১ যোহন ১:৭ পদে পাপের জন্য একটি শুদ্ধির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এই শুদ্ধিকরণ তাদের জন্য যারা জ্যোতিতে চলে, যার অর্থ ঈশ্বরের আনুগত্যে থেকে সত্য অনুযায়ী জীবনযাপন করা। যারা এখন ঈশ্বরের বাধ্য হয়ে জীবনযাপন করছে, তারা খ্রিস্টের রক্তের দ্বারা তাদের অতীতের পাপগুগুলি থেকে শুচি হয়েছে।

কিন্তু এমন কিছু লোক থাকতে পারে যারা অস্বীকার করে যে তারা পাপ করেছে এবং তাদের শুদ্ধিকরণের প্রয়োজন রয়েছে। তারাই সেই মানুষ যারা বলে তাদের কোন পাপ নেই এবং নিজেদেরকে প্রতারিত করে। তারা দাবি করছে যে তারা কখনও পাপ করেনি, অথবা তারা খ্রীষ্ট ছাড়াই তাদের পাপের সমস্যার সমাধান করেছে।

১ যোহন ১:৯ পদে আবার ক্ষমা ও শুচি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। ১ যোহন ১:১০ পদে তিনি আবার বলেন যে, যারা বলে যে তারা পাপ করেনি তারা স্বয়ং ঈশ্বরের বিরোধিতা করছে।

যোহন সেই ব্যক্তিদের ভুল শোধরানোর জন্য লিখেছিলেন, যারা মনে করেনি যে, খ্রিস্টের দ্বারা প্রদত্ত শুদ্ধিকরণ ও ক্ষমার প্রয়োজন - বরং তারা মনে করেছিল যে তাদের পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়োজন নেই। তিনি এই কথা বলছিলেন না যে বিশ্বাসীরাও পাপ করে চলেছে, কারণ তাহলে তিনি যে মূল বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন এবং যা এই পত্রে যে সরাসরি বিবৃতিগুলি দেওয়া হয়েছে তার পরস্পরবিরোধী হবে।

বিজয় জীবনের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি (Depravity) ও মানবিক দুর্বলতার কারণে বিজয়ী জীবন যাপন করা সবসময় সহজ নয়। এই কারণে, অনেক লোক বিশ্বাস করে যে ইচ্ছাকৃত পাপ না করে বেঁচে থাকা অসম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহে উভয় সমস্যারই উত্তর রয়েছে।

► উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি কী?

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি (Inherited Depravity) হল মানুষের নৈতিক প্রকৃতির অবক্ষয় যা জন্ম থেকেই মানুষকে পাপের দিকে ধাবিত করে। মন পরিবর্তনের (conversion) পর, একজন বিশ্বাসী পাপের প্রতি এই প্রবণতার সঙ্গে লড়াই করে। কিন্তু ঈশ্বর কেবলমাত্র প্রতিদিন বিজয় লাভের জন্যই নয়, কিন্তু উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি দূর করার জন্যও অনুগ্রহ প্রদান করে থাকেন (প্রেরিত ১৫:৯, ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩, ১ যোহন ১:৭)।

পাপপূর্ণ প্রকৃতি এমন এক অবস্থা নয় যে আমাদের সমগ্র পার্থিব জীবনে এর বশীভূত থাকতে হবে। (রোমীয় ১২:১) জয়ী হওয়ার জন্য একজন বিশ্বাসীকে এমন এক পর্যায়ে আসতে হবে, যখন তিনি সম্পূর্নরূপে ঈশ্বরের কাছে তার হৃদয় সমর্পণ করেন। যখন পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীকে পরিপূর্ণ করেন, তখন তিনি বিশ্বাসীকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে ভালবাসতে সক্ষম করেন।

► মানবিক দুর্বলতা কী?

মানবিক দুর্বলতা (Human Weaknesses) হল শারীরিক বা মানসিক সীমাবদ্ধতা বা ঘাটতি। আদমের পাপে পতিত হওয়ার কারণে এবং ক্রমাগত পাপের মাধ্যমে মানবজাতির অধঃপতনের কারণে ঈশ্বর আমাদের যে স্তরে সৃষ্টি করেছিলেন সে তুলনায় আমরা মানসিক, শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল।

মানবিক দুর্বলতাগুলি আমাদেরকে ভুল করতে পরিচালিত করে। কোনো পরিস্থিতিতে আমরা হয়তো সঠিক কাজটি করতে পারি না। কিছু নির্দিষ্ট শ্রেণী বা সাম্প্রদায়িক দল সম্বন্ধে হয়তো আমাদের ভুল ধারণা রয়েছে। একজন ব্যক্তি যখন পরিত্রাণ পান, তখন ভুল ধারণাগুলি নিজে থেকে সংশোধন হয়ে যায় না। ভুল ধারণাগুলি ভুল কাজের হয় কারণ একজন ব্যক্তি যদি তার কী করা উচিত সে সম্পর্কে ভুল করে তবে সে ভুল কাজ করবে।

দুর্বলতাগুলি হয়তো একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন কারণে তার জীবনে দ্বন্দ নিয়ে আসতে।পারে হয়তো তিনি শাস্ত্রীয় নীতিগুলি কীভাবে প্রয়োগ করতে হয় তা শেখেননি। হয়তো তিনি এমন কোনো সংযম গড়ে তোলেননি যা তাকে তার আবেগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করবে। হয়তো তার দৈনন্দিন নিয়মানুবর্তিতা নেই যা তাকে শক্তিশালী রাখতে সাহায্য করবে। তিনি হয়তো আত্মার বশে চলার গুরুত্ব বোঝেন না।

আমরা অবশ্যই চটজলদি অন্যদের বিচার করব না, কারণ তারা কখন ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করছে তা আমরা সবসময় জানি না। প্রায়শই লোকেরা জ্ঞানের অভাব এবং আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার অভাবে ভুল করে থাকে।

আপনার জীবনে কি কখনো এমন কোনো প্রলোভন ছিল যা আপনি মনে করেছিলেন যে অন্য কেউ কখনো অনুভব করেননি? আপনি কি কখনো ভেবেছেন যে পাপের ওপর পুরোপুরি জয়ী হয়ে বেঁচে থাকা সত্যিই কী সম্ভব? ঈশ্বর সক্ষমকারী-অনুগ্রহ দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন যা প্রলোভনে আমাদের দুর্বলতার চেয়ে আরও বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন:

> মানুষের কাছে সাধারণভাবে যেমন ঘটে থাকে, তা ছাড়া অন্য কোনো প্রলোভন তোমাদের প্রতি ঘটেনি। আর ঈশ্বর বিশ্বস্ত। তোমরা যা সহ্য করতে পারো, তার অতিরিক্ত কোনো প্রলোভনে তিনি তোমাদের পড়তে দেবেন না। কিন্তু তোমরা যখন প্রলোভিত হও, তিনিই তোমাদের রক্ষা পাওয়ার পথও করে দেবেন, যেন তার মধ্যেও তোমরা দাঁড়িয়ে থাকতে পারো। (১ করিন্থীয় ১০:১৩)

> "ঈশ্বরের কাছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি আমাদের বলেন, 'পবিত্রতা ব্যতিরেকে কেউ প্রভুর দর্শন পাবে না' (হিব্রীয় ১২:১৪) পবিত্রতা আমাদের করণীয় কাজ করার বা না করার তালিকা নয়। বরং, এটি হল খ্রিষ্টসাদৃশ্যতা।"
> — জিম সিমবালা

► এই পদটি থেকে আমরা কি কি জানতে পারি?

এই পদ আমাদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানায়।

১। **আমাদের মানবপ্রকৃতির কারণে প্রলোভন আসে।** এর অর্থ হল, আপনার জীবনের লড়াই আপনার কাছে অনন্য নয়।

২। **ঈশ্বর আমাদের সহ্যের সীমা জানেন।** বোঝেন আমরা কতটা সহ্য করতে পারি। আমরা নিজেরা জানি না আমরা কত সহ্য করতে পারি, কিন্তু তিনি তা জানেন।

৩। **ঈশ্বর আমাদের কাছে আসা প্রলোভনগুলিকে সীমিত করেন।** তিনি চান যে আমরা বিজয়ী জীবনযাপন করি। এই পদ অনুসারে, সবসময় বিজয় সম্ভব।

৪। **জয়ের জন্য আমাদের যা কিছু প্রয়োজন ঈশ্বর তা জোগান।** তিনি পাপ এড়াবার পথ করে দেন। ঈশ্বর চান আমরা যেন জয়ী হই। তিনি বিজয়ীর জীবনযাপনের জন্য অনুগ্রহ দেন।

> "মানুষ পবিত্রতার দিকে ধাবিত হয় না। অনুগ্রহ-চালিত প্রচেষ্টা ছাড়া, মানুষ ধার্মিকতা, প্রার্থনা, শাস্ত্রের প্রতি বাধ্যতা, বিশ্বাস এবং প্রভুতে আনন্দের দিকে আকৃষ্ট হয় না। আমরা সমঝোতার দিকে ধাবিত হই এবং একে সহনশীলতা বলি; আমরা অবাধ্যতার দিকে ধাবিত হই এবং একে স্বাধীনতা বলি; আমরা কুসংস্কারের দিকে ধাবিত হই এবং একে বিশ্বাস বলি। আমরা হারিয়ে যাওয়া আত্ম-নিয়ন্ত্রণের নির্বিচারে লালন করি এবং এটিকে তা চিত্তবিনোদন বলি; আমরা প্রার্থনাহীনতার দিকে ঝুঁকে পড়ি এবং নিজেদেরকে এই ভেবে প্রতারিত করি যে, আমরা আইনসর্বস্বতা থেকে অব্যাহতি পেয়েছি; আমরা ঈশ্বরহীনতার দিকে এগিয়ে যাই এবং নিজেদের আশ্বস্ত করি যে আমরা বিমুক্ত হয়েছি"।
> - ডি.এ. কারসন

আত্মাতে জীবন

► রোমীয় ৮ অধ্যায় খুলুন এবং এই বিভাগে ব্যবহৃত পদগুলো দেখুন।

রোমীয় ৮ অধ্যায়ে বিশ্বাসীর জীবনে আত্মার কাজের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। রোমীয় ৮:২৬ পদ আমাদের বলে যে, কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা আমরা জানি না কিন্তু পবিত্র আত্মা আমাদের মাধ্যমে প্রার্থনা করেন।

এই অধ্যায়টি আমাদের জানায় কিভাবে বিজয়ী জীবনযাপন করতে হয়। আমরা যদি মাংসের পরিবর্তে আত্মাকে অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের দণ্ডবিধান করা করা হবে না (রোমীয় ৮:১,৪)। আমরা সেই ধার্মিকতাকে পরিপূর্ণ করতে পারি যা ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে আশা করেন, কারণ আত্মার শক্তি আমাদের মধ্যে কাজ করে (রোমীয় ৮:৪)।

একজন ব্যক্তি যদি পাপপূর্ণ প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন, তাহলে সে ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না (রোমীয় ৮:৮), নিন্দিত হবে (রোমীয় ৮:১), এবং ঈশ্বরের দ্বারা বিচারিত হবে (রোমীয় ৮:১৩-এ "মৃত্যু") কিন্তু পবিত্র আত্মার শক্তি ও নির্দেশনার মাধ্যমে আমরা পাপ কর্মের অবসান ঘটাতে পারি (রোমীয় ৮:১৩-১৪)।

খ্রীষ্টেতে জীবন

যোহন ১৫:১-১০ পদে দ্রাক্ষালতা ও শাখাগুলির একটি বিখ্যাত রূপক রয়েছে। এটি কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেয়।

আমরা কিভাবে খ্রীষ্টে থাকতে পারি? "তোমরা যদি আমার আদেশ পালন করো, তাহলে আমার প্রেমে অবস্থিতি করবে" (যোহন ১৫:১০)। খ্রিস্টে অবস্থান বন্ধ করার অর্থ হবে যে একজন ব্যক্তি তাঁর বাধ্য হওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তাহলে কী হবে?

কেউ যদি আমার মধ্যে না থাকে, সে সেই শাখার মতো, যেটিকে বাইরে ফেলে দেওয়া হয় ও সেটি শুকিয়ে যায়। সেই শাখাগুলিকে তুলে নিয়ে আগুনে ফেলা হয় ও সেগুলি পুড়ে যায় (যোহন ১৫:৬)। কোন ব্যক্তি যদি বাধ্য হওয়া থেকে বিরত থাকে এবং এর ফলে খ্রিস্টে অবস্থান না করে, তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। শাখাগুলিকে পুড়িয়ে ফেলা হল সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টান্ত।

"তোমরা আমার মধ্যে থাকলে, আমিও তোমাদের মধ্যে থাকব। নিজে থেকে কোনো শাখা ফলধারণ করতে পারে না, দ্রাক্ষালতার সঙ্গে অবশ্যই সেটিকে যুক্ত থাকতে হবে। আমার সঙ্গে যুক্ত না থাকলে, তোমরাও ফলবান হতে পারো না (যোহন ১৫:৪)। "আমার সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকটি শাখায় ফল না ধরলে, তিনি তা কেটে ফেলেন" (যোহন ১৫:২)। আমরা যদি বাধ্যতার দ্বারা খ্রিস্টতে না থাকি তা হলে আমরা ফল উৎপন্ন করতে পারব না। ফল উৎপন্ন করার অর্থ হল এমন এক জীবনযাপন করা যা পরিবর্তিত, আশীর্বাদধন্য এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরিচালিত হয়। কোন ব্যক্তি যদি ঈশ্বরের অবাধ্য হয়, তা হলে সে নিজেকে ঈশ্বরের দেওয়া জীবনের প্রবাহ থেকে নিজেকে আলাদা করে ফেলে এবং আর ঈশ্বরের অনুগ্রহে জীবনযাপন করতে পারেন না। যে ফল দেয় না, তাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

খ্রিষ্ট হলেন দ্রাক্ষালতার মতো, যা আমাদের জীবন দেয় (যোহন ১৫:৬)। পরিত্রাণের মূলে রয়েছে সম্পর্ক। খ্রীষ্ট থেকে পৃথক হওয়ার অর্থ হল পরিত্রাণ থেকে পৃথক হওয়া। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা ও বাধ্য হওয়ার মাধ্যমে আমরা খ্রিস্টের সঙ্গে এক পরিত্রাণমূলক সম্পর্ক বজায় রাখি (যোহন ১৫:১০)।

লাইট বাল্ব এবং বিদ্যুৎ একই ধারণার একটি আধুনিক উদাহরণ। একটি বাল্ব আলো থাকে যখন বিদ্যুতের শক্তি এতে প্রবাহিত হয়। শক্তির উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন হলে বাল্ব তার আলো দিতে পারে না। একইভাবে, খ্রিস্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের দ্বারা আমাদের অনন্তজীবন রয়েছে (যোহন ১৭:৩)। তার জীবন আমাদের মধ্যে প্রবাহিত হয়। আমরা যদি তাঁর কাছ থেকে নিজেদের পৃথক করে নিই, তা হলে আমরা সেই জীবন ধরে রাখতে পারবো না।

শাস্ত্রীয় সতর্কবাণী

কেউ কেউ বলে যে, লিখিত হওয়ার পর জীবন-পুস্তক থেকে কোনো নাম অপসরণ করা যায় না। কিন্তু অন্তত একটি বিষয় আছে যখন কোন নাম সরানো যেতে পারে:

> আবার কেউ যদি ভাববাণীর এই পুঁথি থেকে কোনও বাক্য সরিয়ে দেয়, তাহলে ঈশ্বর এই পুঁথিতে লিখিত জীবনদায়ী গাছ থেকে ও সেই পবিত্র নগর থেকে তার অধিকারও সরিয়ে দেবেন (প্রকাশিত বাক্য ২২:১৯)।

প্রকাশিত বাক্য পুস্তকের কিছু অংশ আক্ষরিকভাবে সরিয়ে ফেলার জন্য খুব কম লোকই দোষী। কিন্তু, বিষয়টা হল যে, জীবনপুস্তক থেকে কোনো নাম বাদ দেওয়া সম্ভব।

যিশু একটা প্রতিজ্ঞা ও সাবধানবাণী দিয়ে বলেছিলেন, যখন তিনি বলেছিলেন, "যে বিজয়ী হবে, সেও তাদের মতোই সাদা পোশাক পরবে। আমি জীবনপুস্তক থেকে তার নাম কখনও মুছে ফেলব না, কিন্তু আমার পিতার ও তাঁর দূতদের সামনে তার নাম স্বীকার করব" (প্রকাশিত বাক্য ৩:৫)।

এক সময় পৌল চিন্তিত ছিলেন যে, থিষলনীকীতে তার ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা হয়তো তাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছে। তিনি বলেছিলেন যে যদি তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে তাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য তার পরিশ্রম বিফলে যাবে (১ থিষলনীকীয় ৩:৫)। এটি দেখায় যে একজন বিশ্বাসীর পক্ষে তার বিশ্বাস থেকে সম্পূর্ণরূপে পতিত হওয়া সম্ভব যে তার আসল মনপরিবর্তন মূল্যহীন হয়ে যায়।

২ পিতর ২:১৮-২১ পদে আমরা দেখতে পাই যে এমন কিছু ভ্রান্ত-শিক্ষক রয়েছে, যারা আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যিশুখ্রিস্টের জ্ঞানের মাধ্যমে জগতের কলুষতা থেকে রক্ষা পেয়েছে এমন কিছু বিশ্বাসীকে প্রতারিত করেছে। এই প্রাক্তন বিশ্বাসীরা ধার্মিকতার পথ জানত কিন্তু তারা তা পরিত্যাগ করেছিল। এই শাস্ত্রাংশটি বলে যে, পাপপূর্ণ জীবনধারায় ফিরে যাওয়ার চেয়ে বরং তাদের সঠিক পথ না জানাটা ভালো ছিল। এটি দেখায় যে একজন ব্যক্তির পক্ষে পাপে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে তার পরিত্রাণ হারানো সম্ভব। একজন ব্যক্তির পক্ষে যদি তার পরিত্রাণ হারিয়ে ফেলা সম্ভব না হতো, তা হলে একজন ব্যক্তি পরিত্রাণ পাওয়ার আগের চেয়ে আরও খারাপ হতে পারত না।

পুত্রত্ব পরিবর্তন করা যেতে পারে। আমরা একসময় শয়তানের সন্তান (যোহন ৮:৪৪) এবং ক্রোধের সন্তান (ইফিষীয় ২:২) ছিলাম, কিন্তু ঈশ্বরের দ্বারা দত্তক নেওয়ার সময় সেই পুত্রত্ব পরিবর্তিত হয়েছে (রোমীয় ৮:১৫)। অপব্যয়ী পুত্র পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পুত্রত্বের সমস্ত সুবিধা হারিয়েছিল। তিনি যখন ফিরে এসেছিলেন, তখন তার পিতা তাকে এমন ভাবে উল্লেখ করেন যেন সে মারা গিয়েছিল (লূক ১৫:৩২)।

ঈশ্বর চান যেন বিশ্বাসীরা সুরক্ষিত বোধ করে, কিন্তু তাদের অনুভূতিকে মিথ্যা আশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নয় যা তাদের নিজেদেরকে সত্যিকারের বিপদে ফেলে দেয়। আমরা বিশ্বাসীদেরকে এমন প্রতিশ্রুতি দেব না, যা ঈশ্বর দেননি। আমরা যা-ই করি না কেন, তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন না যে, আমরা যাই করি না কেন আমরা আমাদের পরিত্রাণ হারানো থেকে সুরক্ষিত থাকব। তিনি আমাদের পরিচালনা করার প্রতিজ্ঞা করেন এবং পাপের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম করেন। ভয় মুক্ত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট আশ্বাস।

কখনও কখনও বিশ্বাসীরা তাদের পরিত্রাণ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে। তারা হয়তো এই বিষয়ে নিশ্চিত যে তারা একসময় পরিত্রাণ পেয়েছিল কিন্তু তবুও মনে সন্দেহ রয়েছে যে তারা এখনও ঈশ্বরের সাথে রক্ষাকারী সম্পর্কের মধ্যে রয়েছে কিনা। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্বন্ধে বাইবেল আমাদের ধাঁধায় রাখে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা এই যে, বিশ্বাসীরা তার পরিত্রাণ সম্বন্ধে এতটাই সুনিশ্চিত হোক যে, বিচার দিনের জন্য তার আত্মবিশ্বাস থাকবে (১ যোহন ৪:১৭), এবং সে ঈশ্বরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে কি না তা নিয়ে ভাবিত নয়।

কোন বিশ্বাসীর সন্দেহ থাকলে তার সেটা উপেক্ষা করা উচিত নয়, যদিও সে জানে যে একসময় পরিত্রাণ পেয়েছিল। তবুও সে বিশ্বাসে আছেন কিনা তা দেখার জন্য নিজেকে পরীক্ষা করা উপযুক্ত (২ করিন্থীয় ১৩:৫)। একজন ব্যক্তি যদি জানেন যে, পরিত্রাণের জন্য শাস্ত্রীয় পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করার মাধ্যমে তিনি পরিত্রাণ পেয়েছেন আর তিনি খ্রিস্টের সঙ্গে এক আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রেখে চলছেন, তা হলে তিনি নিশ্চিত থাকতে পারেন যে, তার আধ্যাত্মিক জীবন ঠিক রয়েছে।

ত্রুটি এড়ান: কম প্রত্যাশা

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: ক্লাসের দুজন সদস্য এই বিভাগটি এবং পরবর্তী বিভাগটি ব্যাখ্যা করতে পারে।

দুটি কারণে পাপকে জয় করা মানুষের কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়: মানব দুর্বলতা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে মানবিক সীমাবদ্ধতা থাকার কারণে ঈশ্বর আমাদের দোষীসাব্যস্ত করেন না। ঈশ্বর তাঁর আত্মার মাধ্যমে শক্তি দেন, যাতে আমরা তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি। দুর্বলতা থাকা পাপ নয় এবং দুর্বলতার কারণে কাউকে পাপ করতে হয় না।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তির প্রভাব মনপরিবর্তনের পরেও অব্যাহত থাকে, কিন্তু ঈশ্বর শুচি করার জন্য অনুগ্রহ প্রদান করেন। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি নিয়ে জন্ম নেওয়ার জন্য আমাদের দোষারোপ করা হয় না কিন্তু আমরা যদি ক্রমাগত এর দ্বারা প্রভাবিত হই, তা হলে সেটি আমাদের দোষ। তাই মানবিক দুর্বলতা অথবা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি আমাদের বিজয়ী হওয়ার আশাকে হারাতে পারে না।

খ্রিষ্টের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। আমরা তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে শনাক্তিকৃত হয়েছি এবং আমাদের পক্ষে এর অর্থ হল, পাপে মৃত হওয়া ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে এক নতুন জীবন লাভ করা (রোমীয় ৬:৩-১১)। তিনি আমাদের মধ্যে আছেন এবং আমরা তাঁর মধ্যে আছি। খ্রিস্টীয় জীবন শুধু এই নয় যে আমরা যথাসাধ্য তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করার চেষ্টা করি। খ্রিস্টীয় জীবনে খ্রিস্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন। তিনি যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন তিনি পাপের উপর জয়লাভ করেছিলেন এবং তিনি এখনও আমাদের মধ্যে বিজয়ী হয়ে বাস করেন।

কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ

একটি বড় শহরের রাস্তার পাশের ফুটপাথে বসে আছে অতি সাধারণ কাপড় পরিহিত একজন দরিদ্র মহিলা। তার চুল জট-পাকান ও ধুলোয় ঢাকা। তার গায়ের ত্বক অপরিচ্ছন্ন ও মলিন। সে হতাশ হয়ে বসে আছে। হঠাৎ, এক প্রচণ্ড হৈচৈ শোনা যায়। রাজ্যের মহান যুবরাজ তার সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে নিয়ে সেই পথে আসছেন। রাজপুত্র সুদর্শন, শক্তিশালী এবং দয়ালু! দরিদ্র মহিলাটি যে জায়গায় বসেছিল সে স্থানটি অতিক্রম সময় যুবরাজ তার ড্রাইভারকে ‘বললেন, 'দাড়াও'।

গাড়ি থেমে গেলে যুবরাজ তার ভৃত্যদের বলেন, "যে মহিলাটি রাস্তার ধারে বসে আছে আমি তাকে বিয়ে করতে চাই!

এখন দৃশ্যপট বদল হচ্ছে। বিয়ের দিন আমরা প্রাসাদের দিকে তাকাই। আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? ময়লা ও অনুজ্বল চুল নিয়ে এক অপরিচ্ছন্ন মহিলা তার ছিন্ন বস্ত্র পরে এখনও বসে আছে। তার চারপাশে তার ব্যক্তিগত অনুচারীরা বিয়ের গাউন, সাবান এবং সুগন্ধি দ্রব্য ধরে রয়েছে, কিন্তু কনে তার বিয়ের দিনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে আগ্রহী নন। এক মহিলা জিজ্ঞাসা করেন, ‘মহোদয়া, আপনি কি বিয়ের জন্য প্রস্তুত হতে চান না? নববধূ উত্তর দেয়, “তিনি যখন আমাকে দেখেছিলেন এবং আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তখন আমি এইরকমই ছিলাম। তাই আমর মনে হয় এখন আমাকে দেখতে কেমন লাগছে তাতে কিছু যায় আসে না।”

এই মনোভাব দেখে আমরা হতবাক হব। রাজপুত্র তাকে ভালবেসেছেন, তাই তিনি চান না যে সে তার পূর্বাবস্থায় থাকুক। যেহেতু আকর্ষণীয় না হলে রাজকুমার তাকে ভাল ভালবেসেছেন, তাই এখন কনে তার জন্য নিজের সেরা রূপটি দেখাতে চাইবে।

পাপী অবস্থাতেই ঈশ্বর আমাদের ভালোবেসেছেন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পাপ কোনো ব্যাপারই নয়। যেহেতু তিনি আমাদের ভালোবাসেন, তিনি আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করতে চান। সেই ভালোবাসার কারণে, আমাদের সেই ভাবমূর্তি ও চরিত্র গ্রহণ করতে চাওয়া উচিত যা তাঁকে সন্তুষ্ট করে।

বিজয়ী জীবনযাপনের জন্য ব্যবহারিক নির্দেশনা

বিশ্বজুড়ে খ্রিষ্টীয় সত্যকে কুসংস্কারের সাথে মিশ্রিত করা হচ্ছে। কেউ কেউ পুনরুক্তিময় প্রার্থনা, অনুভূতিগত অভিজ্ঞতা, মন্দ আত্মাদের তিরস্কার (যারা নির্দিষ্ট পাপের কারণ বলে মনে করা হয়), স্ব-আরোপিত ক্লেশ, নির্দিষ্ট কবজ পরা, ঘরের চারপাশে আধ্যাত্মিক চিহ্ন স্থাপন করা অথবা বিশেষ তেল দিয়ে শরীরকে অভিষিক্ত করার মাধ্যমে পাপের বিরুদ্ধে বিজয় সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। আধ্যাত্মিক জাদুর মাধ্যমে বিজয় আশা করাটা ভুল!

এছাড়া, কেউ কেউ খুব সরলভাবে পাপের বিরুদ্ধে বিজয় শেখায়। তারা বলে যে, পরিত্রাণ ও আত্মায় পূর্ণতার অভিজ্ঞতা স্থায়ীভাবে পাপের শক্তিকে নষ্ট করে দেয়। তারা আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি, নিয়মানুবর্তিতা এবং ক্রমাগত সতর্কতার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতে ব্যর্থ হয়।

যারা জগত এবং পাপের উপর ধারাবাহিক বিজয় অর্জন করতে ব্যর্থ হচ্ছে তাদের আন্তরিকভাবে নিজেদেরকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা উচিত:

১। **আমি কি সত্যিই নতুন জন্ম পেয়েছি?** আমি কি আমার পুরাতন জীবনে মারা গিয়েছি, আমি কি অনুতপ্ত হয়েছি এবং তা পরিত্যাগ করেছি? আমার কি খ্রীষ্টেতে এক নতুন জীবন আছে - নতুন মনোভাব, নতুন আকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বরের বিষয়গুলির জন্য এক নতুন ক্ষুধা (২ করিন্থীয় ৫:১৭)? খ্রিস্ট কি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আমার হৃদয়ে বাস করতে এসেছেন? আমি কি মানবিক ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে পাপকে পরাস্ত করার চেষ্টা করছি, নাকি আমি আমার মধ্যে থাকা ঈশ্বরের শক্তির ওপর নির্ভর করছি (গালাতীয় ২:২০)?

২। **আমি কি আমার হৃদয়ে ঈশ্বরের বাক্য সঞ্চয় করছি?** গীতরচক সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, "আমি তোমার বাক্য আমার হৃদয়ে লুকিয়ে রেখেছি যেন আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি" (গীতসংহিতা ১১৯:১১)। ঈশ্বরের বাক্য আমাদের গ্রহণ করিতে হবে, ঠিক যেমন একটি নবজাতক শিশু ক্ষুধার্তভাবে মাতৃদুগ্ধ পান করে (১ পিতর ২:২)।

৩। **আমি কি নিজেকে সত্যিই পাপের প্রতি মৃত এবং ঈশ্বরের প্রতি জীবিত বলে মনে করি?** "একইভাবে, নিজেদের তোমরা পাপের ক্ষমতার প্রতি মৃত, কিন্তু খ্রীষ্ট যিশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত বলে গণ্য করো" (রোমীয় ৬:১১)। আমি কি এই আত্মবিশ্বাসের সাথে প্রলোভনকে প্রত্যাখ্যান করছি যে, আমার ওপর এর কোনো ক্ষমতা নেই?

৪। **আমি কি বিজয়ের জন্য ঈশ্বরের উপর নির্ভর করছি?** প্রেরিত যোহন ঘোষণা করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, সে জগৎকে জয় করে। “কারণ ঈশ্বর থেকে জাত প্রত্যেক ব্যক্তি জগৎকে জয় করে” (১ যোহন ৫:৪)। প্রেরিত পৌল বলেছিলেন যে, তিনি কখনোই যিশুর ক্রুশ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর উপর আস্থা রাখবেন না কারণ, যে জাগতিক বিষয়গুলি আমাদের আকর্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ করে ক্রুশের মাধ্যমেই তারা তাদের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে (গালাতীয় ৬:১৪)। আমরা যদি সমস্ত ধার্মিকতার উৎস, যিশুকে ভুলে যাই, তা হলে আমাদের পক্ষে এক ধারাবাহিক বিজয় লাভ করা অসম্ভব।

৫। **আমি কি প্রতিদিন বিশ্বাসের দ্বারা প্রভু যিশুকে অনুসরণ করি এবং কোনো পাপকে অনুমোদন করি না?** আমাদের খ্রিস্টীয় যাত্রাপথে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, বিজয় কখনোই স্বয়ংক্রিয় হয় নয়। পাপের প্রতি যিশুর মনোভাব আমাকে অবশ্যই সচেতনভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং তাঁর উদাহরণ অনুসরণ করতে হবে। (রোমীয় ১৩:১৪. ইফিষীয় ৪:২৪)

৬। **আমি কি ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক যুদ্ধসজ্জা পরিধান করছি?** জীবনের যুদ্ধের ময়দানে অনেক বিশ্বাসী শয়তানের অগ্নিময় বাণে আহত হয় কারণ তারা তাদের আধ্যাত্মিক প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন (ইফিষীয় ৬:১১)।

৭। **আমি কি আত্মনিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করছি?** আমরা বিশ্বাসে যত পরিপক্কই হই না কেন, সবসময় আত্ম-শৃঙ্খলার প্রয়োজন থাকবে। আমি কি আমার শরীরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি এবং শৃঙ্খলার মধ্যে

আনছি? প্রাকৃতিক, ঈশ্বর-দত্ত ক্ষুধা (যেমন খাবার, ঘুম বা যৌন কামনা) অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যেন তারা আমার নবজন্মপ্রাপ্ত আত্মার উদ্দেশ্য পূরণ করে। যেহেতু আমার শরীর পাপের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাই এর আকাঙ্ক্ষাগুলি ভারসাম্যপূর্ণ নয়। শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করতে দেওয়া উচিত নয়, বরং শরীরকে আত্মার সেবা করতে হবে। পৌল বলেছিলেন যে, তিনি তার শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন এবং তার বাধ্য করেছিলেন, যাতে তিনি আধ্যাত্মিকভাবে প্রত্যাখ্যাত না হন (১ করিন্থীয় ৯:২৫-২৭)। প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জন্য এই শাসন অত্যাবশ্যক।

৮। **আমি কি বাধ্যতায় জীবনযাপন করছি?** প্রেরিত যোহনের উপদেশই হল 'আলোতে চল' (১ যোহন ১:৭)। যেহেতু স্বর্গে যাওয়ার পথে অনেক ফাঁদ, হোঁচট খাওয়া পাথর এবং বিপজ্জনক স্থান রয়েছে, তাই আমাদের সর্বদা ঈশ্বরের বাক্যের আলোকে (গীতসংহিতা ১১৯:১০৫) এবং পবিত্র আত্মার উপস্থিতিতে (যোহন ১৪:২৬) চলতে হবে। বাধ্যতা এই প্রতিজ্ঞা বহন করে যে, যিশুর রক্ত আমাদের শুচি রাখবে। যারা আলোর পথে চলতে অস্বীকার করে, অন্ধকারের মধ্যে চলা তাদের জীবনে হোঁচট খাওয়া, পতন, এবং পরিশেষে মৃত্যু নিয়ে আসে।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসঙ্গে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

বিজয়ী খ্রিষ্টীয় জীবন যাপন করা প্রত্যেক বিশ্বাসীর বিশেষ অধিকার ও কর্তব্য। বিশ্বাসীর যে জীবন তা খ্রীষ্টের সাথে তার সম্পর্কের সাথে জড়িত। যে বিশ্বাসী ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং পাপে ফিরে যায় সে বিশ্বাসকে দুর্বল করে তোলে ও সম্ভাব্যভাবে তা নষ্ট করে, যা হল ঈশ্বরের সাথে আমাদের সংযোগ। ঈশ্বর ক্ষমতাপ্রদানকারী অনুগ্রহ দেন, তাই বিশ্বাসীরা সমস্ত প্রলোভন কাটিয়ে উঠতে পারে।

৯ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- মথি ১৩:১৮-২৩
- ইব্রীয় ১০:২৩-৩৯
- যাকোব ১:২১-২৭
- ২ পিতর ১:১-১১
- প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪-২২

(২) পরীক্ষা: আপনি ৯ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

৯ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) ১ যোহনের অন্যতম মুখ্য বিষয়বস্তু কি?

(২) ১ম যোহনের পত্রে বিশ্বাসীর কোন বৈশিষ্টের উপর সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে?

(৩) ১ করিন্থীয় ১০:১৩ পদ থেকে আমরা কোন চারটি বিষয় জানতে পারি?

(৪) কীভাবে একজন বিশ্বাসী ক্রমাগতভাবে খ্রিস্টে থাকতে পারে?

(৫) কীভাবে আমরা খ্রিস্টের সঙ্গে এক পরিত্রাণমূলক সম্পর্ক বজায় রাখি?

পাঠ ১০
পবিত্র আত্মা

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- সেই বৈশিষ্ট্যগুলি যেগুলি দেখায় যে পবিত্র আত্মা একজন ব্যক্তি।
- পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব এবং ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে বাইবেলের প্রমাণ।
- কেন পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্ব এবং ঈশ্বরত্ব অপরিহার্য মতবাদ।
- পবিত্র আত্মার ভূতপূর্ব ও বর্তমান কার্যকলাপ।
- পবিত্র আত্মার সাথে বিশ্বাসীর সম্পর্কের ব্যবহারিক দিকগুলি।
- পবিত্র আত্মা সম্পর্কে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থী আত্মার দান সম্বন্ধে কিছু নীতি প্রয়োগ করবেন।

ভুমিকা

► গীতসংহিতা ১৩৯ অধ্যায়টি একসাথে পড়ুন। এই অনুচ্ছেদটি ঈশ্বরের আত্মা সম্পর্কে আমাদের কী জানায়?

কিছু মানুষ পবিত্র আত্মাকে কেবল এমন কিছু বলে মনে করে, যা তাদের আবেগকে আলোড়িত করে - এমন এক শক্তি যা তারা ব্যবহার করার চেষ্টা করে, একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি বা কেবল একটি উপস্থিতি। উদাহরণস্বরূপ, একজন যিহোবার সাক্ষি (যিহোবা'স উইটনেস) এইরকম কিছু বলবেন: পবিত্র আত্মা কোন ব্যক্তি নয়, এবং এটি ত্রিত্বের অংশ নয়। পবিত্র আত্মা হল ঈশ্বরের সক্রিয় শক্তি, যা তিনি তাঁর ইচ্ছা সম্পাদন করার জন্য ব্যবহার করেন..। একটি নির্দিষ্ট মাত্রায়, এটি বিদ্যুতের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।"[13]

► পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে যিহোবার সাক্ষিদের (যিহোবা'স উইটনেসদের) ধারণা ভুল কেন?

যিহোবার সাক্ষিরা পবিত্র আত্মাকে এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি হিসেবে দেখেন। কারণ তাদের ঈশ্বরের বাইবেলের বোধগম্যতা নেই, তাই তারা তাঁর সাথে সঠিক সম্পর্ক রাখতে পারে না।

আমরা পবিত্র আত্মা সম্পর্কে সব বুঝতে পারব এমন আশা করা উচিত নয়। যিশু বলেছিলেন যে আত্মার কাজ বাতাসের মতো; আপনি তার শব্দ শুনতে পান, কিন্তু আপনি জানেন না

> "আমি পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি,
> যিনি প্রভু ও জীবনদাতা।
> তিনি পিতা ও পুত্র থেকে নির্গত,
> এবং তিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সমভাবে
> পূজিত ও গৌরবান্বিত।
> তিনি ভাববাদীদের দ্বারা কথা বলেছেন।"
> - নিসিয় বিশ্বাসসূত্র (Nicene Creed),
> ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দ

[13] *Should You Believe in the Trinity?* (New York: The Watchtower Bible and Tract Society, 1989)

এটি কোথা থেকে এসেছে বা কোথায় যাচ্ছে (যোহন ৩:৮)। কিন্তু কিছু বিষয় আছে যা আমরা আত্মা সম্বন্ধে জানতে পারি এবং সেগুলি ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

শাস্ত্রের যে অংশটি আমাদের পবিত্র আত্মা ও গির্জার মধ্যে পারস্পরিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি বর্ণনা দেয়, সেটি হল প্রেরিতের পুস্তক। সেখানে আমরা একটা নমুনা দেখতে পাই যে, কিভাবে মন্ডলীর শুরুতে পবিত্র আত্মার প্রতি সাড়া দিয়েছিল।

১। তারা পবিত্র আত্মাকে ঈশ্বর হিসাবে সম্মান করেছিল। (পড়ুন প্রেরিত ৫:৩-৪)

২। তারা পবিত্র আত্মার উপস্থিতি, নির্দেশনা এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন ছিল। (পড়ুন প্রেরিত ১৫:২৮)

৩। তারা পবিত্র আত্মার উপর তাদের নির্ভরতা এবং তাঁর প্রতি সাড়া দেওয়ার বিষয়ে তাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করেছিল। (পড়ুন প্রেরিত ৪:২৪, ৩১)

পবিত্র আত্মার সঙ্গে সেই ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, তিনি একজন ব্যক্তি এবং তিনি হলেন ঈশ্বর।

> "আমরা সেই পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি, যিনি ব্যবস্থায় কথা বলতেন, ভাববাদীদের দ্বারা শিক্ষা দিতেন, এবং যর্দনের কাছে অবতীর্ণ হতেন, প্রেরিতদের দ্বারা কথা বলতেন এবং সাধুদের মধ্যে বাস করতেন।" তাই আমরা বিশ্বাস করি: যে তিনি পবিত্র আত্মা, ঈশ্বরের আত্মা, সিদ্ধ আত্মা, সেই সহায়, যিনি পিতার নিকট হইতে আসিলেন, পুত্ত্র গ্রহণ করিলেন, যার প্রতি আমরা আমাদের বিশ্বাস স্থাপন করেছি।
> - এপিফানিয়াসিয় ধর্মবিশ্বাস (Creed of Epiphanius), ৩৭৪ খ্রিষ্টাব্দ

পবিত্র আত্মা হলেন একজন ব্যক্তিসত্ত্বা

পবিত্র আত্মার যিশুর মতো শারীরিক দেহ নেই, কিন্তু তিনি একজন ব্যক্তি। একজন প্রকৃত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মন, ইচ্ছা এবং আবেগ। পবিত্র আত্মার কি কোন ইচ্ছা আছে? তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী খ্রিস্টবিশ্বাসীদের আধ্যাত্মিক দান বিতরণ করেন (১ করিন্থীয় ১২:১১)। পবিত্র আত্মার কি মন আছে? তিনি সমস্ত কিছু অনুসন্ধান করেন, এমনকি ঈশ্বরের গভীর বিষয়গুলিও জানেন (১ করিন্থীয় ২:১০)। পবিত্র আত্মার কি আবেগ আছে? আমাদের পবিত্র আত্মাকে দুঃখিত না করতে বলা হয়েছে (ইফিষীয় ৪:৩০)। পবিত্র আত্মা যদি দুঃখিত হতে পারেন, তা হলে তাঁর আবেগ রয়েছে। যেহেতু পবিত্র আত্মার মন, ইচ্ছা ও আবেগ রয়েছে, তাই আমরা জানি যে, তিনি একজন ব্যক্তি।

► কেন এটা আমাদের জানা গুরুত্বপূর্ণ যে পবিত্র আত্মা একজন ব্যক্তিসত্ত্বা?

একজন মানুষের অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতা থাকে। পবিত্র আত্মা যদি একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তি হয়, তাহলে আমরা তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি না। কিন্তু ফিলিপীয় ২:১ এবং ২ করিন্থীয় ১৩:১৪ পদ অনুযায়ী, আত্মা আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে সমর্থ, এবং তাই তিনি নিশ্চয়ই একজন ব্যক্তি।

ক্লাস লীডারের জন্য নোট: পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের আরও বাইবেলের প্রমাণের জন্য এই পাঠের শেষের অংশে, "পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের বিষয়ে বাইবেলের প্রমাণ" শিরোনামটি দেখুন।

পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর।

পবিত্র আত্মা হলেন সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী, সর্বত্র বিরাজমান ঈশ্বর। অননিয় ও সাফিরার কাহিনীটি মনে আছে? অননিয় মারা যাওয়ার আগে পিতর তাকে বলেছিলেন, "অননিয়, এ কী রকম হল, শয়তান তোমার অন্তরকে এমন পূর্ণ করল যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বললে ... তুমি মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরেরই কাছে মিথ্যা বললে।" (প্রেরিত ৫:৩-৪) এর থেকে আমরা দেখতে পাই যে পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলা ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা বলার সমান; অতএব, পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর।

পবিত্র আত্মা সব কিছু জানেন। আমরা ১ করিন্থীয় ২:১০-১১ পদে দেখতে পাই যে, তিনি ঈশ্বরের সমস্ত বিষয় জানেন। এটা একটা অসীম মনের ব্যাপার। তিনি ভবিষ্যদ্বাণীগুলি সহ পুরাতন নিয়মের গ্রন্থগুলিকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যার জন্য সমস্ত জ্ঞানের প্রয়োজন। (পড়ুন ২ পিতর ১:২১)। আমাদের বলা হয়েছে যে, শাস্ত্রের গ্রন্থগুলি ঈশ্বর দ্বারা নিঃশ্বাসিত (২ তীমথিয় ৩:১৬। সুতরাং, পবিত্র আত্মা হলেন ঈশ্বর।

পবিত্র আত্মা সর্বত্র বিদ্যমান। গীতসংহিতা ১৩৯:৭-১০ পদ আমাদের বলে যে, ঈশ্বরের আত্মার উপস্থিতি থেকে বাঁচতে একজন ব্যক্তি যেতে পারে এমন কোথাও স্থান নেই। তিনি প্রত্যেক বিশ্বাসীর সাথে উপস্থিত থাকেন, কারণ বাইবেল বলে যে একজন ব্যক্তির যদি খ্রীষ্টের আত্মা না থাকে, তবে সে খ্রীষ্টের হয় না (রোমীয় ৮:৯)। প্রসঙ্গটি দেখায় যে খ্রীষ্টের আত্মা হল পবিত্র আত্মা।

পবিত্র আত্মার সমস্ত ক্ষমতা আছে। তিনি এমন সব কাজ করেন, যা একমাত্র ঈশ্বরই করতে পারেন। তিনি জগৎকে পাপ, ধার্মিকতা এবং বিচারের দোষী সাব্যস্ত করেন (যোহন ১৬:৮)। তা করার জন্য তাঁকে প্রত্যেক ব্যক্তির বিবেকের কাছে যেতে হবে এবং নির্দিষ্ট কিছু সত্য সম্বন্ধে তাদের মনকে দৃঢ়প্রত্যয়ী করতে হবে। এ ছাড়া, তিনি প্রত্যেক বিশ্বাসীকে অভ্যন্তরীণ শক্তিও প্রদান করতে সমর্থ। (পড়ুন ইফিষীয় ৩:১৬)। আত্মা পৃথিবীর সর্বত্র প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে আধ্যাত্মিক ফল উৎপন্ন করে। (পড়ুন গালাতীয় ৫:২২-২৩)। ঐশ্বরিক শক্তি ছাড়া তা সম্ভব নয়।

লূক ১২:১০ পদে আমাদের বলা হয়েছে যে **পবিত্র আত্মাকে নিন্দা করা যেতে পারে**। একমাত্র ঈশ্বরকেই নিন্দা করা যায়, তাই পবিত্র আত্মাকে অবশ্যই ঈশ্বর হতে হবে।

পবিত্র আত্মা হলেন অনন্ত (ইব্রীয় ৯:১৪)

আমাদের দেহকে **ঈশ্বরের** মন্দির বলা হয় কারণ পবিত্র আত্মা সেখানে বাস করেন (১ করিন্থীয় ৩:১৬)।

বাইবেলের প্রমাণ থেকে আমরা জানি যে পবিত্র আত্মা স্বয়ং ঈশ্বর, ঐশ্বরিক ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি।

► কেন পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

পবিত্র আত্মার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে আপনি তাকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান এবং মর্যাদা দিতে পারেন। পবিত্র আত্মার উপাসনা করতে ব্যর্থ হওয়া একটি গুরুতর বিষয় হবে।

পবিত্র আত্মা পিতা এবং পুত্র থেকে পৃথক

পবিত্র আত্মাকে পিতা ও পুত্র থেকে স্বতন্ত্র এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে তারা মানুষের মতো একই অর্থে পৃথক ব্যক্তি। ত্রিত্বের সদস্যরা একে অপরের সাথে বসবাস করে এবং সকলেই একই ঈশ্বর। কিন্তু একে অপরের সাথে কথা বলার, একে অপরকে প্রেম করার এবং একে অপরের সাথে এবং আমাদের সাথে সত্যিকারের ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখতে যথেষ্ট স্বতন্ত্র।

শাস্ত্র ত্রিত্বের ব্যক্তিদের মধ্যে একটি পার্থক্য শিক্ষা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যোহন ১৪-১৬ অধ্যায়ে যিশু বার বার একজন সহায় বা সাহায্যকারীর কথা উল্লেখ করেছিলেন, যাকে তিনি পিতার কাছে ফিরে যাওয়ার সময় পাঠাবেন (পড়ুন যোহন ১৪:১৬-১৭, ২৬; যোহন ১৫:২৬; যোহন ১৬:৭, ১৩-১৫)। এই সাহায্যকারী শিষ্যদের নির্দেশনা দেবেন এবং তাদের শিক্ষা দেবেন। যিশু ও পবিত্র আত্মা যদি একই ব্যক্তি হন, তাহলে অন্য একজন সাহায্যকারী হিসেবে পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে যিশুর উল্লেখ করার কোন অর্থ থাকত না। যিশু নিশ্চয়ই অন্য একজন ব্যক্তিকে উল্লেখ করছিলেন, যাঁকে তিনি নিজের থেকে আলাদা বলে মনে করতেন।

যিশু বলেছিলেন যে পবিত্র আত্মা তাঁর নিজের কর্তৃত্বে কথা বলবেন না, বরং খ্রিষ্টের বিষয়গুলি প্রকাশ করবেন যা খ্রিষ্ট পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন (যোহন ১৬:১৩-১৫)। যিশু ও পিতা যদি পবিত্র আত্মার মতো একই ব্যক্তি হতেন, তা হলে এই বিবৃতিটির কোনো অর্থই থাকত না।

যিশু যখন বাপ্তাইজিত হন, তখন স্বর্গ থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা যায়, “তুমি আমার পুত্র” এবং পবিত্র আত্মা কপোতের মত যিশুর উপর অবতরণ করেছিলেন (মার্ক ১:১০-১১)। ত্রিত্বের তিনজন সদস্যই একই সময়ে এখানে জড়িত, একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র।

একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসেবে পবিত্র আত্মা অনন্তকাল ধরে পিতা ও পুত্রের সঙ্গে এক প্রেমের সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। ঈশ্বর আমাদেরকে সেই সম্পর্কের অংশী হতে সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁর সঙ্গে সাহচর্য উপভোগ করি (১ যোহন ১:৩-৪), যেমনটা ত্রিত্বের প্রত্যেক সদস্য সময় শুরু হওয়ার আগে থেকে একে ওপরের সঙ্গে সাহচর্য উপভোগ করেছেন। (পড়ুন যোহন ১৭:২২-২৩ পড়ুন)

পবিত্র আত্মা সক্রিয়

সৃষ্টির সময় থেকেই পৃথিবীতে পবিত্র আত্মা সক্রিয় রয়েছেন। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং জড়িত ছিলেন (আদিপুস্তক ১:২, ২৬)। তিনি সেই লোকেদের বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন যাদেরকে বিশেষ কাজে ডাকা হতো (যাত্রাপুস্তক ৩৫:৩০-৩১; বিচারকত্র্তৃগণের বিবরণ ৩:৯-১০; বিচারকত্র্তৃগণের বিবরণ ১৫:১৪-১৫)। তিনি ভাববাদীদে বার্তা দিয়েছিলেন (যিশাইয় ৬১:১)। তিনি শাস্ত্রকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন (২ পিতর ১:২১)। তিনি সবসময় মানুষের হৃদয়ে কাজ করেছেন, তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন (প্রেরিত ৭:৫১)।

তাঁকে বলা হয় 'জীবনের আত্মা'। (পড়ুন রোমীয় ৮:২)। তিনি হলেন সেই আত্মা যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং জীবন দিয়েছেন। তিনি যদি পৃথিবী থেকে সরে যান তবে সমস্ত জীবন থেমে যাবে এবং মানুষ ধূলিতে ফিরে যাবে (ইয়োব ৩৩:৪, ইয়োব ৩৪:১৪-১৫।

নতুন নিয়ম পবিত্র আত্মার কাজের একটি নতুন দিক প্রবর্তন করে। যোহন বাপ্তাইজক বলেছিলেন যে যিশু পবিত্র আত্মা দ্বারা লোকেদের বাপ্তাইজিত করবেন (মথি ৩:১১)। যিশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন পিতার প্রতিজ্ঞা, অর্থাৎ পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম, প্রত্যাশা করতে যা পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঘটেছিল (প্রেরিত ১:৪-৫, ৮)।

যিশু শিষ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে পবিত্র আত্মা তাদের সাথে থাকবেন, তাদেরকে যিশু যা শিক্ষা দিয়েছিলেন সেগুলো স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং তাদেরকে সত্যের দিকে নিয়ে যাবেন (যোহন ১৪:২৬, যোহন ১৬:১৩। যিশু বলেছিলেন যে পবিত্র আত্মা অন্য একজন সাহায্যকারী হবেন (যোহন ১৪:১৬, ২৬, যোহন ১৫:২৬, ২৬, যোহন ১৫:২৬, যোহন ১৬:৭)। যিশু যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, তা এমন একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন, যিনি আমাদের উৎসাহিত করেন ও সাহায্য করেন। এটি একজন প্রতিনিধিকেও নির্দেশ করতে পারে। পবিত্র আত্মা যিশুকে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তাঁর কথাগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেন।[14]

► পবিত্র আত্মা কি কি কাজ করেন?

পৃথিবীতে পবিত্র আত্মার কাজ সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না, তবে এখানে তার কিছু কার্যক্রমের তালিকা দেওয়া হল।

১। তিনি পাপকে দোষী সাব্যস্ত করেন (যোহন ১৬:৮, ১ করিন্থীয় ২:৪, ১ থিষলনীকীয় ১:৫। তা না হলে, একজন ব্যক্তির পক্ষে অনুতপ্ত হওয়া এবং ক্ষমা লাভ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা অসম্ভব হবে।

২। তিনি পুনর্জীবন দেন, পাপে মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করেন (তীত ৩:৫, ইফিষীয় ২:১, যোহন ৩:৫)।

৩। তিনি বিশ্বাসীকে ব্যক্তিগত আশ্বাস দেন যে সে পরিত্রাণ পেয়েছে (রোমীয় ৮:১৬)।

৪। তিনি প্রত্যেক বিশ্বাসীর মধ্যে বাস করেন (প্রত্যেক পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে পবিত্র আত্মা রয়েছেন) (রোমীয় ৮:৯, ১ করিন্থীয় ৬:১৯)।

৫। তিনি ঈশ্বরের সত্য সম্বন্ধে বোধগম্যতা প্রদান করেন (১ করিন্থীয় ২:৯-১০, ১৩-১৪, ২ করিন্থীয় ৩:১৪-১৭, ইফিষীয় ৬:১৭)।

৬। তিনি বিশ্বাসীদের বিশেষ পরিচর্যার জন্য আহ্বান করেন এবং পরিচর্যায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেন (প্রেরিত ১৩:২-৪, প্রেরিত ১৫:২৮, প্রেরিত ১৬:৬-১০)।

৭। তিনি বিশ্বাসীদের পবিত্র করণ করেন, পবিত্র করার জন্য তার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করেন (প্রেরিত ১৫:৮-৯, ১ পিতর ১:২)।

৮। তিনি পাপের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য শক্তি প্রদান করেন (রোমীয় ৮:১, ৫, ১৩, গালাতীয় ৫:১৬)।

---

[14] এই একই শব্দ ১ যোহন ২:১ পদেও ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে যিশু হলেন পিতার কাছে আমাদের প্রতিনিধি।

৯। তিনি বিশ্বাসীদের জীবনে আধ্যাত্মিক ফল উৎপন্ন করেন (গালাতীয় ৫:২২-২৩)।

১০। তিনি পরিচর্যার জন্য বরদান প্রদান করেন (১ করিন্থীয় ১২:৪-১০, ২৮-৩০, রোমীয় ১২:৬-৮, ১ পিতর ৪:১০-১১)।

১১। তিনি পরিচর্যার জন্য ক্ষমতার বিশেষ অভিষেক দেন (প্রেরিত ১:৮, প্রেরিত ১৩:৯. গালাতীয় ৩:৫, ১ পিতর ১:১২)।

১২। তিনি বিশ্বাসীকে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রার্থনা করতে সাহায্য করেন (রোমীয় ৮:২৬-২৭, ইফিষীয় ৬:১৮)।

১৩। তিনি মন্ডলীর ঐক্য এবং সহভাগিতা সৃষ্টি করেন (ইফিষীয় ৪:৩, ফিলিপীয় ২:১)।

আত্মার দান সম্পর্কে কিছু নীতি

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: ক্লাসের একজন সদস্য এই বিভাগটি ব্যাখ্যা করতে পারে।

১। আত্মা বিভিন্ন বরদান, ক্রিয়াকলাপ এবং প্রশাসনের মাধ্যমে কাজ করেন (১ করিন্থীয় ১২:৪-৬)।

২। আধ্যাত্মিক দানগুলি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ী বিতরণ করা হয়, আধ্যাত্মিকতা অনুসারে নয় (১ করিন্থীয় ১২:১১, ১ করিন্থীয় ৪:৭)।

৩। প্রত্যেক বিশ্বাসীরই আত্মার দ্বারা প্রদত্ত কিছু না কিছু ক্ষমতা রয়েছে (১ করিন্থীয় ১২:৭)।

৪। প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছ থেকে কোন নির্দিষ্ট উপহার আশা করা যায় না (১ করিন্থীয় ১২:৮-১১, ১৪-৩০)।

৫। সবসময় ঈশ্বরের গৌরবার্থে অন্যদের সেবা করার জন্য বরদানগুলি ব্যবহার করা উচিত (১ করিন্থীয় ১২:২১-২২, ২৫, ১ পিতর ৪:১০-১১)।

পরভাষার (জিহ্বার) বরদান

খ্রিস্টবিশ্বাসীরা সকলেই পরভাষায় কথা বলা বা জিহ্বার বরদানের বিষয়ে একমত নয়। কিছু খ্রিস্টবিশ্বাসী বিশ্বাস করে যে প্রত্যেক বিশ্বাসী যখন পবিত্র আত্মা পায় তখন সে ভিন্ন ভাষায় কথা বলবে।

অন্য খ্রিস্টবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে যে, ভিন্ন ভাষায় কথা বলে এমন লোকেদের সঙ্গে কথা বলার জন্য কিছু বিশ্বাসীকে ভাষার বরদান দেওয়া হয়। তারা এটি বিশ্বাস করে কারণ পঞ্চাশত্তমীর দিনে বক্তাদেরকে কথা অনেক ভাষায় বোঝা গিয়েছিল (প্রেরিত ২:৬)। তারা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বর এই বরদান এবং অন্য যে কোন আধ্যাত্মিক বরদান দেন, যাকে তিনি বেছে নেন (১ করিন্থীয় ১২:৪-১১)। তারা বিশ্বাস করে যে প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছে একই বরদান থাকবে এমন নয় (১ করিন্থীয় ১২:২৯-৩০), এবং তাই বরদানটি একজন বিশ্বাসীর জন্য কিছু প্রমাণ করে না (1 করিন্থীয় 14:22), যদিও প্রত্যেক বিশ্বাসীর পবিত্র আত্মা রয়েছে (রোমীয় ৮:৯)।

পরভাষার (জিহ্বার) দান সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত হয়তো বিশ্বাসীদেরকে পরিচর্যার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একসঙ্গে কাজ করা থেকে বিরত করতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ে তাদের মতামতের জন্য বিশ্বাসীদের একে অন্যকে বিচার করা উচিত নয়।

বিশ্বাসীদের সাথে পবিত্র আত্মার সম্পর্ক

আপনি যদি ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হন তবে আপনি পবিত্র আত্মার সাথেও সম্পর্কযুক্ত। ত্রিত্বে অন্যদের বাদ দিয়ে শুধু মাত্র একজনকে জানা সম্ভব নয়। (পড়ুন ইফিষীয় ২:১৮, যোহন ৬:৪৪)

একজন মানুষকে পরিত্রাণ পাওয়ার আগে পবিত্র আত্মার মতবাদ বুঝতে হবে না। শিষ্যরা আত্মা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানত না, কিন্তু যিশু তাদের বলেছিলেন যে, তারা আত্মাকে জানে এবং তিনি ইতিমধ্যেই তাদের সঙ্গে আছেন। (পড়ুন যোহন ১৪:১৭)

পবিত্র আত্মা সম্বন্ধে সঠিক মতবাদ জানা আমাদেরকে তাঁর কাছে সঠিক পথ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে এবং তাঁকে আমাদের জীবনে আরও বেশি কিছু করতে দিতে সাহায্য করে। তিনি একজন ব্যক্তি, তা জানা আমাদেরকে এই বিষয়টা জানতে সাহায্য করে যে, আমরা তাঁর সঙ্গে এক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি। আমরা তার সঙ্গে কথা বলতে পারি আর তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন। তিনি সাধারণত আমাদের সঙ্গে শ্রবণযোগ্য স্বরে কথা বলেন না, কিন্তু তিনি আমাদেরকে ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের প্রেম সম্বন্ধে বুঝতে সাহায্য করেন। আমরা যদি সত্যিই ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে চাই, তাহলে পবিত্র আত্মা আমাদের পরিচালনা দেবেন, যদিও আমরা সবসময় তা অনুভব করি না।

তিনি যে একজন ব্যক্তি তা জানার অর্থ এই যে আমরা এমন আচরণ না করি যেন তিনি একটি শক্তি বা অনুভূতি। আমরা যখন ঈশ্বরের উপাসনা করি, তখন আমরা এক অবিবেচক অনুভূতি উপভোগ করার পরিবর্তে, তিনি কে এবং তিনি কেমন সেই বিষয়ে চিন্তা করি। আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন আমরা বুদ্ধিপূর্বক কথা বলি এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেদের মতো নৈর্ব্যক্তিক, যাদুকরী উপায়ে শব্দ ব্যবহার করার পরিবর্তে তিনি আমাদের কী দেখাতে পারেন তা বোঝার চেষ্টা করি।

পবিত্র আত্মা যে ঈশ্বর, তা জানা আমাদেরকে উপাসনার জন্য এক শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব প্রদান করা উচিত। আমরা যখন প্রার্থনা করি এবং তাঁর নির্দেশনা উপলব্ধি পারি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তিনিই হলেন সেই ঈশ্বর, যিনি আমাদের ভালবাসেন, আমাদের সম্পূর্ণরূপে জানেন এবং আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানেন। এ ছাড়া, তিনি হলেন সর্বময় কর্তৃত্ব, যাঁর প্রতি আমাদের বাধ্য থাকতে হবে।

তিনি সবসময় আমাদের সঙ্গে সব সময় আছেন। শাস্ত্র বলে যে, আমরা আত্মায় বাস করি এবং আমাদের এবং আত্মায় চলা উচিত (গালাতীয় ৫:২৫। আমাদের এমনভাবে জীবনযাপন করা উচিত যেন আমরা তার উপস্থিতিতে আছি এবং এটা মনে করা উচিত নয় যে আমরা কেবলমাত্র মন্ডলীর সভায় তাঁর উপস্থিতিতে আসি। তিনি শুধু আমাদের সঙ্গেই থাকেন না, আমাদের মধ্যেই বাস করেন। এই কারণে আমাদের এমন এক জীবনযাপন করা উচিত, যা বিশুদ্ধ ও পবিত্র। (পড়ুন ১ করিন্থীয় ৬:১৯)

আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আত্মার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয় হল পাপের উপর আমাদের বিজয় প্রদান করা এবং আমাদের হৃদয়কে শুচি করা (রোমীয় ৮:১৩, গালাতীয় ৫:১৬, প্রেরিত ১৫:৮-৯)।

আমরা যদি তাঁকে তাঁর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয় সম্পাদন করতে না দিই, তা হলে আমাদের অন্য বিষয়গুলির জন্য প্রার্থনা করা উচিত নয়। আমাদের বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করা উচিত যেন তিনি আমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করে তোলেন। (পড়ুন ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)

জীবনের সংগ্রামে তিনি আমাদের মনে শক্তি যোগান (ইফিষীয় ৩:১৬)। তিনি আমাদের বোঝেন, আমাদের পরিস্থিতি বোঝেন এবং আমাদের যা প্রয়োজন, তিনি ঠিক তা-ই দিতে পারেন।

পরিচর্যায় নির্দেশনা দেওয়ার, তাঁর বাক্যকে শক্তি দেওয়ার এবং অন্যদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক ফল লাভ করার জন্য আমাদেরকে তাঁর উপর নির্ভর করতে হবে। প্রেরিত পুস্তকে এটি আমরা দেখতে পাই। কোন মানব ক্ষমতাই আত্মার কাজের বিকল্প হতে পারে না।

এমনকি আপনি যদি ইতিমধ্যেই আত্মায় পূর্ণ হয়ে থাকেন, তবুও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে ভুলবেন না। আত্মা দ্বারা পূর্ণ হওয়ার আদেশ হল *ক্রমাগত* পূর্ণ হওয়ার আদেশ (ইফিষীয় ৫:১৮ পড়ুন)। আমাদের অবিরাম পূর্ণ হতে হবে এবং এটি ঘটে তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের মাধ্যমে।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসঙ্গে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

পবিত্র আত্মা হলেন ত্রিত্বের তৃতীয় ব্যক্তি, পিতা ও পুত্রের সাথে সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক। তিনি পাপকে দোষী করেন, নতুন জন্ম দেন করেন, এবং পাপের উপর বিজয় প্রদান করে ও হৃদয়ের শুদ্ধিকরণ করে প্রত্যেক বিশ্বাসীর মধ্যে বাস করেন। তিনি হলেন মন্ডলিক জীবনকে সংঘবদ্ধ করেন, যা তিনি আত্মার ফল এবং পরিচর্যার জন্য আধ্যাত্মিক বরদান দিয়ে আশীর্বাদযুক্ত করেন।

পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের বিষয়ে বাইবেলের প্রমাণ

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: এই বিভাগটি ঐচ্ছিক এবং যদি ক্লাস এই বিষয়ে আরও বাইবেলের প্রমাণের প্রয়োজন বোধ করে তবে এটি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

কিছু লোক আত্মার ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং বলে যে তিনি বিদ্যুৎ অথবা মাধ্যাকর্ষণের মতো এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তি। কিন্তু, এএটা অসম্ভব যে একটি নৈর্ব্যক্তিক শক্তিকে বর্ণনা করা হবে যেমন বাইবেল পবিত্র আত্মাকে বর্ণনা করে। বিদ্যুৎ কথা বলে না, যুক্তি দেয় না, মাধ্যাকর্ষণকে মিথ্যা বলা যায় না। এক বুদ্ধিহীন শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারে না।

কেউ কেউ বলে যে, এই শাস্ত্রপদগুলি শুধু ব্যক্তিত্ব আরোপ করে, নৈর্ব্যক্তিক কোন কিছু সম্বন্ধে এমনভাবে কথা বলে যেন তা এমন কোন ব্যক্তি, যার প্রকৃত অর্থ নেই। কিন্তু, শাস্ত্র ব্যক্তিগত পরিভাষায় আত্মার বিষয়ে বলে এবং লোকেরা একজন ব্যক্তির মতোই তাঁর প্রতি সাড়া দেয়। কয়েকটি স্থানে আত্মাকে রূপকভাবে বলা হয়েছে যেন তিনি একটি জড়বস্তু, যেমন বাইবেল বলে আত্মাকে ঢেলে দেওয়া হবে (প্রেরিত ২:১৭)। সেগুলিকে রূপক হিসাবে বিবেচনা করা উচিত কারণ বাইবেল সাধারণত একজন ব্যক্তি হিসাবে আত্মার কথা বলে।

পবিত্র আত্মার ব্যক্তিত্বের বিষয়ে বাইবেলের প্রমাণ:

- মথি ২৮:১৯ পদে আমাদের পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজিত হতে বলা হয়েছে, যা ইঙ্গিত করে যে, তিনজনেরই কর্তৃত্ব রয়েছে।
- ২ করিন্থীয় ১৩:১৪ পদ পবিত্র আত্মার সাহচর্যের সম্বন্ধে উল্লেখ করে, যা বুদ্ধিদীপ্ত ভাববিনিময়ের ইঙ্গিত দেয়।
- মার্ক ১৩:১১ পদে বিশ্বাসীদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, তাড়নার সময়ে পবিত্র আত্মা তাদের মাধ্যমে কথা বলবেন।
- যোহন ১৪:১৭, ২৬ পদে পবিত্র আত্মাকে সত্যের আত্মা বলা হয়েছে, যিনি শিক্ষা দেবেন এবং স্মরণ করিয়ে দেবেন।
- যোহন ১৬:৭-১১ পদে যিশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পবিত্র আত্মা পাপ, ধার্মিকতা ও বিচারের জগৎকে দোষী করবেন, যার জন্য বুদ্ধিমান ভাববিনিময়ের প্রয়োজন।
- যোহন ১৬:১৩-১৫ পদ বলে যে পবিত্র আত্মা তাঁর নিজের কর্তৃত্বে কথা বলবেন না, বরং খ্রিস্টের বিষয় ঘোষণা করবেন।
- ১ করিন্থীয় ১২:১১ পদ অনুযায়ী পবিত্র আত্মা বেছে নেন যে কীভাবে আধ্যাত্মিক বরদানগুলি দেওয়া হবে।
- তিনি আমাদের আত্মাদের কাছে সাক্ষ্য দেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান (রোমীয় ৮:১৬।
- তিনি আমাদের জন্য পিতার কাছে মধ্যস্থতা করেন এবং তাঁর এমন একটি মন আছে যা ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝতে পারে (রোমীয় ৮:২৬-২৭)।
- ইফিষীয় ৪:৩০ পদ অনুসারে, তিনি দুঃখিত হতে পারেন, যার অর্থ হল তিনি তাঁর প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারেন এবং তাঁর আবেগ রয়েছে।
- তাঁকে মিথ্যা কথা বলা যেতে পারে, যার অর্থ তিনি ভাববিনিময় বোঝেন (প্রেরিত ৫:৩)।
- তিনি কথা বলেন, নির্দেশ দেন এবং তাঁর যা ইচ্ছা তা বিশ্ববাসীদের অনুসরণ করা উচিত (প্রেরিত ১৩:২-৪)।
- তিনি প্রেরিতদেরকে তাদের মিশনারি যাত্রায় নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং কখনও কখনও তাদেরকে কোন স্থানে যেতে নিষেধ করেছিলেন (প্রেরিত ১৬:৬)।

১০ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- প্রেরিত ১:৪-৮
- রোমীয় ৮:১-১৪
- ১ করিন্থীয় ২:৯-১৬
- ১ করিন্থীয় ১২:১-১৩
- গালাতীয় ৫:২২-২৬

(২) পরীক্ষা: আপনি ১০ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাস বহির্ভূত শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা মনে রাখবেন।

১০ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) পবিত্র আত্মার প্রতি প্রাচীন মন্ডলীর প্রতিক্রিয়ার তিনটি বৈশিষ্ট্য তালিকাভুক্ত করুন।

(২) আমরা কিভাবে জানি যে পবিত্র আত্মা একজন ব্যক্তি?

(৩) আমরা যে পাঁচটি উপায়ে জানি যে পবিত্র আত্মা হল ঈশ্বর, সেগুলির তালিকা তৈরি করুন।

(৪) পবিত্র আত্মার নয়টি ক্রিয়াকলাপের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

(৫) আমাদের জীবনে তাঁর কাজের জন্য পবিত্র আত্মার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার কী?

পাঠ ১১
খ্রিষ্টীয় পবিত্রতা

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- বাইবেলে *পবিত্র* শব্দটি ব্যবহার।
- খ্রিষ্টীয় পবিত্রতার ভিত্তি হিসাবে ঈশ্বরের পবিত্রতা।
- উপাসনা ও ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পবিত্রতার তাৎপর্য।
- পবিত্রীকরণের অভিজ্ঞতার বাইবেলের উদাহরণ।
- আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার জন্য অনুশীলন।
- খ্রিষ্টীয় পবিত্রতার বিষয়ে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থীর এই বিশ্বাস থাকবে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাকে বর্তমান জগতে পবিত্র করে তুলবে।

বাইবেলের পরিভাষা

যে ইব্রীয় শব্দকে *পবিত্রতা* বা *পবিত্রীকরণ* হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে, তা পুরাতন নিয়মে ৬০০ বারেরও বেশি দেখা যায়। পবিত্র শব্দের জন্য ব্যবহৃত ইব্রীয় ও গ্রিক উভয় শব্দেরই অর্থ মূলত পৃথক করা, কোন উদ্দেশ্যের প্রতি নিবেদিত বা উৎসর্গীকৃত করা। পবিত্রীকৃত কোনো কিছুকে এক নতুন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য পূর্বের ব্যবহার থেকে আলাদা করা হয়। পুরাতন নিয়মে নিবেদিত এবং পবিত্র বলে বিবেচিত বেশ কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করুন:

- **পবিত্র ভূমি।** ঈশ্বর মোশির সঙ্গে সাক্ষাতের স্থানকে আলাদা করেছিলেন (যাত্রাপুস্তক ৩:৫)।
- **পবিত্র তাম্বু ও মন্দির।** তাম্বু ও মন্দিরের সঙ্গে অনেক পবিত্র বিষয় জড়িত ছিল, যার অন্তর্ভুক্ত ছিল যাজকের পোশাক (লেবীয় পুস্তক ১৬:৩২), রুটি (যাত্রাপুস্তক ২৯:৩৪) এবং আসবাবপত্র (যাত্রাপুস্তক ৪০:৯) অন্তর্ভুক্ত ছিল। এগুলি ঈশ্বরের উপাসনার জন্য আলাদা করা হয়েছিল।
- **পবিত্র দিন।** বিশ্রামবারের দিনটি পবিত্র হিসাবে পৃথক করা হয়েছিল (আদিপুস্তক ২:৩, যাত্রাপুস্তক ২০:৮)। অন্যান্য ইহুদি ছুটির দিন যেমন প্রায়শ্চিত্তের দিনও বিশেষ ছিল (লেবীয় পুস্তক ২৩:২৬-২৯)। এই দিনগুলি বিশ্রাম, প্রতিফলন এবং উপাসনার জন্য পৃথক করা হয়েছিল।
- **পবিত্র ঈশ্বর।** বাইবেলে পবিত্রতার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর সম্বন্ধে যা কিছু আছে সমস্তকিছুই পবিত্র। তাঁর নাম পবিত্র (লেবীয় পুস্তক ২২:২), তাঁর বাক্য পবিত্র (যিরমিয় ২৩:৯) এবং তাঁর পথ পবিত্র (গীতসংহিতা ৭৭:১৩)। পবিত্রতার অর্থ হল ঈশ্বর তাঁর ঐশ্বরিক ব্যক্তিত্ব এবং পদের জন্য যে কোন পাপ, অশুচিতা, প্রচলিত, সাধারণ বা অনুপযুক্ত বিষয় থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক।

নতুন নিয়মে যিশুকে পবিত্র (যোহন ১৭:১৯, প্রেরিত ৪:২৭, ৩০) এবং পাপহীন (২ করিন্থীয় ৫:২১) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বর্গদূতদের (মার্ক ৮:৩৮) এবং প্রেরিত ও ভাববাদীদেরও (ইফিষীয় ৩:৫) পবিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তারা সবাই ছিল বিশেষ উদ্দেশ্যে পৃথকীকৃত।

বাইবেল ঈশ্বরের লোকেদের পবিত্র বলে সম্বোধন করে (লেবীয় পুস্তক ১১:৪৪-৪৫, ১ করিন্থীয় ১:২, ১ পিতর ১:১৫-১৬)। এই পাঠটি ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে যে পবিত্রতা আশা করেন তা ব্যাখ্যা করবে।

ঈশ্বরের পবিত্র উপাসকবৃন্দ

► গীতসংহিতা ১১৯:৩৩-৪০ পদ একসঙ্গে পড়ুন। ঈশ্বর যেভাবে একজন বিশ্বাসীকে রূপান্তরিত করেন, সেই সম্বন্ধে এই অনুচ্ছেদটি আমাদের কী বলে?

ঈশ্বর যখন নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল তিনি কী ধরনের ঈশ্বর তা দেখানো। ঈশ্বর নিজেকে মূলত পবিত্র বলে বর্ণনা করেছিলেন। যিশাইয় প্রায়ই ঈশ্বরকে “ইস্রায়েলের পবিত্রতম” বলে উল্লেখ করতেন।

ঈশ্বরের পবিত্রতা ছিল উপাসনার বিষয়বস্তু:

> তারা তোমার মহান ও ভয়াবহ নামের প্রশংসা করুক—তিনি পবিত্র। সদাপ্রভু আমাদের ঈশ্বরের গৌরব করো, তাঁর পাদপীঠে আরাধনা করো; তিনি পবিত্র। (গীতসংহিতা ৯৯:৩, ৫)

ঈশ্বরের পবিত্রতা হল মানুষের প্রতি তাঁর দাবির ভিত্তি। যেহেতু তিনি পবিত্র, তাই তিনি তাঁর উপাসকদের পবিত্র হতে বলেন। তিনি বলেছিলেন, "পবিত্র হও, কেননা আমি পবিত্র" (লেবীয় পুস্তক ১১:৪৪-৪৫, লেবীয় পুস্তক ১৯:২, লেবীয় পুস্তক ২০:২৬, লেবীয় পুস্তক ২১:৮)।

ইস্রায়েলের ঈশ্বর অন্য জাতির মিথ্যা দেবতাদের থেকে আলাদা ছিলেন এবং এক ভিন্ন ধরনের উপাসনার প্রয়োজন ছিল।

> কে সদাপ্রভুর পর্বতে আরোহণ করবে? কে তাঁর পুণ্যস্থানে দাঁড়াবে? সে, যার হাত পরিষ্কার ও হৃদয় নির্মল, যে প্রতিমায় আস্থা রাখে না অথবা মিথ্যা দেবতার নামে শপথ করে না। (গীতসংহিতা ২৪:৩-৪)

এখানে প্রশ্ন হল, "ঈশ্বর কার উপাসনা গ্রহণ করেন?" সবাই ঈশ্বরের উপাসক হিসেবে গৃহীত হয় না। ঈশ্বরের উপাসকদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।

ঈশ্বর যে পবিত্রতা আশা করেন তা কেবল আনুষ্ঠানিক বা সাজান (ভান) নয়; এটা হল প্রকৃত পবিত্রতা। ঈশ্বরের উপাসকদের জন্য পবিত্রতার মানটি নতুন নিয়মে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে:

> কিন্তু যিনি তোমাদের আহ্বান করেছেন, তিনি যেমন পবিত্র, তোমরাও তেমনই সমস্ত আচার-আচরণে পবিত্র হও। কারণ লেখা আছে, “তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি পবিত্র।” (১ পিতর ১:১৫-১৬)

আচরণ বলতে একজন ব্যক্তির স্বভাব এবং সম্পূর্ণ জীবনধারাকে বোঝায়। ঈশ্বর কেবল এটাই চান না যে, তাঁর উপাসকরা আনুষ্ঠানিকভাবে পবিত্র হবে অথবা তাদেরকে পবিত্র বলা হবে, যখন তারা সত্যিই নয়। তিনি আশা করেন যে, তাঁর উপাসকরা পবিত্র জীবনযাপন করবে।

► পবিত্রতা উপাসনার সাথে যুক্ত হওয়ার কারণগুলি কি?

উপাসনা করার জন্য পবিত্রতা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ...

১। **আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি এবং তাঁর মতো হতে চাই।** ঈশ্বরের উপাসনা করার অর্থ হল, তিনি হলেন বিদ্যমান সবচেয়ে অপূর্ব সত্তা এবং তাঁর মতো করে তাঁকে উপাসনা করা। উপাসনা হল তাঁর প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করা। ঈশ্বরের প্রকৃতি অপরিহার্যরূপে পবিত্র, তাই আমরা যদি সত্যিই ঈশ্বরের প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করি, তাহলে আমরা পাপ ও অপবিত্রতাকে ঘৃণা করব, এমনকি যদি আমরা নিজেদের মধ্যেও তা দেখতে পাই।

২। **আমরা ঈশ্বরকে ভালোবাসি এবং তাঁকে খুশি করতে চাই।** ঈশ্বরের আবশ্যিকতা আমাদের অবাক করবে না যদি আমরা বুঝতে পারি যে উপাসনা আসলে কী। ভয়ের কারণে আমরা তাঁর উপাসনা করি না। তিনি আমাদের আশীর্বাদ করেন বলে আমরা তাঁর উপাসনা করি না। আমরা তাঁকে ভালোবাসি বলে তাঁর উপাসনা করি।

মন পরিবর্তনের সময় পবিত্রীকরণ

প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে যা ঘটেছে তা বোঝাতে বাইবেল “পবিত্রকৃত” বা "পবিত্রীকরণ" (Sanctification) শব্দটি ব্যবহার করে। পৌল লিখেছিলেন, "করিন্থে অবস্থিত ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রতি, **খ্রীষ্ট যিশুতে যাদের শুচিশুদ্ধ ও পবিত্ররূপে** আহ্বান করা হয়েছে তাদের প্রতি, সেই সঙ্গে যারা সর্বত্র আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ডাকে, তাদের সকলের প্রতি; তিনি তাদের ও আমাদেরও প্রভু।" (১ করিন্থীয় ১:২) পৌল আরও লিখেছিলেন, "... তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ধৌত হয়েছ, **শুচিশুদ্ধ হয়েছ** ও নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়েছ।" (১ করিন্থীয় ৬:১১) করিন্থীয়েরা ইতিমধ্যেই পবিত্রীকৃত হয়েছিল, যদিও তারা আধ্যাত্মিক পরিপক্কতায় বেড়ে ওঠেনি এবং তারা তখনও মাংসিক ছিল, খ্রীষ্টে শিশু হিসাবে (১ করিন্থীয় ৩:১)।

> এক বৃদ্ধ হিন্দু ভদ্রলোক এমি কারমাইকেলকে প্রশ্ন করেছিলেন, “আমরা অনেক প্রচার শুনেছি। আপনি কি আমাদেরকে আপনার প্রভু যীশুর জীবন দেখাতে পারেন?"

এই করিন্থীয়দের সম্বন্ধে উল্লেখ করার সময় *পবিত্র করা* শব্দটি এর সবচেয়ে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। করিন্থীয়দেরকে পাপ ও জগৎ থেকে বের করে আনা হয়েছিল এবং তাদেরকে ঈশ্বরের জন্য পৃথক করা হয়েছিল। পবিত্রতায় তারা নিশ্চিতভাবেই পরিপক্ক ছিল না, কিন্তু তারা পুরাতন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং এখন ঈশ্বরের পরিবারের অংশ ছিল।

আমরা যখন প্রথম ঈশ্বরের মুখোমুখি হই, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে পাপ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক শুরু হতে পারে না যতক্ষণ না আমরা অনুতপ্ত হই, ক্ষমাপ্রাপ্ত হই এবং নতুন হৃদয় লাভ করি।

একই সময়ে আমরা ঈশ্বরের সাথে সম্মিলিত হয়েছি, আমরা রূপান্তরিত হয়েছি (তীত ৩:৫)। আধ্যাত্মিকভাবে, আমরা নতুন সৃষ্টি হয়েছি। আমরা পাপের ক্ষমতা থেকে মুক্ত হয়েছি এবং আমরা ঈশ্বরকে খুশি করতে চাই। খ্রিস্টীয় পবিত্রতা শুরু হয় যখন একজন ব্যক্তি পরিত্রাণ পান।

বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পরিত্রাণ অবিলম্বে পবিত্র জীবনের দিকে পরিচালিত করে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ যা পরিত্রাণ নিয়ে আসে তা আমাদের বর্তমান যুগে আত্মসংযমী, ন্যায়নিষ্ঠ এবং ঈশ্বরীয় জীবনযাপন করতে শেখায় (তীত ২:১১-১২)। পরিত্রাণের উদ্দেশ্য হল আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করা এবং পবিত্র করা, যাতে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে পারি (লূক ১:৭৪-৭৫, রোমীয় ৬:২, ১১-১৬)।

পবিত্রীকরণে বৃদ্ধি পাওয়া

আমরা যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলি, তখন আমরা তাঁর সত্য সম্বন্ধে আরও বেশি বুঝতে পারি এবং তাঁর ফলে পবিত্রতায় ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকি। জ্যোতিতে চলার অর্থ হল, তাঁর সত্য সম্বন্ধে আমরা যত বেশি শিখি, ততই তাঁর বাধ্য থাকা (১ যোহন ১:৭)। আমরা যখন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি যে, কী তাঁকে খুশি করে এবং কী তাঁকে অসন্তুষ্ট করে, তখন আমরা তাঁর সত্য ও পবিত্র আত্মার শক্তি শক্তি দ্বারা পরিবর্তিত হই।

যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালোবাসে, তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হতে চাইবেন। তিনি শুধু নিজের কর্মের পরিবর্তন চান না। তিনি চান তার অভিপ্রায়গুলি সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ হোক। দায়ূদ প্রার্থনা করেছিলেন যে, তিনি পাপের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিজয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম হবেন এবং তারপর প্রার্থনা করেছিলেন যে, তার কথাবার্তা, এমনকি তার হৃদয়ের ধ্যানও ঈশ্বরকে খুশি করবে। (গীতসংহিতা ১৯:১২-১৪. এ ছাড়া, গীতসংহিতা ১১৯:৭, ৩৪, ৩৬, ৬৯, ৮০ এবং ১১২ পদ দেখুন।)

আধ্যাত্মিক পরিপক্কতার পুরো প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় পবিত্রকরণ। পবিত্রকরণ হল পাপ এবং জগৎ থেকে ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এবং ঈশ্বরের প্রতি ক্রমবর্ধমানভাবে উৎসর্গীকৃত হওয়ার একটি আজীবন প্রক্রিয়া। জগতের আদর্শের অনুরূপ হওয়ার বিরুদ্ধে পৌলের সতর্কবাণী এবং "মনের নতুনীকরণের দ্বারা রূপান্তরিত হও [অবিরতভাবে]" (রোমীয় ১২:২) বিষয়ে তার এই পরামর্শ এই বিষয়টিকে চিত্রিত করে। জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এবং মনের রূপান্তর এমন কোন অভিজ্ঞতা নয়যা কোনও খ্রিষ্টবিশ্বাসীর জীবনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন হয়। প্রভুর সঙ্গে গমনাগমন করার ফলে বিশ্বাসীরা ক্রমাগত উন্নতি ও বৃদ্ধি অনুভব করে থাকে। এই সমস্ত কিছুই পবিত্রীকরণ শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি এবং পবিত্রীকরণ

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি (Inherited Depravity) হল একজন ব্যক্তির নৈতিক স্বভাবের কলুষতা যা তাকে জন্ম থেকেই পাপের দিকে প্ররোচিত করে। ঈশ্বরতত্ত্ববিদগণ কখনও কখনও একে 'আদি পাপ' বলে অভিহিত করেন কারণ আদমের পাপের কারণে আমরা স্বভাবের পাপবোধ নিয়ে জন্মগ্রহণ করি।

প্রত্যেক মানুষ এমন ইচ্ছা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, যা আত্মকেন্দ্রিক এবং পাপের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যদি না ঈশ্বর আমাদের ইচ্ছা ও শক্তি দেন তা হলে আমাদের ইচ্ছা সঠিক বাছাই করার জন্য স্বাধীন নয় (রোমীয়

৬:১৬-১৭)। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি অহংকার, ঈর্ষা, ঘৃণা এবং ক্ষমাহীনতার মতো পাপকে প্রবৃত্ত করে। এ ছাড়া, এটি পাপের কাজগুলিকেও প্রেরণা যোগায়।

► পরিত্রাণ পাওয়ার পরও কি একজন ব্যক্তির মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি থাকে?

যে ব্যক্তি পরিত্রাণ লাভ করেন, তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণে আর থাকেন না। তিনি যদি তখনও এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন, তাহলে তিনি পাপের মধ্যে বাস করছেন এবং পরিত্রাণ পান নি। বাইবেল আমাদের বলে যে, যে ব্যক্তি মাংসিক মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় (রোমীয় ৮:৬-৮, ১৩)। পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয় এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে পাপের বিরুদ্ধে বিজয়ী জীবনযাপন করতে পারে (রোমীয় ৮:১, ৯, ১৩)।

কিন্তু, একজন পরিত্রাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে এখনও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি প্রভাব রয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি তা থেকে শুচি হন। পৌল করিন্থের বিশ্বাসীদের বলেছিলেন যে যদিও তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তবুও তারা এখনও মাংসিক এবং তাদের মধ্যে জগতের লোকেদের মতো মনোভাব রয়েছে। (পড়ুন ১ করিন্থীয় ৩:১-৩)। এমনকি তিনি এও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, একজন নতুন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর পক্ষে সেই অবস্থায় থাকা স্বাভাবিক। তিনি বলেছিলেন যে, মাংসিক হওয়ার অর্থ হল খ্রিস্টেতে একটি শিশুর মতো হওয়া।

> "পবিত্রীকরণ বিষয়টি আমার জন্য ঈশ্বর কি করতে চান সে বিষয়ে আমার ধারণা নয়, বরং পবিত্রীকরণ হল আমার জন্য তিনি কী করতে চান সে বিষয়ে ঈশ্বরের ধারণা; এবং তাঁকে আমার মন ও আত্মার মনোভাবের মধ্যে পেতে হবে যেখানে যে কোনও মূল্যে আমি তাঁকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্রকৃত করতে দেব।"
> - অসওয়াল্ড চেম্বার্স

এই অবস্থায় বিশ্বাসী ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভালবাসেন কিন্তু তাঁর সমস্ত হৃদয়, প্রাণ, মন ও শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারেন না (মথি ২২:৩৭)। পৌলের মতো তিনি বলতে পারেন না যে, ঈশ্বরের আহ্বানকে অনুসরণ করার জন্য তার একক উদ্দেশ্য রয়েছে (ফিলিপীয় ৩:১৩-১৫)। তিনি জানেন যে তার হৃদয়ের কিছু চিন্তন ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় (গীতসংহিতা ১৯:১৪)।

ঈশ্বর আমাদের এই অবস্থায় ছেড়ে দেন না। এমনকী প্রাচীনকালেও ঈশ্বর ইস্রায়েলকে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তিনি এমন এক অনুগ্রহের কাজ করবেনযা তাদেরকে তাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে তাঁকে প্রেম করতে সমর্থ করবে। (পড়ুন দ্বিতীয় বিবরণ ৩০:৬)

দায়ূদ এমন এক অনুগ্রহের কাজ জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যা ক্ষমার চেয়েও অধিক ছিল। তিনি পাপ করেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা তার হৃদয়ের সমস্যার কারণে ঘটেছে। তিনি জানতেন যে পাপ তার স্বভাবের মধ্যেই রয়েছে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বর চান যেন তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হন। তিনি শুদ্ধিকরণের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। (পড়ুন গীতসংহিতা ৫১:৫-১০)

নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের মনপরিবর্তিত হওয়ার পর আরেকটি বিশেষ অভিজ্ঞতার জন্য আহ্বান দেওয়া হয়েছিল। থিষলনীকীয় বিশ্বাসীরা ছিল বিশ্বাসীদের চমৎকার উদাহরণ, যারা সুসমাচার গ্রহণ করেছিল, প্রতিমাপূজা থেকে ফিরে এসেছিল, তাড়না সহ্য করেছিল, পবিত্র আত্মায় আনন্দ পেয়েছিল এবং যিশুর প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছিল (১ থিষলনীকীয় ১:৬-১০)। তবুও তাদের বিশ্বাসে কিছু ঘাটতি ছিল। এটি

এমন কিছু ছিল না যা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় বা মৃত্যুর সময় প্রদান করা হবে, কারণ পৌল বলেছিলেন যে, তাদের সঙ্গে পরিদর্শন করার সময় তা ঘটতে পারে। (পড়ুন ১ থিষলনীকীয় ৩:১০)। তিনি প্রার্থনা করেছিলেন:

> শান্তির ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সর্বতোভাবে পবিত্র করে তুলুন। আমাদের প্রভু যিশু খ্রীষ্টের আগমনকালে তোমাদের সমগ্র আত্মা, প্রাণ ও দেহ, অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হোক। যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, তিনিই এই কাজ করবেন (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩-২৪)।

> "আমাদের চারপাশের বিশ্বের ক্ষেত্রে মন্ডলীর দায়বদ্ধতা দ্বিগুণ। এক দিকে, আমাদের জগতের মধ্যে বাস করতে, সেবা করতে ও সাক্ষ্য দিতে হবে। অন্যদিকে, আমরা জগতের দ্বারা কলুষিত হওয়া এড়াতে চাই। তাই আমরা কখনই জগৎ থেকে পালিয়ে আমাদের পবিত্রতা রক্ষা করার চেষ্টা করব না বা জগতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের পবিত্রতাকে বিসর্জন দিতে চাই না।"
> - জন স্টট

পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যে, এই বিশ্বাসীরা যেন সম্পূর্ণরূপে পবিত্রীকৃত হয়। ফলস্বরূপ বিশ্বাসীরা প্রভু ফিরে আসার সময় দেহ, আত্মা এবং আত্মায় নির্দোষ হবে।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে যিশুর শিষ্যরা অনুগ্রহের এক বিশেষ কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল (যোহন ১৫:৩, যোহন ১৭:১৪, ৯-১০, লূক ১০:২০)। আমরা জানি যে সেই সময়ের আগে তারা ইতিমধ্যেই পরিত্রাণ পেয়েছিল, কারণ যিশু বলেছিলেন যে তারা জগতের নয়, তারা তাঁর ও পিতার অধিকারভুক্ত, এবং তাদের নাম স্বর্গে লেখা হয়েছিল (যোহন ১৫:৩, যোহন ১৭:১৪, ৯-১০, লূক ১০:২০)। কিন্তু তারা আত্মকেন্দ্রিক ছিল এবং ঈশ্বরের অগ্রাধিকারগুলি তাদের ছিল না। বার বার যিশু তাদের পাপপূর্ণ মনোভাবের জন্য তাদের সংশোধন করেছিলেন। (পড়ুন মার্ক ৯:৩৩-৩৪, মার্ক ১০:৩৫-৪১, লূক ৯:৫৪-৫৫)

যিশুর পুনরুত্থানের পর, স্বর্গে ফিরে যাওয়ার ঠিক আগে তিনি তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন যে, তারা জগতের কাছে তাঁর সাক্ষি হবে। কিন্তু, তিনি তাদের বলেছিলেন যে তাদেরকে প্রথমে পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হতে হবে। (পড়ুন লূক ২৪:৪৯, যোহন ২০:২২, প্রেরিত ১:২-৫, ৮ পড়ুন)। তিনি ইতিমধ্যেই পবিত্র আত্মার কাজ সম্বন্ধে তাদের অনেক কিছু বলেছিলেন, বিশেষ করে যোহন ১৪-১৬ অধ্যায়ে।

পঞ্চাশত্তমীর দিনে শিষ্যরা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল (প্রেরিত ২:৪)। এটি তাদের প্রেরণা, অগ্রাধিকার এবং কাজের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। নতুন নিয়মের বাকি ঘটনাগুলিতে, শিষ্যরা খ্রিস্টতুল্য মনোভাব এবং অগ্রাধিকারগুলি প্রদর্শন করেছিল, যদিও তখনও তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল এবং ভুল করেছিল। পিতর ও যোহনের লেখা পত্রগুলি খ্রিস্টের বার্তা ও হৃদয়কে প্রতিফলিত করে। পবিত্র আত্মার পূর্ণতা তাদেরকে তাদের সমস্ত হৃদয়, আত্মা, মন ও শক্তি দিয়ে তাদের প্রতিবেশীদেরকে নিজেদের মতো প্রেম করতে সক্ষম করেছিল (মথি ২২:৩৭-৩৯)। যেহেতু তারা পবিত্র আত্মার প্রতি সম্পূর্ণরূপে বসমর্পিত ছিল, তাই তিনি তাদের মাধ্যমে বাস করেছিলেন, ঠিক যেমন তিনি খ্রিস্টেতে বাস করেছিলেন (লূক ৪:১, ১৪, ১৮; প্রেরিত ২:২২)।

কিছু খ্রিস্টিয়ান শিক্ষাবিদ পবিত্রীকরণ প্রক্রিয়ার উপর তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে এবং অন্যেরা এক সন্ধিক্ষণের ঘটনার উপর মনোনিবেশ করে। পঞ্চাশত্তমীর অভিজ্ঞতা এবং পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম হল সেই লোকেদের এক উদাহরণ, যারা পবিত্রীকরণের এক নির্দিষ্ট ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। এই বিষয়টা ইঙ্গিত করে যে, কোনো একটা সময়ে কিছু সাধিত হয়। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা সুসমাচারকে সীমিত

করতে পারি না, এমনকি বিশ্বাস ও পূর্ণ আত্মসমর্পণের মুহূর্তেও (রোমীয় ১২:১-২)। যিশু তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে যা কিছু জুগিয়েছেন, তা সকলের জন্য প্রাপ্তিসাধ্য, যারা:

১। পাপের বিষয়ে নিজেদেরকে যিশুর সঙ্গে মৃত বলে বিবেচনা করে (রোমীয় ৬:১১)

২। তাদের দেহে পাপকে রাজত্ব করতে দেয় না (রোমীয় ৬:১২)

৩। তাদের দেহকে ধার্মিকতার উপকরণ হিসেবে উপস্থাপন করে (রোমীয় ৬:১৩)

ইতিহাস জুড়ে মহান খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা এমন মুহূর্তগুলি সাক্ষ্য দিয়েছেন যখন তারা আত্মায় পরিপূর্ণ জীবন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে এক গভীর সম্পর্কের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন, যেমন জন বানিয়ান, হাডসন টেলর, ডোয়াইট এল মুডি, স্যামি মরিস, অসওয়াল্ড চেম্বার্স, ফ্রান্সেস রিডলি হ্যাভারগাল এবং এমি কারমাইকেল।[15]

যদিও এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, এক লহমায় ঈশ্বর কী করতে পারেন, তা আমরা সীমিত করি না, কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যেন প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে পবিত্র আত্মার কাজ ভুলে না যাই। যদিও এই ধরনের পবিত্রীকরণকে কখনও কখনও সম্পূর্ণ হিসাবে বর্ণনা করা হয়, এই স্তরটি বোঝায় না যে আর কোনও উন্নয়ন হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, ফরাসি ভাষায় কথা বলতে শেখার অর্থ এই নয় যে, একজন ব্যক্তি এমনকি আরও ভাল ফরাসি ভাষায় কথা বলতে শিখতে পারে না। যারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্রীকৃত হয়েছে, তারা পবিত্রীকরণের অভিজ্ঞতা লাভের এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যা তারা আগে কখনো লাভ করেনি। কিন্তু এটি পরিপূর্ণতার এক চরম পরিস্থিতি নয়। এটা হল পবিত্রতার জীবন, যেখানে একজন বিশ্বাসীর বিকাশ অব্যাহত থাকে।

পবিত্রীকরণ এবং খ্রিষ্টীয় পরিপক্কতা

বাইবেল একজন পরিপক্ক বিশ্বাসীর জীবন সম্বন্ধে বর্ণনা করে। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর জীবনে খ্রিস্টীয় গুণাবলী বিকাশের জন্য কাজ করে। আত্মার কাজের অন্তর্ভুক্ত হল শুদ্ধিকরণ অথবা অভিষিক্ত করার বিশেষ মুহূর্ত এবং সেইসঙ্গে ধীরে ধীরে প্রক্রিয়া। একজন বিশ্বাসীর এমন এক আধ্যাত্মিক জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয় যা একজন পরিপক্ক বিশ্বাসী সম্বন্ধে বাইবেলের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না।

ইব্রীয়দের প্রতি পত্রে লেখক বলেছিলেন যে, তার পাঠকদের মধ্যে কেউ কেউ তখনও শিশুদের মতো ছিল (ইব্রীয় ৫:১২)। তিনি তাদেরকে খ্রিস্টের প্রাথমিক শিক্ষা থেকে পরিপক্কতার দিকে এগিয়ে যেতে জোরালো পরামর্শ দিয়েছিলেন (ইব্রীয় ৬:১)।

বিশ্বাসীদের জন্য প্রেরিতদের প্রার্থনা আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রদর্শন করে।

প্রেম

---

[15] এই ধরনের অনেক জীবনকাহিনী আপনি Shepherds Global Classroom-এর *পবিত্র জীবনের মতবাদ ও অনুশীলন* কোর্সে পড়তে পারেন।

পৌল প্রার্থনা করেছিলেন, “প্রভু তোমাদের **ভালোবাসা বৃদ্ধি** করুন এবং তোমাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা যেমন উপচে পড়ে, তেমনই পরস্পরের ও অন্য সকলের প্রতিও তোমাদের **ভালোবাসা উপচে পড়ুক** ...” (১ থিষলনীকীয় ৩:১২-১৩)।

> ... তোমরা **প্রেমে দৃঢ়মূল ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে**, সকল পবিত্রগণের সঙ্গে যেন পরাক্রমের অধিকারী হতে পারো এবং খ্রীষ্টের প্রেমের বিস্তার, দৈর্ঘ্য, উচ্চতা ও গভীরতা উপলব্ধি করতে পারো, আর জ্ঞানের অতীত **খ্রীষ্টের এই প্রেম অবগত হয়ে** তোমরা যেন ঈশ্বরের সকল পূর্ণতায় ভরপুর হয়ে ওঠো (ইফিষীয় ৩:১৭-১৯)।

পৌল প্রার্থনা করছিলেন যেন এই বিশ্বাসীরা আরও বৃদ্ধি পায় এবং প্রেমে উপচে পড়ে। ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে পৌল বর্ণনা করেছিলেন যে একজন পরিপক্ক বিশ্বাসী ব্যক্তির মধ্যে প্রেম কেমন হওয়া উচিত। পবিত্রীকৃত জীবন হল নিজের সমস্ত হৃদয়, প্রাণ, মন এবং শক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে প্রেম করা এবং আপনার প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে প্রেম করা (লূক ১০:২৭)। এটাই হল সেই ধরনের সম্পর্ক, যা পবিত্র লোকেদের ঈশ্বর ও তাদের সহমানবদের সঙ্গে রয়েছে।

নির্দোষতা

পৌল থিষলনীকীয়দের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যেন ঈশ্বর তাদের হৃদয়কে **পবিত্রতায় নির্দোষ** স্থাপন করেন (১ থিষলনীকীয় ৩:১২-১৩) দুটি অধ্যায় পরে, তিনি প্রার্থনা করেন যে তারা এতটাই পবিত্রীকৃত হবে যে প্রভু যিশুখ্রিস্টের আগমনের সময় তাদের সমস্ত আত্মা ও প্রাণ ও দেহ **নির্দোষ** থাকবে (১ থিষলনীকীয় ৫:২৩)। *নির্দোষতা* বলতে সব ক্ষেত্রে সিদ্ধতা বোঝায় না। একজন নির্দোষ ব্যক্তি ভুল করেন কিন্তু তার সেই চরিত্র ও আচরণ রয়েছে, যা তার থাকা উচিত।

অভ্যন্তরীণ শক্তি (মনের জোর)

পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যে ইফিষের বিশ্বাসীরা তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তায় ঈশ্বরের আত্মার শক্তিতে শক্তিশালী হবে (ইফিষীয় ৩:১৫-১৬)। বিশ্বাসে এগিয়ে চলার সাথে সাথে অভ্যন্তরীণ চরিত্র আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মনের শক্তি হল সঠিক বিষয় বেছে নেওয়া এবং ভুল সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা।

আমাদের মধ্যে খ্রিষ্টের অবস্থান

পৌল ইফিষীয়দের জন্য প্রার্থনা অব্যাহতভাবে প্রার্থনা করেন **যেন খ্রিস্ট তাদের হৃদয়ে বাস করেন** (ইফিষীয় ৩:১৭) এই অনুচ্ছেদে যে শব্দটিকে আবাস হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে তার অর্থ হল স্থায়ীভাবে বাস করা, শুধু সাময়িকভাবে কোথাও থাকা নয়। এই শব্দচিত্র ইঙ্গিত করে যে, যিশু আমাদের সঙ্গে বাস করতে চান, শুধুমাত্র আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নয়। খ্রিস্ট সেই ব্যক্তিদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ ও সন্তুষ্টবোধ করেন, যারা এক ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করে।

ঈশ্বরের পূর্ণতা

পৌল ইফিষীয়দের জন্য প্রার্থনার শেষে বলেন, তারা যেন ঈশ্বরের সমস্ত পূর্ণতা লাভ করে (ইফিষীয় ৩:১৪-১৯)। এটি একটি আধ্যাত্মিক বাস্তবতা বর্ণনা করার জন্য এক প্রকৃত দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে। এর অর্থ হল, ঈশ্বর

আমাদের সমস্ত অংশকে, আমাদের মন, ইচ্ছা, আবেগ, কার্যকলাপ, মনোভাব, প্রবৃত্তি এবং প্রতিক্রিয়াগুলিকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। বাইবেলে পাওয়া পবিত্র জীবনের সমস্ত বর্ণনার মধ্যে এটিই হয়ত সর্বশ্রেষ্ঠ - ধার্মিকতায় পরিপূর্ণ হওয়া যে সেখানে অধার্মিকতার কোন স্থান থাকবে না।

পরবর্তী দু'টি পদে এই প্রার্থনা শেষ করা হয়েছে:

> এখন আমাদের অন্তরে যিনি তাঁর সক্রিয় ক্ষমতা অনুসারে আমাদের সকল চাহিদা পূর্ণ করতে অথবা কল্পনারও অতীত কাজ করতে সমর্থ, মণ্ডলীতে এবং খ্রীষ্ট যিশুতে, যুগ যুগ ধরে সকল প্রজন্মে চিরকাল তাঁর গৌরব কীর্তিত হোক! আমেন (ইফিষীয় ৩:২০-২১)।

> "সস্তা অনুগ্রহ হল [কাল্পনিক] অনুগ্রহ যা আমরা নিজেদের প্রদান করি। সস্তা অনুগ্রহ হল অনুতাপ ছাড়াই ক্ষমার প্রচার করা, মণ্ডলীর নিয়মানুবর্তিতা ছাড়াই বাপ্তিস্ম, স্বীকারোক্তি ছাড়াই প্রভুর ভোজ .সস্তা অনুগ্রহ হল শিষ্যত্ব ছাড়া অনুগ্রহ, ক্রুশ ছাড়া অনুগ্রহ, জীবিত ও মাংসে মূর্তমান যিশু খ্রিস্ট ছাড়া অনুগ্রহ।"
> - ডিট্রিচ বনহোফার

এই আশীর্বাচনটি বলে যে ঈশ্বর আমরা যা চাইতে পারি বা ভাবতে পারি তার চেয়েও বেশি কিছু করতে পারেন। পৌল আর্থিক প্রাচুর্যের বিষয়ে নয় বরং আধ্যাত্মিক জীবনের বিষয়ে বলছেন। আমাদের অবশ্যই পবিত্রতা ও পরিপক্বতার মাত্রাকে ছোট করে দেখলে হবে না যে শক্তি আমাদের সেই স্তরে পৌঁছাতে সাহায্য করতে পারে।

খ্রিষ্টীয় অনুশীলন

নতুন নিয়ম আমাদের পবিত্রতা ও পরিপক্বতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার অভ্যাসগুলি জানায়।

উত্তম সংবেদ বজায় রাখ। পৌল তীমথিয়কে জানিয়েছিলেন যে, ভাল যুদ্ধ করার পথ (বিজয়ী খ্রিষ্টীয় জীবনের এক দৃষ্টান্ত) হল বিশ্বাস ও এক সৎ বিবেক বজায় রাখা (১ তীমথিয় ১:১৮-১৯)।[16] পৌল আরও বলেছিলেন, "ঈশ্বর ও মানুষের কাছে আমার বিবেক নির্মল রাখার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি" (প্রেরিত ২৪:১৬)। বিবেকের কথা শোনা হয়তো আমাদেরকে অনুতপ্ত হতে, প্রতিদান দিতে, কারো সঙ্গে সম্মিলিত হতে অথবা আমাদের আচরণ পরিবর্তন করতে পরিচালিত করতে পারে। এক উত্তম বিবেক থাকার অর্থ হল, লোকেরা যখন বুঝতে পারে যে তারা অন্যায় করেছে, তখন তারা পাপ স্বীকার করবে এবং অনুতপ্ত হবে।

ঈশ্বরের কাছে নিজেকে উৎসর্গ কর। রোমীয় ১২:১ পদে এক জোরালো উৎসাহ দেন করে পৌল লিখেছিলেন, 'অতএব, ভাইবোনেরা, ঈশ্বরের বহুবিধ করুণার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি তোমাদের কাছে মিনতি করছি, তোমরা **তোমাদের শরীরকে** জীবন্ত বলিরূপে, পবিত্র ও ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্যরূপে **উৎসর্গ করো**—তাই হবে তোমাদের যুক্তিসংগত আরাধনা।" রোমীয় বিশ্বাসীরা মন পরিবর্তনের সময় ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের

[16] পৌল বিশেষভাবে চিন্তিত ছিলেন যে, পালকদের এক শুদ্ধ বিবেক থাকা প্রয়োজন কারণ তিনি পালক তীমথিয়ের কাছে লেখা তার পালকীয় পত্রগুলিতে এই বিষয়টি আরও তিনবার "সৎ বিবেক" (১ তীমথিয় ১:৫) আর "শুদ্ধ/নির্মল বিবেক" (১ তীমথিয় ৩:৮-৯, ২ তীমথিয় ১:৩) উল্লেখ করেছিলেন।

কাছে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছিল। কিন্তু, এখানে পৌল ঈশ্বরের প্রতি আরও পূর্ণরূপে ভক্তি দেখানোর জন্য জোরালো আহ্বান জানিয়েছেন।

জগতের অনুরূপ হইও না (রোমীয় ১২:২)। জগতের সঙ্গে মানিয়ে চলার অর্থ হল অবিশ্বাসী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা গঠিত মূল্যবোধগুলি গ্রহণ করা এবং অবিশ্বাসীদের মতো আচরণ করা। জগতের লোকেরা স্বার্থপর ও অন্যায্য হওয়ার এবং পাপপূর্ণ উপায়ে মাংসের অভিলাষ সকল পূর্ণ করার জন্য যুক্তি খুঁজে পায়। একজন বিশ্বাসী তাদের থেকে ভিন্ন (২ করিন্থীয় ১০:৩-৪)।

আপনার মন পুনর্নবীকরণ করুন। পৌল রোমীয়দের এই বলে পরামর্শ অব্যাহত রেখেছেন:

> ... কিন্তু **তোমাদের মনের নতুনীকরণের** দ্বারা রূপান্তরিত হও। তখন তোমরা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে যাচাই ও অনুমোদন করতে পারবে, যা উৎকৃষ্ট, প্রীতিজনক ও সিদ্ধ (রোমীয় ১২:২)।

জগৎ যেভাবে চিন্তা করে তা যত বেশি প্রত্যাখ্যান করবে এবং ঈশ্বরের ভাবধারাকে সাগ্রহে গ্রহণ করবে, ততই সে ব্যক্তি রূপান্তরিত হবে।

জ্যোতিতে চলুন। যোহন লিখেছিলেন, "কিন্তু তিনি যেমন জ্যোতিতে আছেন আমরাও যদি তেমন জ্যোতিতে জীবন কাটাই, তাহলে পরস্পরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতা আছে এবং তাঁর পুত্র যিশুর রক্ত সব পাপ থেকে আমাদের শুচিশুদ্ধ করে" (১ যোহন ১:৭) আলো হল সত্যের একটি বাক্যালংকার। তাই, দীপ্তিতে চলার অর্থ হল ক্রমাগত সত্য শেখা এবং তা অনুসরণ করা।

বিশ্বাসের দ্বারা কষ্ট সহ্য করুন। ১ পিতর ৫:১০ পদে পিতরের আশির্বাচন এক পুনর্স্থাপিত, শক্তিশালী ও স্থিতিশীল বিশ্বাসী হওয়ার গৌরবান্বিত উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করে, কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর এক অপ্রীতিকর উপায় সম্বন্ধে বর্ণনা করে। "আর সমস্ত অনুগ্রহের ঈশ্বর, যিনি খ্রীষ্টে তাঁর অনন্ত মহিমা প্রদানের জন্য তোমাদের আহ্বান করেছেন, সাময়িক কষ্টভোগ করার পর তিনি স্বয়ং তোমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তোমাদের শক্তিশালী, সুদৃঢ় ও অবিচল করবেন (১ পিতর ৫:১০)"। দুঃখকষ্ট আমাদের মনোভাবকে শুদ্ধ করার এবং আমাদের আচরণ সংশোধন করার এক উপায় করে দেয়। ঈশ্বর সেইসমস্ত দুঃখকষ্ট অনুমোদন করেন যা আমাদের গড়ে তোলে। আমাদের অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে এবং ঈশ্বর আমাদের কী শিক্ষা দিচ্ছেন তা জানার চেষ্টা করতে হবে (২ করিন্থীয় ১২:৭-১০)।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসঙ্গে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

খ্রিষ্টীয় পবিত্রতা শুরু হয় যখন একজন পাপী অনুতপ্ত হয় এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহে রূপান্তরিত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসী ব্যক্তি আধ্যাত্মিকভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগত তা মেনে চলতে থাকে। পবিত্রীকরণ হল ঈশ্বরের কাজ, যেখানে তিনি বিশ্বাসীদেরকে শুচি করেন এবং পবিত্র চরিত্র ও জীবনে নিয়ে আসেন।

১১ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- যিশাইয় ৬:১-৮
- প্রেরিত ২:১-১৮
- ১ করিন্থীয় ১০:১-১৩
- ১ থিষলনীকীয় ৫:১৪-২৪
- তীত ২:১১-১৪

(২) পরীক্ষা: আপনি ১১ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

১১ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) *পবিত্র* শব্দের মূল অর্থ কি?

(২) ঈশ্বরের কাছে পবিত্র হওয়ার অর্থ কি?

(৩) পবিত্রতা কেন উপাসনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

(৪) খ্রিস্টীয় পবিত্রতা কখন থেকে শুরু হয়?

(৫) দীপ্তিতে চলার অর্থ কি?

(৬) পবিত্রীকরণের আজীবন প্রক্রিয়া চলাকালীন একজন বিশ্বাসীর কি ঘটে?

(৭) উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পাপ-প্রবৃত্তি কি?

(৮) প্রভু যখন ফিরে আসবেন তখন একজন বিশ্বাসী কিভাবে দেহ, প্রাণ ও আত্মায় নির্দোষ হতে পারে?

পাঠ ১২
মন্ডলী

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- মন্ডলীর সূত্রপাত।
- মন্ডলী একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান।
- মন্ডলী একটি জীবন্ত, স্থানীয় সংস্থা।
- বিশ্বব্যাপী মন্ডলীর ঐক্যের ভিত্তি।
- স্থানীয় মন্ডলীর ঐক্যের ভিত্তি।
- মন্ডলীর ধর্মাচার।
- মন্ডলীর উদ্দেশ্য।
- মন্ডলী সম্পর্কে খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থী তার স্থানীয় মন্ডলীর প্রতি দায়বদ্ধতা দেখতে পাবে।

মন্ডলীর সূত্রপাত

► একসাথে ইফিষীয় ৩:৩-১০ পদ পড়ুন। এই অনুচ্ছেদটি মন্ডলী সম্পর্কে আমাদের কি জানায়?

নতুন নিয়মের শত শত বছর আগে, মন্ডলী ছিল একটি রহস্য যা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়নি। সে সময়ে এমন কিছু লোকেরা ছিল যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল এবং তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিল (রোমীয় ৪:১-৮), কিন্তু মন্ডলী তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

► মন্ডলী কখন শুরু হয়েছিল?

যিশুর জীবন ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে মন্ডলীর যাত্রা শুরু হয়। তিনি যে পরিত্রাণ জুগিয়েছিলেন, সেটির উপর মন্ডলী নির্মিত হয়েছিল (মথি ১৬:১৬-১৮)। পঞ্চাশত্তমীর দিনে মন্ডলীর যুগ শুরু হয়েছিল। সেই দিন থেকে, পৃথিবীতে খ্রিস্টের বাহ্যিক এবং দৃশ্যমান নেতৃত্ব ছাড়াই মন্ডলী পবিত্র আত্মার শক্তিতে কাজ করছে (যোহন ১৬:৭)।

যিশু তাঁর শিষ্যদের সারা পৃথিবীতে তাঁর মতবাদগুলো ছড়িয়ে দেওয়ার ও সেগুলো স্থাপন করার ক্ষমতা দিয়েছিলেন (মথি ২৮:১৮-২০) এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, পবিত্র আত্মা তাদেরকে সমস্ত সত্যে পরিচালিত করবে (যোহন ১৬:১৩)। মন্ডলীকে প্রেরিতিক বলা যেতে পারে কারণ প্রেরিতদের শিক্ষাই ছিল মন্ডলীর ভিত্তিগত মতবাদ। যে কোন বিশ্বাস যা এই মৌলিক মতবাদকে বিরোধিতা করে তাকে খ্রিষ্টীয় বলা উচিত নয়।

মন্ডলীর সূত্রপাত হয়েছে:

১। যিশুর পরিচর্যায়।

২। খ্রিষ্টের জোগানো পরিত্রাণে।

৩। পঞ্চাশত্তমীর দিনের ঘটনায়।

৪। প্রেরিতিক মতবাদের বিকাশে।

মন্ডলী একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান

মন্ডলীকে এমন এক পরিবারের সঙ্গে তুলনা করা হয়, যেখানে ঈশ্বর হলেন পিতা এবং বিশ্বাসীরা ভাই-বোন (মথি ১২:৪৮-৫০, কলসীয় ১:২)। গির্জাটিকে এমন একটি জাতি বলা হয় যার কোন একক জাতি বা প্রাকৃতিক উৎস নেই (১ পিতর ২:৯-১০)। মন্ডলীকে একটি শারীরিক দেহের সাথে তুলনা করা হয়, যার মস্তক হলেন খ্রিস্ট (ইফিষীয় ৪:১৫-১৬, ইফিষীয় ৫:৩০)। সদস্যরা একসঙ্গে কাজ করে এবং একে অপরের যত্ন নেয় (১ করিন্থীয় ১২:১৪, ২৬)।

দেহের একজন সদস্য হিসেবে, একজন খ্রিস্টবিশ্বাসীর অবশ্যই মন্ডলী থেকে স্বাধীন হওয়ার মনোভাব থাকা উচিত নয়। তার অন্য সদস্যদের প্রয়োজন এবং তাদের তাকে প্রয়োজন (১ করিন্থীয় ১২:২১)। একজন খ্রিস্টবিশ্বাসীর পক্ষে এমন জীবনযাপন করা ভুল, যেন সে মন্ডলী ছাড়া আধ্যাত্মিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

মন্ডলী থেকে পৃথক থাকা হল খ্রিস্ট পৃথিবীতে যা করছেন তা থেকে পৃথক হওয়া। মন্ডলীকে সম্মান ও প্রেম না করার অর্থ হল, খ্রিস্টকে সম্মান ও প্রেম না করা।

মন্ডলী একটি জীবন্ত, স্থানীয় সংস্থা

একটি সার্বজনীন মন্ডলী রয়েছে, তবে মন্ডলী স্থানীয়ভাবেও বিদ্যমান। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক জায়গায় না থাকলে কাজ করতে পারে না। পৌল করিন্থীয়দের উদ্দেশে লিখেছিলেন যে তারা খ্রিস্টের দেহ (১ করিন্থীয় ১২:২৭) যা ইঙ্গিত করে যে একটি স্থানীয় মন্ডলী হল সেই স্থানের জন্য খ্রিস্টের দেহ।

ঈশ্বর স্থানীয় মন্ডলীকে একটি বিশ্বাসের পরিবার হিসাবে পরিকল্পনা করেছেন:

১। আধ্যাত্মিক দানগুলির সঙ্গে এক দেহ হিসেবে কাজ করা।

২। সহভাগিতায় থাকা ব্যক্তিদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করা (মানব ও ঐশ্বরিক উভয় সম্পদের সাথে)।

৩। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জগতের কাছে ঈশ্বরের প্রজ্ঞা প্রদর্শন করা।

৪। অবিশ্বাসীদের মন ফিরাতে এবং [ঈশ্বরের] পরিবারে প্রবেশ করতে আমন্ত্রণ জানানো।

প্রকৃত সহভাগিতার মধ্যে অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কারণ সাহচর্যে থাকা ব্যক্তিরা একত্রে জীবন ভাগ করে নেয় এবং একে অপরের প্রয়োজনের প্রতি যত্নবান হয় (যাকোব ২:১৫-১৬, যাকোব ১:২৭)। খ্রিস্টেতে

একজন ভাই বা বোনের প্রয়োজনগুলির দায়িত্ব হল মন্ডলীর, যদি সেই সদস্য মন্ডলীর জীবনে অংশ নেন এবং যতটা সম্ভব দায়িত্ব পালন করেন।

স্থানীয় মন্ডলীকে শক্তিশালী ও গড়ে তোলার জন্য ঈশ্বর পরিচর্যার জন্য আধ্যাত্মিক বরদান এবং বিশেষ আমন্ত্রণ প্রদান করেন (ইফিষীয় ৪:১১-১২)।

স্থানীয় মন্ডলী তার সম্প্রদায়ের জন্য কাজ করে। মন্ডলীর প্রথম অগ্রাধিকার হল আধ্যাত্মিক, সুসমাচার প্রচার এবং সমস্ত বিষয়ে ঈশ্বরের সত্য প্রচার করা। মন্ডলী সমাজের বস্তুগত চাহিদাগুলি পূরণ করে কিন্তু সেই লোকেদের অগ্রাধিকার দেয় যারা মন্ডলীর আধ্যাত্মিক সাহচর্যে রয়েছে (গালাতীয় ৬:১০)।

মন্ডলীর পরিপূর্ণতা

মন্ডলীকে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক করার জন্য যিশু নিজেকে দিয়েছিলেন (ইফিষীয় ৫:২৭)। মন্ডলী কখনোই পাপকে প্রশ্রয় দেবে না, যদিও তাকে সবসময় ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। নেতাদের অবশ্যই উদাহরণমূলক পবিত্র জীবনযাপন করতে হবে (১ তীমথিয় ৩:২-৩)। যদি মন্ডলীর কোন সদস্য পাপ করে তাহলে অবশ্যই তাকে মোকাবিলা করতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত যদি সে অনুতপ্ত না হয় তাহলে অবশেষে সহভাগিতা থেকে সরিয়ে দিতে হবে (১ করিন্থীয় ৫:১১-১৩)।

► মন্ডলী কেন ত্রুটিপূর্ণ?

মন্ডলীর লোকেরা সব দিক দিয়ে নিখুঁত হবে না। মন্ডলীতে সুসমাচার প্রচার করে হয় কারণ মণ্ডলীতে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা এখনও পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়নি। এমনকি যারা পরিত্রাণ পেয়েছে, তাদের জীবনেও অসঙ্গতি থাকবে কারণ তারা এখনও বুঝতে পারে না যে, কীভাবে তাদের জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ে সত্য প্রয়োগ করতে হয়। এমনকি পরিপক্ক খ্রিস্টবিশ্বাসীদের মধ্যেও হয়তো অসংগতি এবং ভুল মনোভাব থাকতে পারে কারণ সে এখনও আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির এক প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। ক্রমাগত ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেওয়া ও তা প্রয়োগ করা, লোকেদের আধ্যাত্মিক পরিপক্কতায় নিয়ে আসা হল মন্ডলীর কাজের একটি অংশ (ইফিষীয় ৪:১১-১৬, ২ তীমথিয় ৩:১৬-১৭)।

মন্ডলীকে সংজ্ঞায়িত করা

সার্বজনীন মন্ডলী সকল সময় ও স্থানে সমস্ত বিশ্বাসীদের দ্বারা গঠিত। এটিকে কখনও কখনও অদৃশ্য মন্ডলী বলা হয় কারণ এমন কোনও পার্থিব সংগঠন নেই যা সর্বজনীন মন্ডলী পরিচালনা করে বা তাদের কাছে এর সদস্যদের তালিকা রয়েছে।

স্থানীয় মন্ডলী হল একটি স্থানে বিশ্বাসীদের একটি সম্প্রদায় যারা একত্রে খ্রিষ্টের দেহের কাজ করে। একটি দল মন্ডলী নয় যদি তারা আরও সীমিত উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

এখানে স্থানীয় মন্ডলীর আরও বিস্তৃত সংজ্ঞা দেওয়া হল যা এটিকে অন্যান্য ধরণেরগোষ্ঠী থেকে পৃথক করতে সহায়তা করে: “একদল বাপ্তাইজিত বিশ্বাসী একত্রে মিলিত হয়ে উপাসনা, সংশোধন, সেবা,

সহভাগিতা ও প্রচারের জন্য; আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব গ্রহণ; দেহের বিভিন্ন বরদানের মাধ্যমে সমাজের সকল অংশের পরিচর্য্যা করতে ইচ্ছুক; এবং নিয়মিতভাবে অধ্যাদেশ অনুশীলন করে।"[17]

সর্বজনীন মন্ডলীর ঐক্য

সকল স্থান ও সময়ে মন্ডলী রয়েছে। যিশু বলেছেন, "দেহ এক এবং আত্মা এক, তেমনই তোমাদের প্রত্যাশাও এক, যে প্রত্যাশার উদ্দেশে তোমরা আহূত হয়েছিলে। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিষ্ম এক, সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের কাছে এবং সকলের অন্তরে আছেন" (ইফিষীয় ৪:৪-৬)।

প্রাচীন খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসসূত্র 'ক্যাথলিক মন্ডলী' এর কথা উল্লেখ করে। এটি রোমান ক্যাথলিক চার্চকে নির্দেশ করে না, বরং বিশ্বব্যাপী মন্ডলীকে নির্দেশ করে যার মধ্যে সকল প্রকৃত খ্রিস্টবিশ্বাসী অন্তর্ভুক্ত।

সার্বজনীন মন্ডলীর ঐক্য এক কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অধীনে একটি সংস্থায় নয়। খ্রিস্টের ফিরে আসার আগে এটা কখনোই ঘটবে না। কিছু লোক চায় যে এটি ঘটুক, কিন্তু স্পষ্টতই এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না কারণ যিশু শিষ্যদের সংশোধন করেছিলেন, যখন তারা ভেবেছিল যে, একজন ব্যক্তির তাদের সংগঠন থেকে পৃথক পরিচর্যা করা উচিত নয় (লূক ৯:৪৯-৫০)। যিশু যদি সর্বজনীন মন্ডলীর উপর একটি কেন্দ্রীয় প্রশাসন রাখতে চাইতেন, তবে তিনি এটির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য শারীরিকভাবে পৃথিবীতে থাকতে পারতেন। কিন্তু, যিশু দেখেছিলেন যে, তিনি যদি পৃথিবীতে দৈহিকভাবে থেকে যান তাহলে সারা পৃথিবীতে পবিত্র আত্মার বৈচিত্র্যময় কাজ ঘটবে না যেমনটি হওয়া উচিত (যোহন ১৬:৭)।

> “যদি তোমার হৃদয় ঠিক থাকে, যেমনটা আমার হৃদয় তোমার হৃদয়ের সাথে আছে, তাহলে আমাকে স্নেহপূর্ন প্রীতিতে ভালবাস, ভাইয়ের চেয়েও কাছের বন্ধু হিসেবে; খ্রিষ্টেতে একজন ভাই হিসাবে যিনি নতুন যিরূশালেমের একজন সহনাগরিক, আমাদের পরিত্রাণের সেই একই অধিনায়কের অধীনে যুদ্ধরত একজন সহযোদ্ধা হিসাবে। রাজ্যের একজন সহচর, যিশুর ধৈর্য্যের সহনশীল এবং তাঁর গৌরবার্থের একজন সহ-উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাকে ভালোবাস।"
> - জন ওয়েসলি-র “Catholic Spirit” নামক ধর্মোপদেশের সংক্ষেপিত

► সার্বজনীন মন্ডলীর ঐক্য কিসের ভিত্তিতে গঠিত?

সার্বজনীন মন্ডলীর ঐক্যের ভিত্তি হল ...

১। প্রেরিতদের মতবাদ (Doctrines)

২। খ্রিষ্টের সঙ্গে এক রূপান্তরকারী সম্পর্ক

মতবাদগত ঐক্যের (Doctrinal unity) অর্থ এই নয় যে, খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সমস্ত বিষয়ে, এমনকি সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ মতবাদের বিষয়ে একমত। এর অর্থ এই যে, তারা ঈশ্বর ও খ্রিষ্টের প্রকৃতি এবং সুসমাচারের অপরিহার্য বিষয়গুলি সম্পর্কে অপরিহার্য মতবাদগুলি গ্রহণ করে নেয়। এগুলি ছাড়া, তারা একই ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারবে না বা তাঁর অনুগ্রহ অনুভব করবে না।

---

[17] David Dockery, *Southern Baptist Consensus and Renewal: A Biblical, Historical, and Theological Proposal* (Nashville: B&H Publishing Group, 2008), 127

খ্রিষ্টীয় একতার জন্য মতবাদই একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। খ্রিষ্টের সঙ্গে তাদের রূপান্তরিত সম্পর্কের কারণে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা পরস্পরের সঙ্গে এক সম্পর্কের বন্ধন বজায় রাখে। যেহেতু তারা পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়েছে, খ্রিস্টের ওপর তাদের বিশ্বাস স্থাপন রেখেছে এবং পবিত্র আত্মা পেয়েছে, তাই তাদের এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। অনেক দিক দিয়ে আলাদা হওয়া সত্ত্বেও খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সারা পৃথিবীতে একে অন্যকে চিনতে পারেন।

স্থানীয় মন্ডলীর ঐক্য

আমরা একজন খ্রিস্টবিশ্বাসী হিসেবে এমন যে কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করতে পারি, যিনি অপরিহার্য খ্রিস্টীয় মতবাদগুলি ধারণ করেন এবং খ্রিস্টের সঙ্গে এক পরিবর্তনশীল সম্পর্কের মধ্যে রয়েছেন বলে মনে হয়। কিন্তু, স্থানীয় মন্ডলীর মতবাদ সংক্রান্ত মতৈক্য অবশ্যই অনেক বেশি বিশদ হতে হবে।

স্থানীয় মন্ডলী হল এমন এক দল মানুষ, যারা একত্রে উপাসনা করতে, সুসমাচার প্রচার করতে, পরিবর্তিত ও যুবক-যুবতীদের শিষ্যত্বে পরিচালিত করতে, সম্প্রদায়ের সেবা করতে এবং খ্রিস্টীয় জীবনের ব্যবহারিক খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই উদ্দেশ্য একসঙ্গে সম্পাদন করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই মতবাদের অনেক খুঁটিনাটি বিষয়ে একমত হতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় মন্ডলীর একজন ব্যক্তি হয়তো প্রত্যেক যুবক-যুবতীকে এবং মনপরিবর্তনকারী নতুন ব্যক্তিদের ভাষার বরদানের জন্য প্রার্থনা করতে বললেন। কিন্তু, সেই মন্ডলীর অন্যান্য নেতারা বিশ্বাস করে না যে প্রত্যেক বিশ্বাসীকে ভাষার বরদান দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। তারা উদ্বিগ্ন যে, লোকেরা যদি এমন কিছুর অভিজ্ঞতা লাভ করার চেষ্টা করে, যা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয়, তা হলে লোকেরা আধ্যাত্মিক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়বে। স্পষ্টতই, এই লোকেদের পক্ষে স্থানীয় মন্ডলীতে একসঙ্গে কাজ করা কঠিন হবে। যএমনকি নেতারা যদি সেই ব্যক্তিকে একজন বিশ্বাসী বলে মনে করে, তবুও তাদের উচিত নয় যে, তারা তাকে এমন মতবাদগুলো শিক্ষা দিতে দেবে, যেগুলো সেই মন্ডলীতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে।

একটা স্থানীয় মন্ডলীর উচিত সেই মতবাদগুলির বিষয়ে একমত হওয়া, যেগুলি তাদের একসাথে জীবন ভাগ করে নেওয়ার এবং পরিচর্যা অনুশীলন করার পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। তারা মতবাদের যে সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করে সেগুলির একটি লিখিত বিবৃতি থাকা মন্ডলীর পক্ষে ভাল। কেউ বিশ্বাসী কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য বিবৃতিগুলি ব্যবহৃত হয় না। এর পরিবর্তে, এটি দেখায় কোন মতবাদগুলি সেই বিশ্বাসী দলকে ঘনিষ্ঠ ও নিয়মিত উপাসনা এবং পরিচর্যার জন্য একতাবদ্ধ করে।

মন্ডলীর ধর্মাচার (Sacraments)

যিশু মন্ডলীকে দুটি ধর্মাচার দিয়েছেন। এগুলিকে ধর্মানুষ্ঠান বা আচার-অনুষ্ঠানও বলা যেতে পারে।

> "আমি বিশ্বাস করে এসেছি যে, প্রকৃত পবিত্রীকৃত হৃদয়ের চিহ্ন হল, নিজের মঙ্গলের চেয়ে অন্যের পরিত্রাণ নিয়ে বেশি চিন্তা করা।"
> - ডেনিস কিন'ল

বাপ্তিস্ম হল খ্রিষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের প্রতীক (রোমীয় ৬:৩-৪)। বাপ্তিস্ম হল এমন এক সাক্ষ্য যা বিশ্বাসীকে খ্রীষ্টের সাথে চিহ্নিত করে এবং দেখায় যে সে পাপের প্রতি মৃত্যু এবং খ্রিষ্টেতে নতুন জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। [18]বাপ্তিস্ম কোন ব্যক্তিকে পরিত্রাণ দেয় না। বাপ্তিস্ম হল একটি প্রকাশ্য সাক্ষ্য যে মন পরিবর্তন ঘটেছে (যোহন ৩:৭-৮)।

ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগে যিশু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে শেষ নৈশভোজের সময় **প্রভুর ভোজ** প্রবর্তন করেন (১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৫)। রুটি ও দ্রাক্ষারস আমাদের পরিত্রাণের জন্য বলিদান হিসেবে দেওয়া যিশুর দেহ ও রক্তের প্রতিনিধিত্ব করে। ঠিক যেমন আমরা দৈহিক জীবনের জন্য খাদ্য খাই, তেমনই আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য তাঁর বলিদানের ওপর নির্ভর করি (যোহন ৬:৫৩-৫৮)।

এই ধর্মাচারগুলিকে বলা যেতে পারে "অনুগ্রহের উপায়"। যদি বিশ্বাস ও আনুগত্য ছাড়া এগুলি পালন করা হয়, তাহলে সেগুলি অনুগ্রহ প্রদান করবে না। এগুলি হল অনুশীলন যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, এবং যদি বিশ্বাসের সাথে করা হয় তাহলে সেগুলি ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের একটি মাধ্যম৷

► মন্ডলীর কিছু উদ্দেশ্য কি কি?

নতুন নিয়মে প্রাপ্ত স্থানীয় মন্ডলীর কিছু উদ্দেশ্য

মন্ডলীর উচিত:

১। সুসমাচার প্রচার করা (মথি ২৮:১৮-২০)

২। মণ্ডলীগত ভাবে উপাসনা করা (১ করিন্থীয় ১৪:২৬)

৩। মতবাদ বজায় রাখা (১ তীমথিয় ৩:১৫, যিহূদা ১:৩)

৪। আর্থিকভাবে পালকদের সাহায্য করা (১ তীমথিয় ৫:১৭-১৮)

৫। মিশনারীদের পাঠানো ও সমর্থন করা (প্রেরিত ১৩:২-৪. রোমীয় ১৫:২৪)

৬। অভাবী সদস্যদের সাহায্য করা (রোমীয় ১২:১৩, ১ তীমথিয় ৫:৩)

৭। যে সদস্যরা পাপ করে, তাদেরকে শাসন করা (১ করিন্থীয় ৫:৯-১৩)

৮। বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজ অভ্যাস করা (মথি ২৮:১৯, ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬)

> "আমি বিশ্বাস করি না যে, ঈশ্বর চান আমাদের মন্ডলীক জীবন ভবন ও পরিসেবার উপর কেন্দ্রবিন্দু হোক। এর পরিবর্তে, ঈশ্বর চান আমাদের মন্ডলীগুলি – আমাদের জমায়েতগুলি যে কোন নির্দিষ্ট রূপই গ্রহণ করুক না কেন - সক্রিয় শিষ্যত্ব, মিশন এবং ঐক্যের অন্বেষণের প্রতি মনোনিবেশ করা হোক।"
> - ফ্রান্সিস চ্যান

[18] Image: "The Lord's Supper" taken by Allison Estabrook on Oct. 14, 2022, retrieved from https://www.flickr.com/photos/sgc-library/52476662295/, licensed under CC BY 4.0.

৯। পরিপক্কতার জন্য বিশ্বাসীদের শিষ্য করা (ইফিষীয় ৪:১২-১৩)

১০। সমাজের প্রয়োজনগুলি পূরণ করা (গালাতীয় ৬:১০, ইফিষীয় ৪:২৮, ইব্রীয় ১৩:১৬)

এই সবের বেশির ভাগই একজন ব্যক্তি নিজে থেকে করেতে পারেন না। এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য বিশ্বাসীদের দলগত সহযোগিতা এবং নেতৃত্বের একটি কাঠামোর প্রয়োজন।

ঈশ্বর প্রত্যেক বিশ্বাসীকে একটি স্থানীয় মন্ডলীর প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হতে এবং সেই মন্ডলীকে পৃথিবীতে তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করতে সাহায্য করতে আহ্বান করেন। একজন সদস্য যদি মন্ডলীর কাজ না করেন, তা হলে তিনি খ্রিস্টের দেহের একজন সদস্য হিসেবে তার উদ্দেশ্য পূরণ করছেন না।

ত্রুটি এড়ান: আধ্যাত্মিক স্বতন্ত্রতা

ক্লাস লিডারের জন্য নোট: ক্লাসের একজন সদস্য এই বিভাগটি ব্যাখ্যা করতে পারেন।

কিছু লোক কখনোই স্থানীয় মন্ডলীর অংশ হতে চায় না। তারা রবিবারে যে কোন মন্ডলীতে যোগ দিয়ে স্বাধীনভাব অনুভব করতে চায়। তারা মন্ডলীর কোন পরিচর্যায় সাহায্য করতে পারে না কারণ মন্ডলী তাদের ওপর নির্ভর করতে পারে না। তাদের মধ্যে এমন সম্পর্ক থাকে না যার ফলে আধ্যাত্মিক সাহচর্য ও জবাবদিহিতার সুযোগ হয়। সমস্ত খ্রিস্টান যদি একই কাজ করে তাহলে কোনো মন্ডলী থাকবে না।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসঙ্গে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

খ্রিষ্ট একটি পবিত্র, বিশ্বব্যাপী মন্ডলী তৈরি করেছেন, যা স্থানীয় মণ্ডলীগুলোতে খ্রিস্টের দেহ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। মন্ডলী প্রেরিতদের মতবাদ ধারণ করে এবং সমস্ত সত্যকে রক্ষা করে। মন্ডলী হল ঈশ্বরের পরিবার, যা সহভাগিতা সহ সমস্ত প্রয়োজনের পরিচর্যা করে। মন্ডলী ঈশ্বরের উপাসনা করে, জগতের কাছে সুসমাচার প্রচার করে এবং বিশ্বাসীদের শিষ্য করে।

১২ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- ১ করিন্থীয় ৫:১-১৩
- ১ করিন্থীয় ৬:১-৮
- ১ করিন্থীয় ১২:১৪-৩১
- ইফিষীয় ৪:১১-১৬
- যাকোব ২:১-৯

(২) পরীক্ষা: আপনি ১২ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

১২ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) কখন মন্ডলীর যুগ শুরু হয়েছিল?

(২) কেন মন্ডলীকে প্রেরিতিক বলা যেতে পারে?

(৩) মন্ডলীর উৎপত্তির চারটি দিক কী কী?

(৪) সার্বজনীন মন্ডলী কে?

(৫) স্থানীয় মন্ডলী কী?

(৬) 'ক্যাথলিক মন্ডলী' বলতে মূলত কী বোঝায়?

(৭) কোন দুটি বিষয়ের দ্বারা সার্বজনীন মন্ডলী একতাবদ্ধ?

(৮) কেন একটি মন্ডলী পক্ষে তাদের মতবাদগুলির একটি লিখিত বিবৃতি থাকা উত্তম?

(৯) স্থানীয় মন্ডলীর ছয়টি উদ্দেশ্যের তালিকা প্রস্তুত করুন।

পাঠ ১৩
অনন্তকালীন পরিণতি

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- স্বর্গের প্রাথমিক কাজ।
- শাস্ত্রে প্রকাশিত স্বর্গের বৈশিষ্ট্য।
- শাস্ত্রে প্রকাশিত অনন্তকালীন শাস্তির বৈশিষ্ট্য।
- এমন কিছু ধর্মের উদাহরণ, যারা অনন্তকালীন শাস্তির সত্যতাকে অস্বীকার করে।
- অনন্তকালীন শাস্তির ন্যায্যতা।
- অনন্তকালীন পরিণতি সম্পর্কে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থী মনে রাখবে যে কিছু কাজের অনন্তকালীন পরিণতি রয়েছে যা কখনই পরিবর্তিত হবে না।

১ম ভাগ: বিশ্বাসীদের অনন্তকালীন পরিণতি

► প্রকাশিত বাক্য ২১ একসঙ্গে পড়ুন। এই শাস্ত্রাংশটি বিশ্বাসীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের কী বলে?

সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের গৌরবার্থে বিদ্যমান, কিন্তু স্বর্গ হল মহাবিশ্বের কেন্দ্রীয় দৃশ্য, যেখানে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট প্রাণীদের দ্বারা সর্বোচ্চ স্তরে ঈশ্বরের উপাসনা করা হয়। (পড়ুন প্রকাশিত বাক্য ৫:১১-১৪ পড়ুন)। ঈশ্বরের গৌরব স্বর্গে এমন পূর্ণতায় প্রকাশিত হবে যে তা হবে নগরের জ্যোতি (প্রকাশিত বাক্য ২১:২৩)। এটি সেই স্থান যেখানে আমরা ঈশ্বরকে এতটাই জানতে পারব যে আমরা তাঁর মুখ দেখতে পাব (প্রকাশিত বাক্য ২২:৪)।

স্বর্গে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরকে উপাসনা করে পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে। গীতসংহিতা ১৬:১১ পদ বলে, "তোমার সান্নিধ্য আমাকে আনন্দ দিয়ে পূর্ণ করবে, তোমার ডান হাতে আছে অনন্ত সুখ।” এটি উপযুক্ত যে আনন্দ ও উপাসনা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমরা তাঁর স্বভাব বুঝে আমরা তাঁর উপাসনা করতে পারি যে তিনি কে। আমাদের আবেগ, প্রেম করার ক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রদান করা হয়েছে, যাতে আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারি।

যিশু তাঁর শিষ্যদের এই কথাগুলি বলেছিলেন:

> তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বিগ্ন না হয়। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করো, আমাকেও বিশ্বাস করো। আমার পিতার গৃহে অনেক ঘর আছে, যদি না থাকত, আমি তোমাদের বলতাম। তোমাদের জন্য আমি সেখানে স্থান প্রস্তুত করতে যাচ্ছি। আর যখন আমি সেখানে যাই ও তোমাদের জন্য স্থানের ব্যবস্থা করি, আমি

আবার ফিরে আসব এবং আমি যেখানে থাকি, সেখানে আমার সঙ্গে থাকার জন্য তোমাদের নিয়ে যাব। (যোহন ১৪:১-৩)

যিশুর কথাগুলি স্বর্গ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বিষয় জানায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, স্বর্গ হল ঈশ্বরের গৃহ। যিশু এটিকে তাঁর পিতার গৃহ বলে অভিহিত করেছিলেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে, আমরা একদিন ঈশ্বরের সঙ্গে সেখানে বাস করতে পারব।

স্বর্গের প্রতিশ্রুতি আমরা পৃথিবীতে যেভাবে জীবনযাপন করি তা পরিচালনা করা উচিত। যে ব্যক্তি চিরন্তন মূল্যবোধে বেঁচে থাকে সে পৃথিবীতে সবচেয়ে ভালো কাজ করবে। যে ব্যক্তি স্বর্গীয় পুরস্কার প্রত্যাশা করে, তার কষ্ট সহ্য করার এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন করার জন্য প্রচেষ্টা করার প্রেরণা রয়েছে। যিশু অত্যাচারিত ব্যক্তিকে বলেন, "উল্লসিত হোয়ো, আনন্দ কোরো; কারণ স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর" (মথি ৫:১২)।

স্বর্গের বৈশিষ্ট্য

► আমরা স্বর্গ সম্বন্ধে কি জানি?

কখনও কখনও পৃথিবীর মানুষ তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বাড়ি কিনতে পারে না, অথবা তারা মনের মোট সবকিছু করে উঠতে সক্ষম হয় না। কিন্তু ঈশ্বরের অসীম ক্ষমতা ও সম্পদ রয়েছে, তাই আমরা জানি যে তাঁর গৃহ হল ঠিক সেটাই, যা তিনি চান। তাই, ঈশ্বরের প্রকৃতির সঙ্গে স্বর্গ ঈশ্বরের প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

স্বর্গে কোন পাপ থাকবে না। স্বর্গদূত বা মানুষ অথবা অন্যান্য প্রাণী যা-ই হোক না কেন, স্বর্গে থাকা সমস্ত প্রাণীই হবে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। (পড়ুন প্রকাশিত বাক্য ২১:৮, ২৭)

বেদনা, দুঃখ, দ্বন্দ্ব ও বিপদসহ পাপের সকল ফল থেকে স্বর্গ হবে মুক্ত। (পড়ুন প্রকাশিত বাক্য ২১:৪)। অসুস্থতা, বার্ধক্য এবং মৃত্যু সহ সৃষ্টির উপর আর কোন অভিশাপ থাকবে না। (পড়ুন প্রকাশিত বাক্য ২২:৩)

> "যদি আমি নিজের মধ্যে এমন একটি আকাঙ্ক্ষা খুঁজে পাই যা এই পৃথিবীর কোন অভিজ্ঞতাই পূরণ করতে পারে না, তাহলে সবচেয়ে সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটি হ'ল আমাকে এক অন্য বিশ্বের জন্য তৈরি হয়েছি। ... সম্ভবত পার্থিব সুখভোগ কখনই তা সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ছিল না, কিন্তু তা জাগিয়ে তোলার জন্য, বাস্তব বিষয় উপস্থাপন করার জন্য...অন্য দেশের দিকে এগিয়ে যেতে এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে সাহায্য করা আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।"
> - সি. এস. লুইস-এর Mere Christianity

স্বর্গের সৌন্দর্য বর্ণনার অতীত। আমাদেরকে দেওয়া বিবরণীতে যা বলা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে রয়েছে জ্যাসপারের দেওয়াল, মুক্তার দরজা, দুর্লভ রত্নের ভিত্তি এবং সোনার রাস্তা। (পড়ুন প্রকাশিত বাক্য ২১:১৮-২১)।

কে এবং কখন?

যারা পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং যিশুখ্রিষ্টকে পরিত্রাতা ও প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করে তাদের জন্য স্বর্গ প্রস্তুত করা হয়েছে (যোহন ৩:১৬)। বাইবেল আমাদের বলে যে, আমরা যদি অনন্তকালীন মূল্যবোধের দ্বারা

জীবনযাপন করি, তা হলে আমরা স্বর্গে এক অনন্ত ও সুরক্ষিত ধনে বিনিয়োগ করতে পারি। (পড়ুন মথি ৬:২০)। স্বর্গ কোটি কোটি পরিত্রাণপ্রাপ্ত মানুষ ও স্বর্গদূতেদের দ্বারা পূর্ণ (প্রকাশিত বাক্য ৫:৮-১১)।

মানুষ কখন স্বর্গে যায়? যিশু সেই চোরকে ক্রুশে মারা যাওয়ার সময় বলেছিলেন যে, সেই দিন তারা একসঙ্গে পরমদেশে থাকবে (লূক ২৩:৪৩) পৌল বলেছিলেন যে, শরীর থেকে অনুপস্থিত থাকা হল প্রভুর সাথে উপস্থিত থাকা (২ করিন্থীয় ৫:৮)। অতএব, আমরা জানি যে বিশ্বাসীরা মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। যিশুর পুনরাগমনের সময় যে-বিশ্বাসীরা তখনও জীবিত থাকবে, তারা মৃত্যু ছাড়াই স্বর্গে যাবে। (পড়ুন ১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫২, ১ থিষলনীকীয় ৪:১৩-১৮)

২য় ভাগ: অবিশ্বাসীদের অনন্তকালীন পরিণতি

পৃথিবীতে শাস্তি কখনও কখনও শেষ হয়ে যায়, এমনকি শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুতেও। কিন্তু, যিশু এমন এক শাস্তি যা অনন্তকাল স্থায়ী। তিনি বলেছিলেন,

> অভিশপ্ত তোমরা, আমার কাছ থেকে দূর হয়ে অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হও, যা দিয়াবল ও তার দূতদের জন্য তৈরি করা হয়েছে। ...তারপর তারা চিরন্তন শাস্তির উদ্দেশ্যে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে (মথি ২৫:৪১, ৪৬)।

যিশু এবং প্রেরিতেরা সুনিশ্চিতভাবে জানিয়েছিলেন যে, নরক, অগ্নি হ্রদ এবং অনন্ত শাস্তি বিদ্যমান। যিশু আমাদের এই ভয়ংকর স্থান এড়িয়ে চলার জন্য সাবধান করেছিলেন। এখানে যিশু এবং প্রেরিতদের বিবৃতি রয়েছে।

> যুগের শেষ সময়ে এরকমই ঘটনা ঘটবে। স্বর্গদূতেরা এসে ধার্মিকদের মধ্যে থেকে দুষ্টদের পৃথক করবেন এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে তাদের নিক্ষেপ করবেন, যেখানে হবে কেবলই রোদন ও দন্তঘর্ষণ (মথি ১৩:৪৯-৫০)।

ফরীশীদের সঙ্গে কথা বলার সময় যিশু বলেছিলেন,"সাপেরা! কালসাপের বংশেরা! তোমরা ন্যায়বিচারের দিন কীভাবে নরকদণ্ড এড়াতে পারবে?" (মথি ২৩:৩৩)

আরেকবার যিশু যখন ফরীশীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন তিনি এমন একজন ব্যক্তির যন্ত্রণা ভোগের বর্ণনা করেছিলেন, যে মারা গিয়েছিলেন এবং পাতালে (হাডিজে) গিয়েছিল:

> সে পাতালে নিদারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিল। সেখান থেকে সে দৃষ্টি ঊর্ধ্বে তুলে দূরে অব্রাহামের পাশে লাসারকে দেখতে পেল। তাই সে তাঁকে ডাকল, 'পিতা অব্রাহাম, আমার প্রতি কৃপা করুন; লাসারকে পাঠিয়ে দিন, সে যেন আঙুলের ডগায় জল নিয়ে আমার জিভ ঠান্ডা করে দেয়। কারণ এই আগুনে আমি ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছি।' (লূক ১৬:২৩-২৪)

প্রেরিত পৌল লিখেছেন

> ...প্রভু যীশু যখন তাঁর পরাক্রান্ত দূতবাহিনী নিয়ে জ্বলন্ত আগুনের শিখার মাঝে স্বর্গ থেকে প্রকাশিত হবেন, এ সমস্ত তখনই ঘটবে। যারা ঈশ্বরকে জানে না এবং আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচার পালন

করে না, তাদের তিনি শাস্তি দেবেন। তাদের দণ্ড হবে চিরকালীন বিনাশ এবং প্রভুর সান্নিধ্য ও তাঁর পরাক্রমের গৌরব থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হবে। (২ থিষলনীকীয় ১:৭-৯)

পিতর লিখেছেন

...কারণ স্বর্গদূতেরা পাপ করলে, ঈশ্বর তাদের নিষ্কৃতি না দিয়ে নরকে পাঠিয়ে দিলেন, বিচারের জন্য অন্ধকারাচ্ছন্ন পাতালে শিকল দিয়ে বন্দি করে রেখে দিলেন। (২ পিতর ২:৪)

যোহন লিখেছেন

আর তাদের প্রতারণাকারী দিয়াবলকে জ্বলন্ত গন্ধকের হ্রদে নিক্ষেপ করা হল, যেখানে সেই পশু ও ভণ্ড ভাববাদীকেও নিক্ষেপ করা হয়েছিল। তারা যুগে যুগে চিরকাল, দিনরাত যন্ত্রণাভোগ করবে। ...আর যার নাম সেই জীবনপুস্তকে লিখিত পাওয়া গেল না, তাকেই আগুনের হ্রদে নিক্ষেপ করা হল। (প্রকাশিত বাক্য ২০:১০, ১৫)

এই স্থানকে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলো লক্ষ করুন: অগ্নি, যন্ত্রণা, শাস্তি, বিনাশ, অন্ধকার, শিকল, বিচার, রোদন এবং দন্তঘর্ষণ।

যিশু বলেছিলেন

তোমার ডান চোখ যদি তোমার পাপের কারণ হয়, তা উপড়ে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং শরীরের একটি অঙ্গহানি হওয়া তোমার পক্ষে ভালো। আর যদি তোমার ডান হাত তোমার পাপের কারণ হয়, তা কেটে ফেলে দাও। তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং শরীরের একটি অঙ্গহানি হওয়া তোমার পক্ষে ভালো।(মথি ৫:২৯-৩০)

যিশু বলেছিলেন যে চোখ ও হাত সমেত নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে বরং নিজের ডান চোখ উপড়ে ফেলা এবং নিজের ডান হাত কেটে ফেলা ভাল হবে। যিশু দেহের অঙ্গহানি করতে উৎসাহিত করছিলেন না, বরং সে সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করতে যা আমাদের পাপ ও নরকের দিকে নিয়ে যাবে, তা যতই মূল্যবান বলে মনে হোক না কেন।

► নরক সম্বন্ধে অন্য কিছু ধর্মের মতবাদে ভুল কি আছে?

বাইবেল আমাদের বলে যে মৃত্যু হল মানুষের পরীক্ষাকালের শেষ এবং নরক হল (১) অনন্ত, (২) অপরিবর্তনীয় এবং (৩) নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক। বাইবেলের এই সত্যকে নাস্তিকরা প্রত্যাখ্যান করে, যারা বলে যে মৃত্যুর পরে আর কিছুই নেই, এবং যিহোবার সাক্ষী (Jehovah's Witnesses), মর্মোন এবং বিশ্বজনীন মতবাদীরা (Universalists) বলে যে নরক বলে কিছু নেই। মৃত্যু যে মানুষের পরীক্ষাকালের সমাপ্তি ঘটায় তা রোমান ক্যাথলিকরা অস্বীকার করে এবং তারা বিশ্বাস করে যে মৃত্যুর পরে মানুষের অবস্থার প্রতিকার করা যেতে পারে।

আবার এমনও আছে, যারা নরককের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে কারণ তারা এটিকে অন্যায় বলে মনে করে। তারা বলে যে, পাপ সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে ঘটে এবং এর শাস্তি অনন্তকালীন হতে পারে না। সাধু অগাস্টিন ফৌজদারি আইনের উদাহরণ দিয়ে এই আপত্তির জবাব দেন। যদি কয়েক মিনিটের মধ্যে

ডাকাতি হয়, তাহলে একজনের কি কেবলমাত্র কয়েক মিনিটের সাজা হওয়া উচিত? যে খুন শুধু মুহূর্তের জন্য হয়, তার ক্ষতি অপূরণীয় হয়। শাস্ত্রে আমরা দেখি যে, অনন্ত ও অনন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপের পরিণাম অনন্ত শাস্তি, যদিও তা একটি সীমাবদ্ধ জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়েছিল।

► নরক কেন অনন্তকালস্থায়ী?

নরক অনন্তকালস্থায়ী কারণ

১। পাপ হল অনন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে একটি অপরাধ।

২। অনুতাপহীন পাপীরা ঈশ্বরকে সেই অনন্তকালীন সেবা দিতে অস্বীকার করে, যা জন্য তারা তাঁর কাছে ঋণী।

৩। আমরা শাশ্বত প্রাণী, যদি আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতা বেছে নিই তা হলে আমাদের অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই।

> “অবশেষে নরকের মতবাদের আপত্তিগুলিকে এই প্রশ্নে আসতে হবে: “ঈশ্বরের কাছে আপনি আর চাইছেন? তাদের অতীতের পাপগুলি মুছে ফেলে নতুন করে শুরু করা, এবং এ কাজের বাধায় সহায়তা করার জন্য অলৌকিক সাহায্য করা? কিন্তু সেই প্রস্তাব তিনি আগেই দিয়েছেন। তাদের ক্ষমা করতে? কিন্তু তারা ক্ষমা চায় না। তাদের একা ছেড়ে দিতে? হায়, আমি ভয় পাচ্ছি যে তিনি তাই-ই করছেন।"
> - সি. এস. লুইস-এর *The Problem of Pain* থেকে শব্দান্তরিত করা।

পৃথিবীতে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে চাই। এটিকে খুবই কঠোর বলে মনে হয় যে একটি সিদ্ধান্ত অনন্তকালীন পরিণতি নিয়ে আসতে পারে। আমরা ভাবতে পছন্দ করি যে ভবিষ্যতে দ্বিতীয় সুযোগ আসবে, এমনকি যদিও যদিও আমরা এখন ইচ্ছাকৃতভাবে পছন্দ করছি। কিন্তু, এটা অযৌক্তিক নয় যে, ঈশ্বর আমাদের পরীক্ষার সময়কালকে এক জীবনকালের মধ্যে সীমিত করবেন।

কেউ কেউ নরকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে কারণ তারা চিন্তা করে যে কিভাবে একজন প্রেমময় ঈশ্বর এইরকম এক ভয়ংকর জায়গায় কাউকে পাঠাতে পারেন, যেমনটা এই পদগুলি বর্ণনা করে। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈশ্বর চান না যে কেউ হারিয়ে যাক কিন্তু তিনি চান যেন সকলে অনুতপ্ত হয় এবং পরিত্রাণ পায়। বাইবেল বিভিন্ন জায়গায় এই কথা বলে। (পড়ুন ২ পিতর ৩:৯, ১ তীমথিয় ২:৪, প্রেরিত ১৭:৩০)। যারা নরকে যায় তারা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা তাদেরকে এই ভয়ংকর জায়গায় স্থান দিয়েছে। দুর্ঘটনাবশত কেউ নরকে যায় না। যারা যায় তারা ঈশ্বর, ধার্মিকতা ও পরিত্রাণ প্রত্যাখ্যান করে সেই স্থানকে বেছে নিয়েছে।

যেহেতু সমস্ত উত্তম বিষয় ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, তাই ঈশ্বরকে প্রত্যাখ্যান করা হল পরিশেষে যা উত্তম তা অস্বীকার করা।” প্রশান্তি, ভয় ও যন্ত্রনা থেকে সুরক্ষা এবং এক আরামদায়ক জায়গা হল উত্তম বিষয়, যা একমাত্র ঈশ্বরই দিতে পারেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকার অর্থ হল যা কিছু উত্তম তার অনুপস্থিতি, এবং তা হল নরক।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, যিশুখ্রিস্টের প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজের মাধ্যমে তাঁর প্রেম আমাদের জন্য আসন্ন ক্রোধ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর করেছে (১ থিষলনীকীয় ১:১০, ১ থিষলনীকীয় ৪:৯)। নরকের যন্ত্রণার পরিবর্তে, আমরা পরিত্রাণের আনন্দ এবং স্বর্গের আশ্চর্যের অংশীদার হতে পারি।যখন আমরা ঈশ্বরের প্রতি অনুতাপ

এবং আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাস বেছে নিই, তখন আমরা আমাদের পরিণতির জন্য স্বর্গকে বেছে নিই (ফিলিপীয় ৩:২০, প্রেরিত ২০:২১)।

ত্রুটি এড়ান: অনন্তকালীন পরিণতি ভুলে যাওয়া

পার্থিব জীবনে অনেক সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে মনে হয় না। সময় থাকলে অনেক ভুল সংশোধন করা যায়। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে অনেক সিদ্ধান্তের চিরস্থায়ী পরিণতি রয়েছে। আমরা জানি না আমরা কখন মারা যাব এবং আমাদের প্রবেশনার সময়সীমা শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যুর পর আমরা সেই কাজগুলি পরিবর্তন করতে পারব না, যেগুলি আমাদের নিজেদের অনন্তকালীন পরিণতিকে প্রভাবিত করেছিল অথবা যে কাজগুলি অন্যদের উপর তাদের সিদ্ধান্তে প্রভাবিত করেছিল।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসঙ্গে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

প্রত্যেক ব্যক্তি স্বর্গে বা নরকে অনন্তকাল থাকবে। স্বর্গ হল ঈশ্বরের গৃহ, যেখানে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করবে, আনন্দের সাথে তাঁর উপাসনা করবে। স্বর্গে কোন পাপ নেই এবং এর ফলে যে দুঃখকষ্ট আসে, তাও নেই। যারা খ্রিষ্টের দ্বারা তাদের পাপ থেকে পরিত্রান পায়নি, তাদের জন্য নরক হল অনন্ত, অপরিবর্তনীয় এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্থান। অনন্ত ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত পাপের শাস্তি হল নরক।

১৩ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- যিশাইয় ৫:১১-১৬
- মথি ৫:২৭-৩০
- লূক ১৬:১৯-৩১
- প্রকাশিত বাক্য ২২:১-৫
- প্রকাশিত বাক্য ২২:১০-১৭

(২) পরীক্ষা: আপনি ১৩ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

১৩ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) স্বর্গের প্রাথমিক কাজ কি?

(২) এমন চারটি বিষয় তালিকাভুক্ত করুন, যেগুলি স্বর্গে থাকবে না।

(৩) কারা স্বর্গে যাবে?

(৪) বিশ্বাসীরা কখন স্বর্গে যায়?

(৫) নরক সম্বন্ধে বাইবেল আমাদের কোন তিনটে বিষয় জানায়?

(৬) একজন ব্যক্তির তার হাত কেটে ফেলা উচিত বলতে যিশু কি বুঝিয়েছিলেন?

(৭) নরক অনন্তকালস্থায়ী। এর তিনটি কারণ তালিকাভুক্ত করুন।

পাঠ ১৪
অন্তিম ঘটনাবলী

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- অন্তিম ঘটনাবলীর বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের স্তর।
- খ্রিষ্টের পুনরাগমন এবং খ্রিস্টীয় জীবনের জন্য এর অর্থ।
- সকল মানুষের পুনরুত্থান এবং শরীরের মূল্য।
- সকল নৈতিক প্রাণীর অন্তিম বিচার।
- ঈশ্বরের অনন্তকালীন রাজ্য।
- অন্তিম ঘটনাবলী সম্পর্কে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থী অনন্তকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থিব জীবন দেখার গুরুত্ব সম্বন্ধে জানবে।

ভূমিকা

► একসাথে দানিয়েল ৭:৯-১৪ পদ পড়ুন। এই অনুচ্ছেদটি ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাদের কি বলে?

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে: পশুর চিহ্ন, তূরী, মহাক্লেশ, খ্রিস্টারি, সাত বছর, ১,০০০ বছর, মহান শ্বেত সিংহাসন, অবতরণকারী শহর, অগ্নি হ্রদ।

► বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে আপনি কোন বিষয়গুলি সম্পর্কে চিন্তা করেন?

গুরুত্ব প্রদানের স্তর

ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে আলোচনা প্রায়ই প্রধান সত্যগুলির পরিবর্তে ছোটোখাটো প্রশ্নের উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয়গুলিও সব সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা এই কোর্সে ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে সবকিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব না।

মাঝে মাঝে লোকেরা চিন্তা করে যে পশুর চিহ্নটি দেখতে কেমন হবে, খ্রিষ্টারী (antichrist) কোন দেশ থেকে আসবে এবং দুজন সাক্ষি কে হবে। বাইবেল এই প্রশ্নগুলির স্পষ্ট কোন উত্তর দেয় না এবং সেগুলি নিয়ে তর্ক করাও উপযুক্ত নয়।

অন্যান্য বিষয় রয়েছে, যেগুলি বাইবেল বেশি ব্যাখ্যা করে। কিছু উদাহরণ হল, যিশু কি মহাক্লেশের শুরুতে ফিরে আসবেন কি না মাঝামাঝি অথবা শেষে আসবেন; এবং সহস্রাব্দ একটি আক্ষরিক ১,০০০ বছর হবে কি না। কিন্তু, এই মতবাদগুলি সুসমাচারের জন্য অপরিহার্য নয়। আপনার কখনই কারও সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করা উচিত নয় কারণ আপনি এই প্রশ্নগুলির একটিতে তার মতামতের সাথে একমত নন।

বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে কিছু প্রয়োজনীয় সত্য রয়েছে। এই সত্যগুলি এতটাই স্পষ্ট যে যারা বাইবেলকে বিশ্বাস করে, তারা সকলেই সেগুলি গ্রহণ করে। এই মতবাদগুলি খ্রিস্টীয় জীবনযাপন এবং খ্রিস্টীয় মতবাদের সমগ্র ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। অন্তিম ঘটনাগুলি সম্পর্কে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে যে চারটি সত্য প্রকাশ করা হয়েছে, আসুন আমরা সেগুলি দেখি।

যিশুর দৈহিক পুনরাগমন

যিশু দৃশ্যমানভাবে এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। যদিও তিনি এখন পৃথিবীতে বিশ্বাসীদের সঙ্গে আধ্যাত্মিকভাবে উপস্থিত আছেন, তিনি তাঁর গৌরবান্বিত, সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টিতে উত্থিত আকারে ফিরে আসবেন। (পড়ুন প্রকাশিত বাক্য ১:৭)

► যিশু যখন ফিরে আসবেন তখন কী ঘটবে?

খ্রিষ্টের পুনরাগমন হবে পার্থিব ইতিহাসের চূড়ান্ত পরিণতি। জগতের রাজ্যগুলি খ্রিস্টের রাজ্যে পরিণত হবে। যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত তারা পুরস্কৃত এবং সম্মানিত হবে। যারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তারাকে দমন করা হবে, এবং তার কাছে এমন ক্ষমতা থাকবে যা সমস্ত বিরোধিতাকে জয় করবে। (পড়ুন মথি ২৬:৬৪)। প্রত্যেক হাঁটু নত হবে এবং প্রত্যেক জিহ্বা স্বীকার করবে যে যিশুই প্রভু (ফিলিপীয় ২:১০-১১)।

যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা মারা গিয়েছে, তারা খ্রিস্টের সঙ্গে শাসন করার জন্য পুনরুত্থিত হবে (২ তীমথিয় ২:১২)। প্রভু যখন আবির্ভূত হবেন তখন তারা এবং জীবিত বিশ্বাসীরা তাঁর সাথে দেখা করার জন্য উত্থিত হবেন (১ থিষলনীকীয় ৪:১৬-১৭)।

> "খ্রিষ্টের বিদ্যালয়ে এমন কেউ এগিয়ে যায় নি যে আনন্দের সাথে মৃত্যু ও চূড়ান্ত পুনরুত্থানের দিনটির জন্য অপেক্ষা করে না। আসুন আমরা অধীর আগ্রহে প্রভুর আগমনের জন্য অপেক্ষা করি কারণ এটিই হল সবচেয়ে আনন্দের বিষয়। তিনি আমাদের কাছে মুক্তিদাতা হিসেবে আসবেন এবং তাঁর জীবন ও গৌরবের সেই আশীর্বাদপূর্ণ উত্তরাধিকারে আমাদের নিয়ে যাবেন।"
> - জন ক্যালভিন-এর Institutes of the Christian Religion থেকে অভিযোজিত

যিশুর প্রত্যাবর্তন হল সমস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীর আশীর্বাদধন্য প্রত্যাশা (Blessed Hope)। (পড়ুন তীত ২:১৩)। তাঁর প্রত্যাবর্তন আমাদের জন্য কি অর্থ তা চিন্তা করুন: তাড়না, কষ্টভোগ ও দুঃখের অবসান; সাধু-সন্তদের সঙ্গে এবং খ্রিষ্টীয় প্রিয়জনদের সঙ্গে পুনর্মিলন; প্রমাণ যে আমাদের বিশ্বাস বৃথা যায়নি; স্বয়ং যিশুর দর্শন; এবং স্বর্গে প্রবেশ ও ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্ত জীবনের পূর্ণতা। এগুলির কোনটিই তাঁর প্রত্যাবর্তনের সময়ের উপর নির্ভর করে না, কিন্তু শুধু এই বিষয়ের ওপর নির্ভর করে যে তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ফিরে আসবেন।

যিশু বলেছিলেন যে, তিনি পরাক্রম ও গৌরব নিয়ে ফিরে আসবেন (মথি ২৪:৩০)। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আসবেন এবং তাঁর সঙ্গে থাকার জন্য তাঁর লোকেদের নিয়ে যাবেন (যোহন ১৪:৩)। স্বর্গদূতেরা বলেছিল যে, তিনি একইভাবে ফিরে আসবেন যেভাবে তিনি স্বর্গে উঠেছিলেন (প্রেরিত ১:১১)। এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রতিষ্ঠা করার জন্য খ্রিষ্টের আগমনের জন্য অপেক্ষালীন সময়ে

প্রেরিতেরা অনুতাপের প্রচার করেছিলেন। (পড়ুন প্রেরিত ৩:১৯-২১)। যিশু আবার ক্ষমতায় ও প্রতাপে এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, এই বিষয়টি নতুন নিয়মে বার বার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[19]

যদিও যিশুর দ্বিতীয় আগমনের আগে কিছু লক্ষণ রয়েছে, তবুও আমরা জানি না যে ঠিক কখন তিনি ফিরে আসবেন। বিশ্বাসীদের জন্য সবসময় যিশুর আগমনের প্রত্যাশা করা এবং সেই অনুযায়ী জীবনযাপন করা ভাল। (পড়ুন মার্ক ১৩:৩৩-৩৭)

► যিশু কেন ফিরে আসবেন?

আমরা এমন এক পৃথিবীতে বাস করছি, যেখানে অধিকাংশ মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। সমস্ত সৃষ্টি পাপের অভিশাপে ভুগছে। রাজনৈতিক পদক্ষেপ, সামাজিক সংস্কার, উন্নত শিক্ষা অথবা সমৃদ্ধ অর্থনীতির দ্বারা পৃথিবী কখনোই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে না। তা স্থাপন করতে যিশু হঠাৎ করেই তাঁর সৃষ্টিতে প্রত্যাবর্তনকারী রাজা হিসেবে আসবেন।

সমস্ত মানুষই পাপী, কিন্তু যদি তারা এখনই স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের রাজ্যে যোগ দেয়, তাহলে তারা আসন্ন বিচার থেকে রেহাই পেতে পারে। যারা অনুতপ্ত ও বিশ্বাস করে, তাদের মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য ইতিমধ্যেই কাজ করছে (মার্ক ১:১৪-১৫, মার্ক ৯:১)। যিশুর প্রত্যাবর্তনে সেই রাজ্য সম্পূর্ণরূপে এবং প্রকাশ্যে আসবে।

► যেহেতু আমরা জানি যে যিশু ফিরে আসছেন তাহলে আমাদের কিভাবে জীবনযাপন করা উচিত?

আমাদের অবশ্যই প্রারম্ভিক খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অগ্রাধিকারগুলি মনে রাখতে হবে। আমাদেরকে বিশ্বাস ধরে রাখতে (১ করিন্থীয় ১৬:১৩) এবং শেষ পর্যন্ত সহনশীল হতে বলা হয়েছে (মথি ২৪:১৩)। আমাদের সতর্ক করা হয়েছে যেন সুখভোগ এবং জগতের বিষয়গুলির মাঝে আমারা খ্রিস্টের আগমনের কথা ভুলে না যায় (লূক ২১:৩৪-৩৬)। যেহেতু এই জগতের বিষয়গুলি শেষ হয়ে যাবে, তাই আমরা অনন্ত মূল্যবোধ অনুযায়ী জীবনযাপন করি (২ পিতর ৩:১১-১৩)। আমাদের প্রত্যাশায় থাকতে বলা হয়েছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে নয় বরং আধ্যাত্মিকভাবে সতর্ক থাকার মাধ্যমে, যাতে তাঁর আগমন আমাদের অপ্রস্তুত না করে (মার্ক ১৩:৩৩-৩৭)। আমরা পবিত্রতার জন্য প্রার্থনা করি এবং বিশুদ্ধ জীবন যাপন করি কারণ আমরা তাঁর মতো হতে চাই (১ যোহন ৩:৩)।

যারা বর্তমানে এমনভাবে জীবনযাপন করে যেন যিশু আসছেন না, তারা তাঁর ফিরে আসার জন্য প্রস্তুত থাকবে না। যিশুর আগমন হবে বজ্রপাতের মতো (মথি ২৪:২৭, ১ করিন্থীয় ১৫:৫২), এতই আকস্মিক যে তিনি আবির্ভূত হওয়ার পরে কারও কিছু পরিবর্তন করার সময় থাকবে না। ১ থিষলনীকীয় ৫:১-৬ পদ দেখায় যে, যারা অন্ধকারে রয়েছে, যারা এই জগতের জন্য বেঁচে আছে, তারা প্রভুর ফিরে আসার দ্বারা মর্মাহত হবে। তাদের কাছে তার প্রত্যাবর্তন হবে একটি চোরের অনুপ্রবেশের মতো। কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য তাঁর প্রত্যাবর্তন ভীতিজনক হবে না বরং তা বিবাহের কন্যার জন্য তার বরের আসার মতো প্রচুর আনন্দ নিয়ে আসবে (যোহন ১৪:২-৩)।

---

[19] ১ থিষলনীকীয় ৪:১৫-১৬, ২ থিষলনীকীয় ১:৭, ১০, তীত ২:১৩, ইব্রীয় ৯:২৮, যাকোব ৫:৭-৮, ১ পিতর ১:৭, ১৩, ২ পিতর ১:১৬, ২ পিতর ৩:৪, ১২, ১ যোহন ২:২৮

আমরা যিশুর আগমনের অপেক্ষা করি ...

১। চিরন্তন অগ্রাধিকারগুলি বজায় রাখার দ্বারা।

২। পবিত্রতায় জীবনযাপন করার মাধ্যমে।

৩। প্রার্থনার মাধ্যমে নিজেদেরকে আধ্যাত্মিকভাবে রক্ষা করে।

সকল মানুষের দৈহিক পুনরুত্থান

আমরা জানি যে দেহের অনন্তকালীন মূল্য রয়েছে, কারণ বাইবেল সমস্ত মানুষের পুনরুত্থান সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়। পুনরুত্থানের মতবাদটি অপরিহার্য। আমরা এটি জানি কারণ প্রেরিত পৌল ১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়ের পুরোটাই এই মতবাদকে সমর্থন করার জন্য লিখেছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা হল সুসমাচারকে অস্বীকার করা। যদি পুনরুত্থান না থাকত, তাহলে যিশু পুনরুত্থিত হতে পারতেন না (১ করিন্থীয় ১৫:১৩)। যিশু যদি মৃত্যু থেকে না উঠতেন, তাহলে সুসমাচার সত্য হতে পারে না, এবং কেউই প্রকৃতপক্ষে পরিত্রাণ পায়নি (১ করিন্থীয় ১৫:১৭)।

প্রতিটি মানুষ পুনরুত্থিত হবে, কিন্তু সকলে একই সময়ে নয়। যিশুর প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি সমস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসীকে গ্রহণ করবেন, যারা মারা গিয়েছে তাদের পুনরুত্থিত করবেন (১ থিষলনীকীয় ৪:১৬-১৭, প্রকাশিত বাক্য ২০:৬)। যারা তাদের পাপে মারা গিয়েছে, তাদের প্রথম পুনরুত্থানের জন্য গ্রহণ করা হবে না। তারা বিচারের জন্য পরবর্তী সময়ে উত্থাপিত হবে (প্রকাশিত বাক্য ২০:১৩)।

যিশুর মতো গৌরবান্বিত দেহে খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা পুনরুত্থিত হবে (১ যোহন ৩:২)। অপরিবর্তিত পাপীদের অন্য কোন প্রকারে উত্থাপিত করা হবে (যোহন ৫:২৮-২৯)।

► আপনি যদি বিশ্বাস না করেন যে দেহ পুনরুত্থিত হবে, তা হলে সেটা আপনার জন্য কোন পার্থক্য নিয়ে আসবে?

আমরা যে একদিন পুনরুত্থিত হব এই বিশ্বাস আমাদের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে। যারা এই মতবাদকে অস্বীকার করে তাদের জীবন দেখে আমরা এই মতবাদের ব্যবহারিক প্রভাব দেখতে পারি। করিন্থের মণ্ডলীর কিছু লোক অস্বীকার করেছিল যে মানবদেহ পুনরুত্থিত হবে। যারা এই ভুল বিশ্বাস করত তারা দুটি অবস্থানে বিভক্ত ছিল।

কেউ কেউ বলেন, "**যেহেতু দেহকে উত্থিত করা হবে না, তাই আত্মাই মুখ্য।** এর অর্থ হল যে, আমরা শরীরের সাথে যে পাপ করি তা গুরুতর নয়। এমনকি আমরা ব্যভিচারও করতে পারি, কারণ শরীর যেভাবেই হোক পরিত্যক্ত হবে।"

> "হে মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়?
> হে পাতাল (Hedes), তোমার জয় কোথায়?
> খ্রিষ্ট উত্থিত হয়েছেন, এবং তুমি বিলুপ্ত হয়েছো।
> খ্রিষ্ট উত্থিত হয়েছেন, এবং মন্দ দূতদের নিক্ষিপ্ত করা হয়েছে।
> খ্রিষ্ট উত্থিত হয়েছেন, এবং স্বর্গদূতেরা আনন্দ করছে।
> খ্রিষ্ট উত্থিত হয়েছেন, এবং জীবন মুক্ত হয়েছে।
> খ্রিষ্ট উত্থিত হয়েছেন, এবং কবরকে মৃতশূন্য করা হয়েছে:
> খ্রিষ্টের জন্য, মৃতদের মধ্য থেকে উত্থিত হয়ে,
> যারা নিদ্রিত হয়েছিল তাদের নেতা ও পুনরুজ্জীবিতকারী হয়েছেন।
> যুগপর্যায়ে তাঁর মহিমা ও পরাক্রম হোক। আমেন
> - ক্রিসোস্টম-এর "Easter Homily")

করিন্থীয়দের কারও কারও কাছে একটা স্লোগান ছিল, “পেটের জন্য খাদ্য এবং খাদ্যের জন্য পেট,” যার অর্থ হল শরীর অভিলাষের ইচ্ছাপূরণের বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। পৌল তাদের বলেছিলেন যে দেহের অপব্যবহারের জন্য মানুষ বিচারিত হবে (১ করিন্থীয় ৬:১৩)। তিনি বলেনযে দেহটি প্রভুর জন্য, এবং ঈশ্বর যখন যিশুর দেহ উত্থাপন করবেন, তখন তিনি আমাদের দেহকেও উত্থাপন করবেন (১ করিন্থীয় ৬:১৪)।

অন্যরা বলেন, ‘যেহেতু দেহকে উত্থাপিত করা হবে না তাই এটি অবশ্যই মূল্যহীন ও মন্দ। আমাদের উচিত সমস্ত দৈহিক কামনা-বাসনাকে দমন করা, এমন কিছু খাওয়া উচিত নয় যা আনন্দদায়ক বা বিবাহকে উপভোগ্য করে তোলে।"

এই দুটি ভ্রান্তিই পুনরুত্থানকে অস্বীকার করার মাধ্যমে এসেছে। পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা শরীরকে অবমূল্যায়ন করে। কিন্তু পুনরুত্থান সম্বন্ধে খ্রিষ্টীয় মতবাদ শরীরকে কদর করে।

► ১ করিন্থীয় ৬:১৪, ১৫, ১৯-২০ পড়ুন।

এই পদগুলি দেখায় যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের দেহ মূল্যবান, কারণ সেগুলি ...

- পরিত্রাণপ্রাপ্ত
- পবিত্র আত্মার মন্দির
- খ্রিষ্টের সদস্য
- পুনরুত্থিত এবং গৌরবান্বিত হবে

পুনরুত্থানের মতবাদ অপরিহার্য কারণ এর অর্থ হল ...

- যিশু মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন।
- সমস্ত মানুষ উত্থাপিত হবে।
- দেহের চিরন্তন মূল্য রয়েছে।
- সুসমাচার সত্য।

বিচার

যাদের নাম জীবনপুস্তকে নেই, তাদের জন্য বিচার দিবস সত্যিই পরিসমাপ্তি। এটা তাদের অস্তিত্বের শেষ নয়, কিন্তু তাদের বেছে নেবার সুযোগের শেষ। এরপর চিরকালের জন্য মানুষ তাদের সিদ্ধান্তের চিরস্থায়ী পরিণতি ভোগ করবে, যা কখনই বিপরীত দিকে চালিত করা সম্ভব হবে না।

এই বিচার আমাদের বেছে নেওয়াকে তার তাৎক্ষণিক ফলাফল অতিক্রম করে তাৎপর্যতা নিয়ে আসে। কিছু মানুষ মনে করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের কাজের ফলাফলকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত চিন্তার কিছু নেই। তারা বিশ্বাস করতে চায় যে, তাদের পাপ মন্দ নয় যদি তা সত্যিই কোনো ক্ষতি না করে। প্রকৃতপক্ষে, সমস্ত পাপই ক্ষতি করে। কিন্তু, এমনকি যদিও তা এই জীবনে কোন ক্ষতি নাও আনে, তবুও বিচারের কারণে পাপ গুরুতর। ঈশ্বরের বাক্য বলে যে, মানুষ তাদের কাজের জন্য বিচারিত হবে। (পড়ুন ২ করিন্থীয় ৫:১০, রোমীয় ২:৬-১১)

বিচারের সময়, কিছু ব্যক্তিকে অনন্ত দণ্ডে এবং অন্যদের অনন্ত পুরস্কারের জন্য পাঠানো হবে। শাস্ত্র সেই অপরিবর্তিত পাপীদের জন্য বিচারের একটা দৃশ্য বর্ণনা করে, যারা তাদের পাপপূর্ণ কাজের দণ্ডাজ্ঞা পাবার জন্য পুনরুত্থিত হয়। (প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫ পদ দেখুন।) খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের জন্য আরেকটি বিচার রয়েছে, যেখানে তারা সেই কাজগুলির জন্য পুরস্কৃত হবে যেগুলির যোগ্য ও স্থায়ী ফলাফল ছিল। (পড়ুন ১ করিন্থীয় ৩:১৪-১৫)

বিচারের অর্থ হল যে একদিন পাপ আর থাকবে না। এমন এক পাপহীন জগৎ কল্পনা করা কঠিন, নেই কিন্তু একদিন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সমস্ত বিদ্রোহ শেষ হবে।

ঈশ্বর চান না যে, আমরা অবিরত ভয়ের মধ্যে বাস করি, বা ভয় আমাদের সঠিক জীবনযাপন করার উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু আসন্ন বিচারের সচেতনতা আমাদের এক দায়বদ্ধতা প্রদান করে, যা আমাদের জীবনকে পরিচালনা করে।

এই বিষয়গুলি বোঝার জন্য আমাদের বিচার সম্বন্ধে জানতে হবে ...

১। পাপের তাৎপর্য

২। ঈশ্বরের কাছে আমাদের জবাবদিহিতা

৩। আমাদের পছন্দগুলির গুরুত্ব

৪। সমস্ত পাপের পরিসমাপ্তি

ঈশ্বরের অনন্তকালীন রাজত্ব

কিছু দর্শনবিদ্যা ও ধর্ম অনুসারে, সময় চিরকাল চক্রাকারে চলে, যার কোন শুরু বা শেষ নেই, এবং এমন কোন ঘটনা নেই যা কোন বিষয়কে চিরতরের জন্য পরিবর্তন করে। কিন্তু বাইবেল অনুসারে, সময়ের একটি শুরু রয়েছে এবং ধারাবাহিক ঘটনাগুলি এক পরিণতির প্রতি অগ্রসর হচ্ছে। বাইবেল সৃষ্টির বিষয়ে, তারপর মানুষের দুঃখজনক পতন সম্বন্ধে, তারপর পরিত্রাণের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বর্ণনা করে, যা ঈশ্বর মানব ইতিহাসের শত শত বছর ধরে কাজ করছেন।

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে আমরা পাপের শুরু খুঁজে পাই। প্রকাশিত বাক্যে পাপকে ঈশ্বরের অনন্ত নগর থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ২১:২৭)। আদিপুস্তকে আমরা জীবনবৃক্ষের ক্ষতি এবং মৃত্যুর দণ্ডাদেশ দেখতে পাই (আদিপুস্তক ৩:২২-২৪)। প্রকাশিত বাক্যে আমরা জীবনবৃক্ষের পুনরুদ্ধার, জীবন পুস্তকের নাম এবং জীবন জলের এক নদীর আমন্ত্রণ দেখতে পাই (প্রকাশিত বাক্য ২২:১-২, ১৯)।

ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ও অনন্ত রাজ্যের আগমন ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে সাধন করবে। ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রাজা, কিন্তু মানুষের পতনের পর থেকে অধিকাংশ মানুষই ঈশ্বরের রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে। সেই বিদ্রোহ আকস্মিকভাবে শেষ হয়ে যাবে আর ঈশ্বর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়াই অনন্তকাল শাসন করবেন। ঈশ্বর যেমন চান তেমনই এই পৃথিবী সম্পূর্ণরূপে নিখুঁতভাবে হবে, ঠিক যেমন স্বর্গ।

ত্রুটি এড়ান: পার্থিব মনোযোগ

পার্থিব জীবন যেন চিরকাল চলে এমনভাবে বেঁচে থাকার প্রবণতা মানুষের রয়েছে। আমরা আমাদের অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টা করি, আমাদের সমস্যাগুলি সমাধান করি এবং এমন পরিবেশ তৈরি করি যা আমাদের সন্তুষ্ট করে। আমাদের অব্রাহামের মতো হওয়া দরকার যিনি তাঁবুতে বাস করা ও প্রায়শই স্থানান্তর করার সময় এক অনন্তকালীন গৃহ প্রত্যাশা করছিলেন (ইব্রীয় ১১:৮-১০, ১৪-১৬)। আমাদের রাখা দরকার যে, আমরা যে জিনিসগুলি নির্মাণ করি, আমাদের যে জিনিসগুলি রয়েছে এবং আমরা যে পরিস্থিতিগুলি তৈরি করি, সেগুলি সবই অস্থায়ী। আমাদের সেই বিষয়গুলির জন্য কাজ করা উচিত, যেগুলির চিরন্তন মূল্য রয়েছে।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি কমপক্ষে দু'বার একসঙ্গে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

যিশু তাঁর প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ফিরে আসবেন, অতীতের বিশ্বাসীদের পুনরুত্থিত করবেন এবং সমস্ত বিশ্বাসীকে তাঁর রাজ্যে রাজত্ব করার জন্য নিয়ে যাবেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের জন্য বিচারের মুখোমুখি হতে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করা হবে। তাকে হয় অনন্তকালীন পুরস্কার দেওয়া হবে অথবা অনন্ত দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। ঈশ্বরের রাজ্য সম্পূর্ণরূপে আসবে এবং ঈশ্বর অনন্তকাল রাজত্ব করবেন।

১৪ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- দানিয়েল ২:৩১-৪৫
- মথি ২৫:৩১-৪৬
- ১ করিন্থীয় ১৫:৫১-৫৮
- ২ পিতর ৩:১-১৪
- প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫

(২) পরীক্ষা: আপনি ১৪ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

১৪ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীতে দেওয়া অন্তিম ঘটনাগুলি সম্পর্কে চারটি প্রয়োজনীয় সত্য কি কি?

(২) যিশু যখন ফিরে আসবেন তখন খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের কি হবে?

(৩) যিশুর আগমনের জন্য আমাদের কিভাবে অপেক্ষা করা উচিত?

(৪) পুনরুত্থানের মতবাদটি অপরিহার্য কেন?

(৫) কোন চারটি বিষয় বোঝার জন্য আমাদের বিচার সম্বন্ধে জানতে হবে?

পাঠ ১৫
প্রাচীন বিশ্বাসসূত্র

পাঠের উদ্দেশ্য

(১) শিক্ষার্থী ব্যাখ্যা করতে পারবে:

- বিশ্বাসের বিবৃতি হিসাবে বিশ্বাসসূত্রের উদ্দেশ্য এবং ব্যবহার।
- বিশ্বাসসূত্রের কিছু বাইবেলীয় উদাহরণ।
- ঐতিহাসিক তিনটি বিশ্বাসসূত্রের উৎপত্তি ও বিষয়বস্তু।
- যেকারণে আধুনিক খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের অবশ্যই ঐতিহাসিক খ্রিস্টধর্মকে ধরে রাখতে হবে।
- বিশ্বাসসূত্র সম্পর্কে খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের একটি বিবৃতি।

(২) শিক্ষার্থী মূল খ্রিস্টধর্ম হিসাবে প্রারম্ভিক মন্ডলীর মৌলিক বিশ্বাসগুলিকে কদর করবে।

ভূমিকা

► ২ যোহন একসঙ্গে পড়ুন। এই অধ্যায়টি মন্ডলীর মূল মতবাদগুলির গুরুত্ব সম্বন্ধে আমাদের কী বলে?

বিশ্বাসসূত্রের উৎপত্তি

বিশ্বাসসূত্র হল অপরিহার্য খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের সংক্ষিপ্তসার। প্রাচীন মণ্ডলী বাইবেলের শিক্ষাগুলির সারাংশ প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল।[20]

► মণ্ডলীর কেন বিশ্বাসসূত্রের প্রয়োজন হয়েছিল? বাইবেল কি যথেষ্ট নয়?

সর্বদা এমন কিছু মানুষ থাকে যারা বাইবেলকে বিশ্বাস করে বলে দাবি করে কিন্তু বাইবেলের বিরোধী মতবাদগুলি শিক্ষা দেয়। মণ্ডলী বাইবেলের মতবাদের বিবৃতিগুলি গড়ে তুলেছিল যেগুলি প্রকৃত খ্রিষ্টধর্মকে মিথ্যা মতবাদগুলি থেকে পৃথক করে।

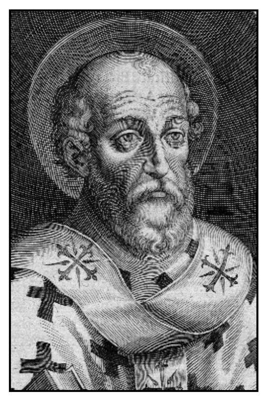

আথানাসিয়াস, ২৯৬-৩৭৩ খ্রিস্টাব্দ, "অন দ্য ইনকারনেশন" নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যিশুর পূর্ণরূপে ঈশ্বর এবং পূর্ণ মানবতা কেন খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি নিসিয় কাউন্সিলে প্রভাবশালী ছিলেন, যেখান থেকে নিসিয় বিশ্বাসসূত্রটি (Nicene Creed) এসেছে।

---

[20] ছবি: S. Athanasius, Bibliothèque Sainte-Geneviève Images, https://archive. org/details/est84Respecta, পাবলিক ডোমেইন থেকে সংগৃহীত।

মতবাদের প্রথম বিবৃতিগুলির মধ্যে একটি ছিল, “**যিশু হলেন প্রভু**,” যার অর্থ হল যিশু ঈশ্বর। এ ছাড়া, **প্রভু যিশু খ্রিষ্ট**ও এই কথা বলেছিলেন যে, যিশু হলেন মশীহ (খ্রিষ্ট) এবং তিনি ঈশ্বর। যে ব্যক্তি যিশুকে প্রভু বলতে বা *প্রভু যিশু খ্রিষ্ট*শব্দগুলি ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল সে বিশ্বাসী ছিল না।

পরবর্তীকালে এমন লোকেরা ছিল যারা নিজেদেরকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে দাবি করেছিল কিন্তু বিশ্বাস করেনি যে **যিশু সত্যিকারের মানুষ** ছিলেন। এই কারণেই যোহনের ১ম পত্রে আমরা বিশ্বাসসূত্রেরবিবৃতিগুলি খুঁজে পাই, “আত্মা স্বীকার করে যে যীশু খ্রীষ্ট মানবদেহে আগমন করেছেন, সে ঈশ্বর থেকে, কিন্তু যে আত্মা যীশু খ্রীষ্টকে শরীরে আগত বলে স্বীকার করে না, সে ঈশ্বর থেকে নয়।” (১ যোহন ৪:২-৩)। প্রেরিত আরও বলেছিলেন যে, একজন ব্যক্তি যদি খ্রিস্টের অপরিহার্য শিক্ষাগুলিকে অস্বীকার করে তবে সে পাপ করছে এবং সে ঈশ্বরের নয় (২ যোহন ১:৯)।

সর্বপ্রথম যে বিশ্বাসসূত্র বেশ কয়েকটি বিবৃতি দেয়, তা ১ তীমথিয় ৩:১৬ পদে রয়েছে:

> [ঈশ্বর] দেহ ধারণ করে প্রকাশিত হলেন, আত্মার দ্বারা নির্দোষ প্রতিপন্ন হলেন, তিনি দূতদের কাছে দেখা দিলেন, সর্বজাতির মাঝে প্রচারিত হলেন, তিনি বিশ্বাসে জগতের মাঝে গৃহীত হলেন, মহিমান্বিত হয়ে ঊর্ধ্বে উন্নীত হলেন।

১ তীমথিয় পত্রে যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার পশ্চাৎপট আমরা জানি না, কিন্তু এটা যিশুর ঐশ্বরিক সত্তা ও মানবসত্তার উপর জোর দেয় যখন বলা হয় যে, ঈশ্বর দেহে প্রকাশিত হয়েছিলেন।

> “অনন্তকালীন পরিত্রাণের জন্য প্রয়োজন যে একজন ব্যক্তি আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টের মানব দেহধারণকেও সঠিকভাবে বিশ্বাস করেন। সঠিক বিশ্বাস হল এই যে আমরা বিশ্বাস করি এবং স্বীকার করি যে আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, তিনিই ঈশ্বর এবং মানুষ।"
> আথানাসিয় বিশ্বাসসূত্র
> (Athanasian Creed)

বিশ্বাসসূত্রের এই সংক্ষিপ্ত উক্তিগুলি একটি উদ্দেশ্য সাধন করত। প্রথম শতাব্দীর কোন খ্রিষ্টবিশ্বাসী যদি কারও সাথে মিলিত হতেন যিনি দাবি করতেন যে তিনি যিশুতে বিশ্বাস করেন, তাহলে খ্রিষ্টবিশ্বাসী জিজ্ঞাসা করতে পারতেন, "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যিশু ঈশ্বর?" অথবা "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে যিশু হলেন দেহে আগমনকারী ঈশ্বর?" যদি সেই ব্যক্তি বলেন "না," তাহলে সেই খ্রিষ্টবিশ্বাসী জানতেন যে ব্যক্তিটি যিশু এবং প্রেরিতেরা যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তা তিনি সত্যিই জানেন না বা গ্রহণ করেননি।

পঞ্চাশত্তমীর দিনের প্রথম কয়েক শতাব্দীতে, মণ্ডলী ত্রিত্ব, খ্রিষ্টের মানব দেহধারণ (incaranaiton), এবং পবিত্র আত্মার পরিচয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবৃতি দেওয়ার প্রয়োজন বলে মনে করেছিল। তারা ভ্রান্তশিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা হিসেবে খ্রিষ্টীয় শিক্ষার মান প্রতিষ্ঠা করেছিল। প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসী যে মৌলিক সত্যগুলি বিশ্বাস করত, সেগুলির সারাংশ করাই ছিল বিশ্বাসসূত্রের উদ্দেশ্য।

বিশ্বাসসূত্রগুলিতে প্রতিটি বিষয়কে কভার করতে সম্ভব ছিল না, তবে একজন ব্যক্তি যদি সেই প্রাথমিক বিশ্বাসসূত্রগুলির কিছু অস্বীকার করত তবে তাকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী হিসাবে বিবেচনা করা হত না। তারা খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছিল।

এখানে মণ্ডলীর প্রথম দিকের তিনটি বিশ্বাসসূত্র দেওয়া হল।

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্র (Apostles’ Creed)

প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রটি প্রেরিতদের দ্বারা লিখিত হয়নি, কিন্তু প্রেরিতদের শিক্ষাগুলি প্রকাশ করার জন্য দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল।

> আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি
>
> যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সর্বশক্তিমান পিতা
>
> এবং তাঁর একমাত্র পুত্র, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্টে,
>
> যিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভস্থ হইলেন,
>
> কুমারী মরিয়ম হইতে জন্মিলেন,
>
> পন্তীয় পীলাতের সময়ে দুঃখভোগ করিলেন,
>
> ক্রুশবিদ্ধ হলেন, মরিলেন ও কবরস্থ হইলেন,
>
> তৃতীয় দিবসে মৃতদের হইতে পুনরায় উঠিলেন,
>
> স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং
>
> সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া আছেন,
>
> তথা হইতে জীবিত ও মৃতদের বিচার করিতে আসিবেন।
>
> আমি পবিত্র আত্মায়, পবিত্র সর্বজনীন মণ্ডলীতে,
>
> সাধুদের সহভাগিতায়, পাপমোচনে, শরীরের পুনরুত্থানে
>
> ও অনন্ত জীবনে বিশ্বাস করি। আমেন।

এটি মনে হয় যে, এই বিশ্বাসসূত্রটি উদ্দেশ্য ছিল সেই ব্যক্তিদের ত্রুটিগুলি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল, যারা অস্বীকার করেছিল যে যিশু সত্যিকারের মানুষ ও এবং কুমারী গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এ ছাড়া, কেউ কেউ এই বিষয়টিও অস্বীকার করেছিল যে, যিশু সত্যিই মারা গিয়েছেন অথবা তিনি শারীরিকভাবে মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন।

পবিত্র আত্মা সম্পর্কে প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রে খুব কমই বলা হয়েছে। এর কারণ এই নয় যে, মন্ডলী জানত না যে পবিত্র আত্মা কে, বরং এর কারণ ছিল যে তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা রয়েছে তা তখনও মন্ডলীকে চ্যালেঞ্জ করেনি।

ক্যাথলিক"" শব্দের অর্থ "সার্বজনীন" এবং এর অর্থ হল একটি প্রকৃত মন্ডলী রয়েছে।

“পাপের ক্ষমা” বলতে বোঝায় কাজ বা আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে অনুগ্রহের মাধ্যমে পরিত্রাণ।

নিসিয় বিশ্বাসসূত্র (Nicene Creed)

৩২৫ সালে মণ্ডলী পরিষদে নিসিয় বিশ্বাসসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টের ঐশ্বরিক সত্তা এবং পবিত্র আত্মার শিক্ষাগুলি রক্ষা করা। ৩৮১ সালে আরেকটি কাউন্সিলে কয়েকটি বিবৃতি যুক্ত করা হয়। এই বিশ্বাসসূত্রটি এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করে যা আগে আসেনি।

আমরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি,

যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর,

দৃশ্য ও অদৃশ্য সকল বিষয়ের সৃষ্টিকর্তা,

সর্বশক্তিমান পিতা।

এবং এক প্রভু, যিশু খ্রিষ্টে,

যিনি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র,

সর্বযুগের পূর্বে পিতা থেকে জাত,

ঈশ্বর থেকে ঈশ্বর,

আলোক থেকে আলোক,

সত্য ঈশ্বর থেকে সত্য ঈশ্বর,

যিনি সৃষ্ট নন, কিন্তু জাত;

যাঁর ও পিতার সত্ত্বা অভিন্ন।

যাঁর দ্বারা সকল বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের জন্য ও আমাদের পরিত্রাণের জন্য

তিনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন,

পবিত্র আত্মা ও কুমারী মরিয়মের দ্বারা তিনি দেয়াহিত হলেন,

ও মানুষ হলেন।

আমাদেরই জন্য পন্তীয় পিলাতের অধীনে তিনি ক্রুশবিদ্ধ হলেন,

তিনি দুঃখভোগ করলেন ও সমাধিস্থ হলেন।

শাস্ত্রানুসারে, তিনি তৃতীয় দিনে, পুনরুত্থিত হলেন।

তিনি স্বর্গে আরোহন করলেন

এবং পিতার দক্ষিণে বসলেন।

জীবিত ও মৃতদের বিচার করতে

তিনি সগৌরবে পুনরায় আসবেন।

তাঁর রাজ্যের কখনও শেষ হবে না।

আমরা পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস করি,

যিনি প্রভু ও জীবনদাতা।

তিনি পিতা ও পুত্র থেকে নির্গত,

এবং তিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে সমভাবে পূজিত ও গৌরবান্বিত।

তিনি ভাববাদীদের দ্বারা কথা বলেছেন।

আমরা এক পবিত্র সার্বজনীন ও পৈরিতিক মণ্ডলীতে বিশ্বাস করি।

আমরা পাপমোচনার্থে এক বাপ্তিস্ম ঘোষণা করি।

আমরা মৃতের পুনরুত্থান,

ও পরকালের জীবন আশা করি। আমেন

► এমন কিছু জিনিস কী আছে যা আপনি এই বিশ্বাসসূত্রের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন যা প্রেরিতদের বিশ্বাসসূত্রে ছিল না?

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, ত্রিত্বের তিনটি ব্যক্তিত্বের বিবৃতি সম্প্রসারিত করা হয়েছে। যারা বিশ্বাস করে যে যিশু ঈশ্বর তবুও তাঁর ঈশ্বরত্বকে ছোট করে দেখেন তাদের বিরুদ্ধে এটি রক্ষা করার জন্য খ্রিষ্টের পূর্ণ ঈশ্বরত্বের উপর জোর দেওয়া হয়। তিনি চিরন্তন (সব যুগের আগে থেকে), সৃষ্ট নন, এবং পিতা যা কিছু নিয়ে গঠিত তা দিয়ে গঠিত। যিশুকে সেই একই কারণে ঈশ্বর বলা হবে, যে কারণে পিতাকে ঈশ্বর বলা হয়।

পবিত্র আত্মাকে পিতা ও পুত্রের মতোই উপাসনা করতে হবে, যা নিশ্চিত করে যে তিনি ঈশ্বর।

চালসিডোনিয় বিশ্বাসসূত্র (Chalcedonian Creed)

চালসিডোনিয় বিশ্বাসসূত্র ৪৫১ সালে লেখা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল খ্রিষ্টের মানব দেহধারণ (incarnation) মতবাদটি রক্ষা করা। লেখকদের চিন্তার বিষয় ছিল খ্রিষ্টের পূর্ণ ঐশ্বরিক সত্তা এবং খ্রিষ্টের পূর্ণ মানবসত্তাকে রক্ষা করা, যাতে কোন দিক থেকেই তা লঘু বা অর্থহীন না হয়ে পড়ে।

পরিশেষে লেখকরা বলেছিলেন যে, তারা এই মতবাদগুলিকে মন্ডলীর শাস্ত্রীয় এবং পরম্পরাগত উভয় হিসেবেই বিবেচনা করেছিলেন। তারা কোন নতুন ধারণা তৈরি করছিলেন না, বরং মন্ডলী যা বিশ্বাস করত তা রক্ষা করছিলেন।

অতএব আমরা, পবিত্র ধর্মপালকদের অনুসরণ করে, সহমত হয়ে, এইকথা স্বীকার করতে শিক্ষা দিই যে, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিষ্ট এক এবং সমান পুত্র,

নিখুঁত ঈশ্বর নিখুঁত মানুষ;

সত্য ঈশ্বর ও সত্য মানুষ,

যিনি হেতুপূর্ণ (যুক্তিসংক্রান্ত) আত্মা ও দেহের অধিকারী;

ঈশ্বর হিসাবে পিতার সঙ্গে সমসত্তা,

ও মানুষ হিসাবে আমাদের সঙ্গে সমসত্তার অধিকারী,

সমস্ত বিষয়ে তিনি আমাদের ন্যায়, কিন্তু পাপ শূন্য।

ঈশ্বর হিসাবে সমস্ত যুগের পূর্বে তিনি পিতা থেকে জাত,

এবং মানুষ হিসাবে এই শেষ সময়ে, আমাদের জন্য এবং আমাদের পাপ থেকে পরিত্রাণের জন্য,

ঈশ্বরের মাতা, কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করলেন।

এক এবং সমান খ্রিষ্ট, পুত্র, প্রভু, একজাত,

যাঁর মধ্যে এই দুই প্রকৃতির অবস্থান

অমিশ্রিত, অপরিবর্তিত, অবিভক্ত ও অবিচ্ছিন্নভাবে স্বীকৃত।

এই সংযুক্তির দ্বারা প্রকৃতিদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য কোনও ভাবে লোপ পাওয়া নয়,

পরিবর্তে প্রত্যেকটি প্রকৃতির বৈশিষ্টসংরক্ষিত হয়েছে,

এবং এক ব্যক্তিতে ও এক সত্ত্বায় মিলিত হয়েছে,

দুই ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত বা পৃথকীকৃত হওয়া নয়,

কিন্তু এক ও সমান পুত্রে, এবং এক জাত,

ঈশ্বর, বাক্য, প্রভু যিশু খ্রিষ্টে মিলিত হয়েছে;

যেমন প্রথম থেকে ভাববাদীরা তাঁর সম্বন্ধে ঘোষনা করেছিলেন,

এবং প্রভু যিশু খ্রিষ্ট নিজের সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন,

এবং পবিত্র ধর্মপালকদের বিশ্বাসসূত্র আমাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে।

► আপনি কি এমন কিছু বিষয় দেখতে পান, যেগুলির উপর এই বিশ্বাসসূত্রে বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে?

> "কিন্তু যে কোন নতুন মতবাদই হোক না কেন, তা অবশ্যই ভ্রান্ত, কারণ পুরাতন ধর্মটিই একমাত্র সত্য; এবং কোন মতবাদই সঠিক হতে পারে না যদি না এটি একই রকম হয় যা 'শুরু থেকে' ছিল।"
> John Wesley-র "On Sin in Believers" নামক ধর্মোপদেশ থেকে গৃহীত।

এমন নয় যে খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব কেবলমাত্র যিশু যখন স্বর্গে ছিলেন তখন ছিল কিন্তু পৃথিবীতে ছিল না। প্রারম্ভিক খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করতেন যে, যিশু সত্যিকার অর্থে দেহে ঈশ্বর ছিলেন। পৃথিবীতে থাকাকালীন তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর ও মানুষের সমস্ত গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তারা খ্রিষ্টের এই প্রকৃতিকে

ত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁর অনন্য যোগ্যতা বলে বিবেচনা করেছিল।

বর্তমানের বিশ্বাসসসূত্রসমূহ

মন্ডলী শুরু হওয়ার পর বহু শতাব্দী কেটে গিয়েছে। পৃথিবী বদলে গেছে নানা ভাবে। অনেক ধর্মীয় বিশ্বাস গড়ে উঠেছে।

কিছু লোক মনে করে যে এমন কোন মতবাদ নেই যা চিরকাল একই থাকতে হবে। তারা যা চায় নির্দ্বিধায় যা খুশি বিশ্বাস করতে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলে দাবি করতে।

► আমাদের কি মন্ডলীর প্রাথমিক বিশ্বাসসূত্রগুলি বিশ্বাস করা প্রয়োজন আছে?

প্রাচীন বিশ্বাসসূত্রগুলিতে বর্ণিত বাইবেলের ঈশ্বর পরিবর্তিত হন না। প্রারম্ভিক খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা জানত যে, ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাসের কারণে ঈশ্বর তাদেরকে রক্ষা করেছিলেন। ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং পরিত্রাণের উপায় সম্পর্কে এই বিবৃতিগুলি শুরু থেকেই মৌলিক খ্রীষ্টধর্ম ছিল।

এই সমস্ত মতবাদ সম্বন্ধে না জেনেই অথবা সেগুলি সঠিকভাবে না বুঝে একজন ব্যক্তির পক্ষে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব। সুসমাচারের জন্য সমস্ত মতবাদ প্রয়োজনীয় নয়। একজন ব্যক্তি তিনি যে সত্যকে জানেন তা অস্বীকার করতে পারেন না এবং এখনও একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী, কিন্তু তিনি হয়তো কিছু বিষয়ে ভুল করতে পারেন।

এই পাঠে প্রাচীন বিশ্বাসসূত্রগুলি কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় মতবাদগুলি সম্বন্ধে বলে। যদি কোন মণ্ডলীর ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে যা এই অপরিহার্য বিষয়গুলি থেকে আলাদা, তা হলে তাদের অবশ্যই পরিত্রাণের একটি ভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করতে হবে, যা হবে অন্য সুসমাচার। তারা যদি তা করে, তা হলে তাদের নিজেদেরকে খ্রিষ্টবিশ্বাসী বলা উচিত নয় কারণ তারা এক নতুন ধর্ম উদ্ভাবন করছে।

অবশ্যই, প্রত্যেক ব্যক্তি যা চায়, তা চিন্তা করার জন্য স্বাধীন, কিন্তু তার যদি খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস না থাকে তা হলে সে যিশুর প্রকৃত অনুসারী নয়।

প্রথম কয়েক শতাব্দীতে আমাদের আজকের মত কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় (ডিনোমিনেশন) ছিল না। সেখানে একটি মণ্ডলী ছিল। তাই বিশ্বাসসূত্রগুলি ছিল সমগ্র মণ্ডলীর বিবৃতি। বর্তমানে, যে-মণ্ডলীগুলি বাইবেলের কর্তৃত্বকে সম্মান করে তারা ধর্মীয় বিশ্বাসসূত্রগুলিকে ধরে রাখে, যদিও তারা অন্যান্য অনেক বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে।

প্রাচীন মণ্ডলী জানত যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা জানত যে ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের মাধ্যমে তারা পরিত্রাণ পেয়েছে। এ কারণেই তাদের জন্য এটি নিশ্চিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তারা জানে যে ঈশ্বর কেমন।

যিহূদা পত্রটি আমাদের সতর্ক করে যে আমাদের অবশ্যই সেই বিশ্বাসকে রক্ষা করতে হবে যা মূলত মণ্ডলীকে প্রদান করা হয়েছিল (যিহূদা ১:৩)। আমরা যখন বিশ্বস্তভাবে সুসমাচার প্রচারের পরিচর্যা করি, বিশ্বাসীদের শিষ্য করি এবং যাদেরকে তিনি পরিচর্যায় ডাকেন তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিই, তখন ঈশ্বর যেন তাঁর সত্যকে অভিষিক্ত করেন।

ত্রুটি এড়ান: ডিনোমিনেশনগত দাম্ভিকতা

একটি সংগঠনের সাথে সংযুক্ত একগুচ্ছ মণ্ডলীকে ধর্মীয় সম্প্রদায় বা ডিনোমিনেশন বলা হয়। হাজার হাজার সম্প্রদায় খ্রিস্টান বলে দাবি করে। এছাড়াও হাজার হাজার স্বাধীন মণ্ডলী আছে যেগুলো কোন ডিনোমিনেশনের সঙ্গে যুক্ত নয়।

কখনও কখনও সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে ডিনোমিনেশন শুরু হয়। যদি কোনও অঞ্চলে অনেকে পরিবর্তিত হয় এবং তাদের পরিচর্যা করার জন্য কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায় না থাকে তবে একটি নতুন ডিনোমিনেশন তৈরি হতে পারে। একটি দেশে কোন মিশন সংস্থার কাজ থেকে একটি ডিনোমিনেশন শুরু হতে পারে।

কখনও কখনও একটি ডিনোমিনেশনের উদ্ভব হয় যখন একদল বিশ্বাস করে যে তারা যে মণ্ডলী রয়েছে সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ অস্বীকার বা উপেক্ষা করা হচ্ছে। তারা মতবাদগতভাবে সঠিক হওয়ার উদ্দেশ্যে একটি নতুন সম্প্রদায় শুরু করে। সময়ের সাথে সাথে তারা তাদের মতবাদগুলিকে ক্রমাগত গড়ে তোলে। যেহেতু তারা অন্যান্য খ্রিষ্টীয় গোষ্ঠী থেকে বাইবেলকে ভিন্নভাবে বোঝে, তাই তাদের কিছু মতবাদ অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন।

এছাড়া, বিভিন্ন সম্প্রদায় সঠিক উপাসনা পদ্ধতি ও বিশদ খ্রিস্টীয় জীবনযাপনের পরম্পরাগত বিধি গড়ে তোলে। সম্প্রদায়গুলি তাদের ঐতিহ্যে একে অপরের থেকে পৃথক।

অধিকাংশ খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায়ই একমাত্র সত্য মণ্ডলী বলে দাবি করে না। কোন সংগঠন যদি নিজেদেরকে পৃথিবীতে ঈশ্বরের সমগ্র মণ্ডলী বলে দাবি করে, তা হলে সেটি বিশ্বাস করা উচিত নয়।

অবিশ্বাসীরা প্রায়ই এর বিভাজন এবং বৈচিত্র্যের কারণে খ্রিষ্টধর্মের বিষয়ে আপত্তি তোলে। অবিশ্বাসীরা মনে করে যে খ্রিষ্টধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠী একে অপরের বিরোধী। জগতের অনেক লোক মনে করে যে খ্রিষ্টবিশ্বাসীদের মধ্যে সামান্যই একতা রয়েছে।

একটি ডিনোমিনেশন বা স্থানীয় মণ্ডলী যা সত্যই খ্রিষ্টবিশ্বাসী তারা প্রারম্ভিক খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসসূত্রগুলি বিশ্বাস করে। এটি হল সমস্ত খ্রিষ্টীয় সংগঠনের মধ্যে বিদ্যমান মতবাদগত ঐক্য। ছোট ছোট মতবাদ সংক্রান্ত বিষয়ে এবং পরম্পরাগত বিধিগুলিতে অনেক বৈচিত্র্য রয়েছে, কিন্তু আমাদের বলা উচিত হবে না যে এই পার্থক্যগুলির কারণে একটি মণ্ডলী সত্যই খ্রিষ্টবিশ্বাসী নয়।

ত্রুটি এড়ান: ব্যক্তিগত প্রত্যয়ে ভুল বোঝাবুঝি

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখে, তখন সে বাইবেলের সত্য সম্বন্ধে তার বোধগম্যতা বৃদ্ধি করেন। তিনি সবসময় অন্যদের মতো একই উপসংহারে আসবেন না। তিনি যখন দৈনন্দিন জীবনে সত্য প্রয়োগ করবেন, তখন তিনি নিজের জন্য বিভিন্ন নীতি ও নিয়ম গড়ে তুলবেন, যেগুলি অন্যান্য খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা যা করে তার চেয়ে ভিন্ন হবে।

একজন ব্যক্তি যখন তার বিশ্বাস সম্বন্ধে চিন্তা করে তখন প্রারম্ভিক খ্রিস্টধর্মের অপরিহার্য মতবাদগুলি প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে তার স্বাধীন বোধ করা উচিত নয়, যদি না সে সিদ্ধান্ত নেয় যে সে আর একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী নয়।

এ ছাড়া, একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর তার মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত মতবাদগুলি বিশ্বাস করতে সক্ষম হওয়া উচিত। যদি সে বিশ্বাস করে যে তার মণ্ডলীর মতবাদগুলি ভুল, তা হলে একজন সদস্য হিসেবে মণ্ডলীর প্রতি সত্যিই অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া কঠিন হবে।

একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসী তার মণ্ডলীর শিক্ষাগুলোর দ্বারা পরিচালিত হবে, কিন্তু তার হয়ত ব্যক্তিগত প্রত্যয় থাকতে পারে, যা এমনকি তার মণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের থেকেও ভিন্ন। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যয়ের বিষয়ে বাইবেলে সরাসরি কিছু বলা হয় নি; এটি বাইবেলের সত্যকে কোন বিষয়ে প্রয়োগ করার কারও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা।

প্রত্যেক খ্রিষ্টবিশ্বাসীর উচিত তার নিজ পরিস্থিতিতে বাইবেলের সত্যকে সৎভাবে প্রয়োগ করা, কিন্তু তার নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যদের বিচার করতে তার তৎপর হওয়া উচিত নয়। আমাদের এটি আশা করা ঠিক যে, সমস্ত খ্রিষ্টবিশ্বাসী প্রাচীন বিশ্বাসসূত্রেগুলি ধরে রাখবে, আমাদের এটিও আশা করা উপযুক্ত যে মণ্ডলীর সদস্যরা তাদের মণ্ডলীর মতবাদগুলি পালন করবে; কিন্তু একজন খ্রিষ্টবিশ্বাসীর পক্ষে এটি আশা করা ঠিক নয় যে অন্যেরা তার সমস্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে একমত হবে।

► বিশ্বাসের বিবৃতিটি দুবার একসঙ্গে পড়ুন।

বিশ্বাসের বিবৃতি

শাস্ত্র আমাদেরকে খ্রিস্টধর্মের মূল মতবাদগুলিকে ধরে রাখতে ও সেগুলিকে রক্ষা করতে বলে। প্রারম্ভিক খ্রিষ্টবিশ্বাসীরা সেই বিশ্বাসগুলির বিষয়ে বিবৃতি দিয়েছিল যেগুলি সুসমাচার ও ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের জন্য অপরিহার্য। এই বিবৃতিগুলি এখনও অপরিহার্য খ্রীষ্টধর্মকে সংজ্ঞায়িত করে।

১৫ নং পাঠের অ্যাসাইনমেন্ট

(১) প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট: প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নীচে তালিকাভুক্ত শাস্ত্রাংশগুলির একটি বরাদ্দ করা হবে। পরবর্তী ক্লাস সেশনের আগে আপনাকে এই শাস্ত্রাংশটি পড়তে হবে এবং সেখানে এই পাঠের বিষয়ে কি বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে।

- ১ তীমথিয় ৩:১৬
- ১ তীমথিয় ৪:১-৭
- তীত ১:৭-১৪
- ১ যোহন ৪:১-৩, ১৪-১৫; ১ যোহন ৫:১২
- যিহূদা ১:৩-১৩

(২) পরীক্ষা: আপনি ১৫ নং পাঠটির উপর একটি পরীক্ষা নিয়ে পরবর্তী ক্লাস শুরু করবেন। প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার প্রশ্নগুলি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন।

(৩) শিক্ষাদানের অ্যাসাইনমেন্ট: আপনার ক্লাসের বাইরে শিক্ষা দেওয়ার সময়সূচি এবং রিপোর্ট করার কথা ভুলবেন না।

১৫ নং পাঠের পরীক্ষা

(১) বিশ্বাসসূত্র কি?

(২) যিশু সম্পর্কে প্রথম মতবাদের দুটি বিবৃতির উল্লেখ করুন।

(৩) সর্বপ্রথম যে বিশ্বাসসূত্র বেশ কয়েকটি বিবৃতি দেয়, তা শাস্ত্রের কোথায় রয়েছে?

(৪) প্রৈরিতিক বিশ্বাসসূত্রটির উদ্দেশ্য কি ছিল?

(৫) নিসিয় বিশ্বাসসূত্রটির উদ্দেশ্য কি ছিল?

(৬) চালসিডোনিয় বিশ্বাসসূত্রটির উদ্দেশ্য কি ছিল?

সুপারিশকৃত সহায়ক গ্রন্থসমূহ

এই পাঠ্যে আলোচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও অধ্যয়ন করতে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত সহায়িকাগুলি দেখুন।

ঈশ্বরের পুস্তক

Dockery, David S. *Christian Scripture*. Nashville: Broadman and Holman, 1995.

ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যসকল

Purkiser, W.T., ed. *Exploring Our Christian Faith*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1960.

Tozer, A. W. *The Knowledge of the Holy*. New York: Harper and Row, 1961.

ত্রিত্ব

Morey, Robert. *The Trinity: Evidence and Issues*. Iowa Falls: Word Bible Publishers, 1996.

White, James. *The Forgotten Trinity: Recovering the Heart of Christian Belief*. Minneapolis: Bethany House Publishers, 1998.

মানবপ্রকৃতি

Purkiser, W.T., ed. *Exploring Our Christian Faith*. Kansas City, MO: Beacon Hill, 1978. (See Chapter 10: "What is Man?")

পাপ

Wesley, John. "The Doctrine of Original Sin," in *The Complete Works of Wesley. Vol. 9*.

Wilcox, Leslie. *Profiles in Wesleyan Theology*. Salem, OH: Schmul Publishing, 1985. (See Chapter 7: "Origin and Nature of Sin," 141-170.)

আত্মার জগৎ

Lewis, C. S. *The Screwtape Letters*. New York: Macmillan Co., 1968.

Wesley, John. "Satan's Devices." *Wesley's 52 Standard Sermons*. Salem, OH: Schmul Publishing, 1988.

খ্রিষ্ট

Strobel, Lee. *The Case for Christ*. Grand Rapids: Zondervan, 1998.

Zacharias, Ravi. *Jesus Among Other Gods*. Nashville: Word Publishing, 2000.

পরিত্রাণ

Purkiser, W. T., ed. *Exploring Our Christian Faith*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1960. (See Chapter XI and XII: "Man's Predicament," and "The Doctrine of Atonement.")

Wilcox, Leslie. *Profiles in Wesleyan Theology*. Salem, OH: Schmul Publishing, 1985. See Chapters 9-10: "Atonement" and "Conditions of Reconciliation," 171-214.

Wiley, H. Orton and Culbertson, Paul T. *Introduction to Christian Theology*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1946.

পরিত্রাণের বিষয়সকল

Shank, Robert. *Life in the Son*. Minneapolis: Bethany House Publishers, 1989.

Wiley, H. Orton and Culbertson, Paul T. *Introduction to Christian Theology*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1946.

পবিত্র আত্মা

Carter, Charles. *The Person and Ministry of the Holy Spirit: A Wesleyan Perspective*. Grand Rapids: Baker Book House, 1974.

Murray, Andrew. *Andrew Murray on the Holy Spirit*. New Kensington: Whitaker House, 1998.

মন্ডলী

Noll, Mark. *Turning Points*. Grand Rapids: Baker Academic, 1997.

Oden, Thomas. *Life in the Spirit*. Peabody: Prince Press, 2001.

অনন্তকালীন পরিণতি

Lewis, C. S. "The Weight of Glory," in *The Weight of Glory and Other Addresses*. New York: Macmillan Publishing, 1980.

Purkiser, W.T., ed. *Exploring Our Christian Faith*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1967. (See Chapter XXVIII, "The Future Life.")

Wesley, John. "The Great Assize." *Wesley's 52 Standard Sermons*. Salem, OH: Schmul Publishing, 1988.

অন্তিম ঘটনাবলী

Ladd, George Eldon. *The Blessed Hope*. Grand Rapids: Eerdmans, 1992.

Wiley, H. Orton & Culbertson, Paul T. *Introduction to Christian Theology*. Kansas City, MO: Beacon Hill Press, 1949.

প্রাচীন বিশ্বাসসূত্র

Gonzalez, Justo L. *The Story of Christianity, Vol. I*. New York: Harper, 2010.

Noll, Mark. *Turning Points: Decisive Moments in the History of Christianity*. Grand Rapids: Baker, 2012.

অ্যাসাইনমেন্টের রেকর্ড

শিক্ষার্থীর নাম ________________________________

প্রতিটি অ্যাসাইনমেন্ট সম্পন্ন হলে সই করুন। পরীক্ষাগুলি "সম্পূর্ণ" হিসাবে বিবেচিত হয় যখন শিক্ষার্থী ৭০% বা তার বেশি নম্বর অর্জন করে। Shepherds Global Classroom থেকে সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য সমস্ত অ্যাসাইনমেন্ট অবশ্যই সফলভাবে সম্পন্ন করতে হবে।

পাঠ	প্যাসেজ অ্যাসাইনমেন্ট	পরীক্ষা	ক্লাস-বহির্ভূত শিক্ষাদান	
১			**তারিখ**	**পরিবেশ (কোথায়?)**
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				

Shepherds Global Classroom থেকে Certificate of Completion-এর জন্য আবেদন আমাদের ওয়েবপেজ www.shepherdsglobal.org-এ আবেদন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষক এবং সহায়তাকারীরা তাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আবেদন সম্পূর্ণ করলে সার্টিফিকেটগুলি SGC-এর প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে ডিজিটালভাবে সার্টিফিকেট প্রেরণ করা হবে।